সবরের পুরস্কার

মাসরূর মাহমুদ

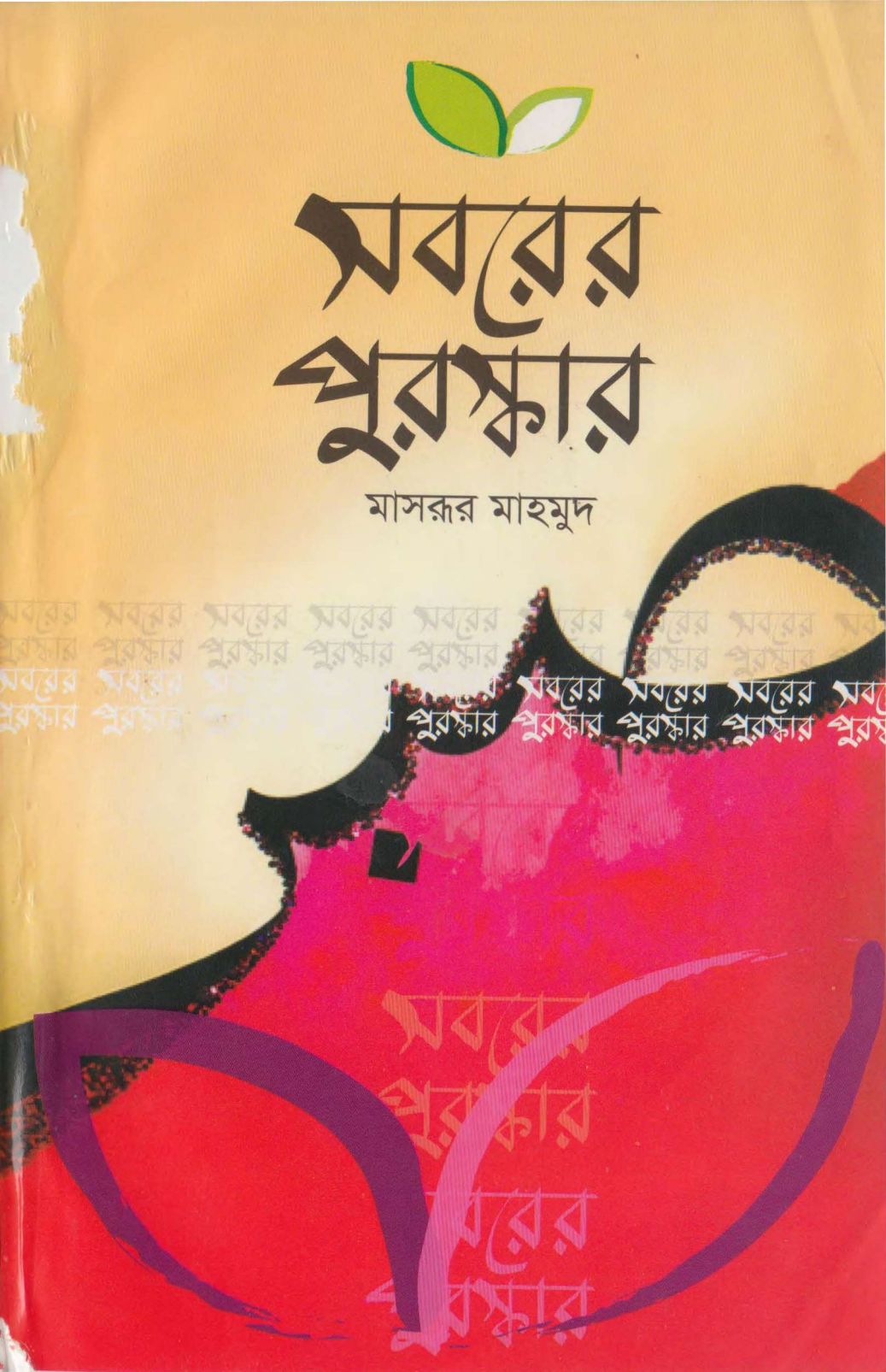

সবরের পুরস্কার

মাসরূর মাহমুদ

প্রকাশনায়

professor's book corner

প্রফেসর'স বুক কর্ণার

১৯১ ওয়ারলেছ রেলগেইট, বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

ফোন : ৯৩৪১৯১৫, মোবা : ০১৭১৬৬৭৭৭৫৪

www.pathagar.com

সবরের পুরস্কার

মাসরূর মাহমুদ

প্রকাশক
এ এম সাইফুল ইসলাম ফাহাদ
পরিচালক, প্রফেসর'স বুক কর্ণার
১৯১ ওয়ারলেস রেলগেট
বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

গ্রন্থস্বত্ব
প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত

প্রথম মুদ্রণ
শাবান ১৪৩৭
বৈশাখ ১৪২৩
মে ২০১৬

কভার ডিজাইন
মোজাম্মেল প্রধান

কম্পিউটার কম্পোজ
আল মাহমুদ

মুদ্রণে
আল-ফালাহ প্রিন্টিং প্রেস

মূল্য ঃ ৭০ (সত্তর) টাকা মাত্র

Shoborer Purosker by Mashrur Mahmud, Published by professor's book corner, 191 wareless railgate, boro moghbazar Dhaka-1217. **price : 70/-** taka only, $4.00 only

www.pathagar.com

ভূমিকা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ أَمَّا بَعْدُ...

ইসলাম এ পৃথিবীতে শুধুমাত্র নিছক ধর্ম হিসেবেই আবির্ভূত হয়নি বরং মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে জীবন ব্যবস্থা হিসেবে মনোনীত করা হয়েছে। জীবনের প্রতিটি স্তরে ইসলাম সুনিপুণভাবে আমাদেরকে নিজেদের জীবন পরিচালনার রোডম্যাপ নির্ধারণ করে দিয়েছে। চাই তা ব্যক্তি বা সমাজ পর্যায়ে হোক অথবা রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে হোক না কেন।

ইসলাম আমাদেরকে মহান আল্লাহর প্রতি মুখাপেক্ষী হওয়া ও ধৈর্যধারণের শিক্ষা দিয়েছে। ধৈর্যকে সর্বোত্তম নিয়ামত অভিহিত করে বলা হয়েছে যে, ধৈর্য হচ্ছে সৎগুণের মূল। রাসূল (সা.)-এর মুখঃনিসৃত এক হাদীসে বলা হয়েছে- ধৈর্য বা সবর হচ্ছে ঈমানের অর্ধেক। হযরত আলী (রা.) সবর বা ধৈর্যকে দেহের শির হিসেবে অবিহিত করেছেন। তিনি বলেন- দেহের জন্য শির যেমন, ঈমানের জন্য ধৈর্য তেমন। অর্থাৎ মস্তক ছাড়া যেমন দেহের কোনো মূল্য নেই, তেমনি ধৈর্যহীন ব্যক্তির ঈমানেরও কোনো মূল্য নেই।

কুরআন মাজীদে সবর বা ধৈর্য শব্দটি একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে এবং বিভিন্ন আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বহুবার এ শব্দটি ব্যবহার করেছেন। দুঃখজনক হলেও সত্য যে, বর্তমানে প্রচলিত অর্থে সবর বলতে শুধুমাত্র ধৈর্যধারণ করা, চুপচাপ সহ্য করাকেই বুঝানো হচ্ছে। যে শব্দগুলো শোনোর সঙ্গে সঙ্গে মনে একটা জড়তা, অসাড় ভাবের সৃষ্টি হয়। কিন্তু ধৈর্য বা সবরের প্রকৃত অর্থ হচ্ছে দৃঢ় বা অটল থাকা অর্থাৎ কোনো উদ্দেশ্য অর্জন করতে অটলভাবে সমস্ত কিছু সহ্য করা। যত বাধা আসুক, যত বিপদ-আপদ আসুক, যত কষ্ট হোক, কিছুতেই হতাশ বা ভেঙ্গে না পড়ে সুদৃঢ়ভাবে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া। ছোট্ট একটা উদাহরণ দিলে ব্যপারটা আরও পরিষ্কার হবে। যেমন ধরুন আপনার বাচ্চার প্রচন্ড জ্বর। আপনি তার মাথায় পানি না ঢেলে বা ডাক্তারের কাছে না নিয়ে যদি তাকে চুপচাপ সহ্য করতে বলেন তবে বলাটা মোটেই উচিত হবে না। বরং উচিত হবে আপনার সন্তানকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়া। তার সুচিকিৎসার পাশাপাশি আল্লাহর কাছে সাহায্য চাওয়া এবং তার সুস্থ্যতার জন্য চেষ্টা অব্যাহত রাখা। এটাই হচ্ছে সবর বা ধৈর্যের দাবি।

বইটিতে গুরুত্বপূর্ণ এ বিষয়টি নিয়ে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করা হয়েছে। যা কিছু গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়েছে তা সংযুক্ত করার চেষ্টা করেছি। উদ্দেশ্য ছিল নিজে এ বিষয় সম্পর্কে জানা ও আমল করা এবং অপরকে বিষয়টি সম্পর্কে জানানো। এবং সর্বোপরি মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করছি। আল্লাহ তায়ালা আমাদের সকলকে সঠিকভাবে বিষয়টি অনুধাবনের তাওফিক দান করুক। আমীন।

www.pathagar.com

সূচীপত্র

ক্রম.	বিষয়	পৃষ্ঠা
১.	সবর শব্দের বিশ্লেষণ	৫
২.	কুরআন মাজীদে শব্দটির ব্যবহার	৬
৩.	সবরের পারিভাষিক অর্থ	৭
৪.	মুমিনের জীবনে সবরের অবশ্যকতা	৮
৫.	কুরআন মাজীদে সবরের বর্ণনা	১২
৬.	হাদীস শরীফে সবরের বর্ণনা	১৫
৭.	সবরের প্রকারভেদ	১৮
	ক. আল্লাহর আনুগত্য ও ইবাদাতের ওপর সবর	১৯
	খ. শরীয়ত কর্তৃক নিষিদ্ধ ও হারাম কাজ থেকে বেঁচে থাকার ওপর সবর	২০
	গ. বিপদাপদে সবর	২১
৮.	সবরের দৃষ্টান্ত বা উদাহরণ	২২
	১. নবীদের সবরের দৃষ্টান্ত	২২
	ক. ধৈর্যের পাহাড় হযরত আইয়ুব (আ.)	২২
	খ. ধৈর্যের অনুপম দৃষ্টান্ত হযরত ইউসুফ (আ.)	২৪
	গ. কুরবানির পরীক্ষায় হযরত ইসমাঈল (আ.) ধৈর্যধারণ	২৭
	২. উলুল আ'যমি বা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ রাসূলদের সবরের দৃষ্টান্ত	২৮
	ক. উলুল আযমি বা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ রাসূলদের সংজ্ঞা	২৮
	খ. হযরত নূহ (আ.) এর ধৈর্যধারণ	২৯
	গ. ধৈর্যের পাহাড় হযরত ইব্রাহিম (আ.)	৩১
	ঘ. হযরত মূসা (আ.) ধৈর্যধারণ	৩৪
	ঙ. হযরত ঈসা (আ.) এর সবর	৪৩
	চ. ধৈর্যের অনন্য উদাহরণ হযরত মুহাম্মদ (সা.)	৪৭
৯.	সবর বা ধৈর্যধারনে প্রতিবন্ধক কাজসমূহ	৬৪
১০.	সবর বা ধৈর্যধারনে সহায়ক কাজসমূহ	৬৭
১১.	সবরের পুরস্কার	৭৫

www.pathagar.com

সবর শব্দের বিশ্লেষণ

সবর শব্দটি ব্যাপক অর্থবহ। সবর শব্দের অর্থ হচ্ছে প্রচন্ড গতিশীল, দৃঢ়তা, ধৈর্য, সহিষ্ণুতা, patience, forbearance ইত্যাদি।

তা'জুল উরুস[১] গ্রন্থে বলা হচ্ছে- সবর শব্দের অর্থ হচ্ছে কোনো কাজ থেকে বিরত থাকার ওপর ধৈর্যধারণ করা।

আল মু'জামূল ওয়াসিত[২] অভিধানে বলা হচ্ছে- সবর শব্দের অর্থ হচ্ছে অস্থিরতা পরিহার করে দৃঢ়তা প্রদর্শন করা। যেমন পবিত্র কুরআনে এসেছে-

وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ •

অর্থাৎ, আর তুমি নিজকে ধৈর্যশীল রাখ তাদের সাথে, যারা সকাল-সন্ধ্যায় তাদের রবকে ডাকে। (সূরা কাহফ : ২৮)

আবার অন্য অর্থে বলা হচ্ছে- সবর শব্দের অর্থ হচ্ছে اَلْحَبْسُ وَالْكَفُّ বা বাধা প্রদান করা, আটকে রাখা, اَلْحَبْسَ النَّفْسُ বা নফসকে সংযত রাখা। যেমন রমযান মাসকে বলা হয়ে থাকে شَهْرُ الصَّبْرِ বা সংযত থাকার মাস। কেননা এ মাসে মনের কুপ্রবৃত্তি থেকে নিজের নফসকে বিরত রাখা হয়।

আল মু'জামূল মাকা'য়িস আল লুগা'ত[৩] অভিধানে বলা হচ্ছে- সবর শব্দের অর্থ হচ্ছে বাধা প্রধান করা, বিজয়ী বা উচ্চ মর্যাদার অধিকারী হওয়া।

কা'মুসুল মুহিত[৪] অভিধানে বলা হচ্ছে- অস্থিরতার বিপরীত অবস্থাকে সবর হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

অক্সফোর্ড ইংলিস ডিকশনারিতে বলা হচ্ছে- ধৈর্য শব্দের অর্থ হচ্ছে- The suffering or enduring (of pain, trouble, or evil) with calmness and composure; the quality or capacity of so suffering or enduring. অর্থাৎ, দুঃখ-কষ্ট ভোগ করার সময় আত্মসংবরণ করা। কিংবা দুঃখ বা বেদনার সময় নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করা।

ওয়েবস্টার ডিকশনারিতে বলা হচ্ছে- ধৈর্য শব্দের অর্থ হচ্ছে- the capacity, habit, or fact of being patient. অর্থাৎ, কষ্টের সময় নিজেকে সংবরণ করা বা ধৈর্যধারণ করা।

---

১. হুসাইনি, মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ আব্দুর রাজ্জাক, তাজুল উরুস, পৃ: ২৭১।

২. মুস্তাফা, ইব্রাহিম, আল মু'জামুল ওয়াসিত, পৃ: ৫২৫।

৩. যাকারিয়া, আবুল হুসাইন আহমাদ বিন ফারেস, আল মু'জামুল মাকায়িস আল লুগাত, পৃ: ২১৮।

৪. ফায়রুযাবাদি, মাজেদুদ্দিন মুহাম্মদ বিন ইয়াকুব, কা'মুসুল মুহিত, পৃ: ৩৯৪।

www.pathagar.com

কুরআন মাজীদে শব্দটির ব্যবহার

কুরআন মাজীদে শব্দটি ৬টি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে-

১. حَبَسَ النَّفْسُ : নফসকে সংযত বা আটকে রাখা অর্থে-

যেমন কুরআন মাজীদে বলা হচ্ছে-

• الصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالْقَانِتِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ

অর্থাৎ, যারা ধৈর্যশীল, সত্যবাদী, আনুগত্যশীল ও ব্যয়কারী এবং শেষ রাতে ক্ষমাপ্রার্থনাকারী। (সূরা আলে ইমরান : ১৭)

অন্য আয়াতে বলা হচ্ছে- • سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجَزِعْنَا أَمْ صَبَرْنَا

অর্থাৎ, এখন আমরা অস্থির হই কিংবা সবর করি, উভয় অবস্থাই আমাদের জন্য সমান, আমাদের পালানোর কোনো জায়গা নেই। (সূরা ইব্রাহিম : ২১)

আবার বলা হচ্ছে- • إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ

অর্থাৎ, নিশ্চয় আমি তাকে ধৈর্যশীল পেয়েছি। সে কতই না উত্তম বান্দা! নিশ্চয়ই সে ছিল আমার অভিমুখী। (সূরা সোয়াদ : ৪৪)

২. الصَوْمُ বা রোযা অর্থে-

যেমন সূরা বাক্বারায় আল্লাহ তায়ালা বলছেন- • وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ

অর্থাৎ, আর তোমরা ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য চাও। নিশ্চয় তা বিনয়ী ছাড়া অন্যদের ওপর কঠিন। (সূরা বাক্বারা : ৪৫)

অন্য আয়াতে বলা হচ্ছে-

• يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

অর্থাৎ, হে মুমিনগণ, ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য চাও। নিশ্চয় আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন। (সূরা বাক্বারা : ১৫৩)

৩. اَلْجُرْأَةُ : দুঃসাহস বা স্পর্ধা অর্থে-

যেমন সূরা বাক্বারায় বলা হয়েছে- • فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ

অর্থাৎ, এদের কী অদ্ভুত ধৈর্য দেখ ! জাহান্নামের আযাব বরদাস্ত করার জন্য এরা প্রস্তুত হয়ে গেছে। (সূরা বাক্বারা : ১৭৫)

www.pathagar.com

৪. اَلْإِصْدَارْ عَلَىَ الشَىْءِ : কোনো বিষয়ে দৃঢ় সংকল্প বা অবিচল থাকা অর্থে-

যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন- • أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَى آلِهَتِكُمْ

অর্থাৎ, চলো অবিচল থাকো নিজেদের উপাস্যদের উপাসনায়। (সূরা সোয়াদ: ৬)

সূরা ফুরকানে বলা হচ্ছে- • إِنْ كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ آلِهَتِنَا لَوْلَا أَنْ صَبَرْنَا عَلَيْهَا

অর্থাৎ, এতো আমাদের পথভ্রষ্ট করে নিজেদের দেবতাদের থেকেই সরিয়ে দিতো যদি না আমরা তাদের প্রতি অটল বিশ্বাসী হয়ে থাকতাম। (সূরা ফুরকান : ৪২)

৫. اَلرِضَا তথা সন্তুষ্টি বা সম্মতি অর্থে-

যেমন সূরা তূরে ঘোষিত হয়েছে- • وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا

অর্থাৎ, হে নবী তোমার রবের ফায়সালা আসা পর্যন্ত ধৈর্যধারণ করো। তুমি আমার চোখে চোখেই আছো। (সূরা তূর : ৪৮)

৬. بَعْيَنَةْ তথা একই রকম বা হুবহু অর্থে [৫]-

যেমন সূরা হজ্জে আল্লাহ তায়ালা বলছেন- • وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ

অর্থাৎ, যে বিপদই তাদের ওপর আসে তার ওপর তারা সবর করে। (সূরা হজ্জ: ৩৫)

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে আমরা জানতে পারলাম শুধুমাত্র সহ্য করা বা ধৈর্যধারণ করা সবরের অর্থ নয় বরং সবর অর্থ হচ্ছে- ১. ধৈর্যের সাথে সাথে কষ্ট, দুর্ভোগ সহ্য করা। ২. অবস্থার পরিবর্তন করতে গিয়ে কোনো পাপ করে না ফেলা। ৩. আল্লাহর আনুগত্য থেকে সরে না যাওয়া।

পরিভাষায় সবর হচ্ছে

অস্থিরতা থেকে নিজের অন্তর/ নফসকে সংযত করা, ক্রোধ ও সন্দেহ থেকে নিজের জিহ্বাকে সংরক্ষণ করা, কাউকে আঘাত করা থেকে বিরত থাকার নামই হচ্ছে সবর।

জুনায়েদ বাগদাদী (রহ.)[৬] বলেন-

হাসিমুখে তিক্ততার ঢোক গিলে নেয়াই হলো সবর বা ধৈর্য।

জুনুন মিসরী (রহ.)[৭] বলেন-

---

৫. হুসাইন বিন মুহাম্মদ দামেগানী, কামুসুল কুরআনুল কারীম, পৃষ্ঠা : ২৭৩-২৭৪।

৬. পুরো নাম আবুল কাসেম আল জুনায়েদ বিন মুহাম্মদ নাহওয়ানাদ বাগদাদী, মৃত্যু : ২৯৮ হি., তিনি সুফীবাদে বিশ্বাসী ছিলেন।

www.pathagar.com

আল্লাহর বিরুদ্ধাচরণ থেকে দূরে থাকা বিপদের সময় শান্ত থাকা এবং জীবনের কুরুক্ষেত্রে দারিদ্রের কষাঘাত সত্ত্বেও অমুখাপেক্ষিতা প্রকাশ করাই হলো সবর বা ধৈর্য।

আবু উসমান হায়রী (রহ.)[৮] বলেন-

ধৈর্যশীল ঐ ব্যক্তিকে বলা হয় যিনি মন্দ বা অপছন্দনীয় জিনিসগুলোকে প্রতিহত করার জন্য নিজের অন্তর কে সর্বদা প্রস্তুত রাখে বা অন্তরকে অভ্যস্ত করে তোলে, তা প্রতিহত করার জন্য।

আহমাদ আল খাওয়াছ (রহ.)[৯] বলেন-

কুরআন ও সুন্নাহর হুকুম/বিধানের ওপর অটল থাকার নামই সবর।

রুওয়াইস বাগদাদী (রহ.)[১০] বলেন-

যে কোনো প্রকার অভিযোগ, অনুযোগ, কষ্টকে চিরতরে ত্যাগ করার নামই সবর।

তাবারী (রহ.) বলেন-

মনের কু-প্রবৃত্তি, কামনা-বাসনা থেকে অন্তরকে সংযত রাখার নামই হচ্ছে সবর।

কেউ কেউ বলেন-

আল্লাহ তায়ালার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করার নামই সবর।

মুমিনের জীবনে সবরের আবশ্যকতা

যুগে যুগে মহান আল্লাহ যে সকল নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন, তাদের জীবনের প্রতিটি বাঁকে বাঁকে আল্লাহ তায়ালা দুঃখ-কষ্ট, বিপদ-মুসিবত ইত্যাদি দিয়ে পরীক্ষা করেছেন। তাদের বিরুদ্ধে প্রতিপক্ষ হিসেবে (কুরআন তাদের শত্রু, অন্য জায়গায় মনুষ্য শয়তান বা জিন শয়তান) একজন অপরাধী/বিরুদ্ধাচারীকে দাঁড় করিয়েছেন তাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য। যেমনিভাবে আদম (আ.) এর প্রতিপক্ষ হিসেবে ইবলিসকে, ইব্রাহিম (আ.) এর প্রতিপক্ষ হিসেবে নমরূদকে, মূসা (আ.) এর প্রতিপক্ষ হিসেবে ফেরআউনকে ও হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর প্রতিপক্ষ হিসেবে আবু জাহেলকে।

---

৭. পুরো নাম আবুল ফায়েজ ছাওবান বিন ইব্রাহিম নাওয়াব মিসরী, তিনি ছিলেন সুভাষী, বিজ্ঞ আলেম ও জ্ঞানী ব্যক্তি। তিনি মিশরের একটি অঞ্চলের শায়খ ছিলেন। তিনি মানসুরের শাসন আমলের শেষের দিকে জন্মগ্রহন করেন। ২৪৫ হি. তে তিনি ইন্তেকাল করেন।

৮. তার পুরো নাম আবু উসমান সাঈদ বিন ইসমাঈল বিন সাঈদ হায়রী, জন্ম ২৩০ হি., মৃত্যু ২৯৮হি.।

৯. তার পুরো নাম আবু ইসহাক ইব্রাহিম বিন আহমদ আল খাওয়াছ, মৃত্যু ২৯১ হি.।

১০. তার পুরো নাম আবুল হাসান রুওয়াইম বিন আহমদ বিন ইয়াযিদ সুফী, তিনি বাগদাদীদের কাছে সম্মানিত ব্যক্তি ছিলেন, মৃত্যু ৩০৩ হি.।

www.pathagar.com

কুরআন এ কথার সত্যায়ন করছে এভাবে-

• وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا

অর্থাৎ, হে মুহাম্মাদ (সা.)! আমি তো এভাবে অপরাধীদেরকে প্রত্যেক নবীর শত্রুতে পরিণত করেছি এবং তোমার জন্য তোমার রবই পথ দেখানোর ও সাহায্যদানের জন্য যথেষ্ট। (সূরা আল ফুরকান : ৩১)

অন্য আয়াতে বলা হয়েছে-

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ •

অর্থাৎ, আর এভাবেই আমি প্রত্যেক নবীর শত্রু করেছি মানুষ ও জিনের মধ্য থেকে শয়তানদেরকে, তারা প্রতারণার উদ্দেশ্যে একে অপরকে চাকচিক্যপূর্ণ কথার কুমন্ত্রণা দেয় এবং তোমার রব যদি চাইতেন, তবে তারা তা করত না। সুতরাং তুমি তাদেরকে ও তারা যে মিথ্যা রটায়, তা ত্যাগ কর। (সূরা আনআম : ১১২)

নবী-রাসূলদের অনুসারী মুমিন বান্দাদের ও এই পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়েছে। তাদের দৃষ্টান্ত ও নবী-রাসূলদের মতোই।

যেমন কুরআন বলছে-

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ •

অর্থাৎ, আর আমি অবশ্যই তোমাদেরকে পরীক্ষা করব কিছু ভয়, ক্ষুধা এবং জান-মাল ও ফলফলাদির স্বল্পতার মাধ্যমে। আর তুমি ধৈর্যশীলদের সুসংবাদ দাও। (সূরা বাক্বারা : ১৫৫)

অনেকের ধারণা হচ্ছে ঈমানের পথ হচ্ছে উজ্জ্বল, আলোকিত, সুগন্ধ যুক্ত গুল্মের ন্যায়। অর্থাৎ ঈমান আনয়নের পর তারা মনে করে যে আমাদের ওপর আর কোনো বিপদ বা পরীক্ষা পতিত হবে না। সম্ভবত তাদের এই ধারণাটা তারা তাদের অন্তরের মধ্যে লালন করে। বাস্তবিক পক্ষে তা অনেক কঠিন ও কন্টকাকীর্ণ। কেননা মক্কার জীবনে যখন রাসূল (সা.) ও তার সাহাবীদের ওপর একের পর এক নির্যাতন সহ্য করতে হচ্ছিল ঠিক তখনই আল্লাহ তায়ালা সূরা আনকাবুতে বলছেন-

الم • أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ • وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ •

www.pathagar.com

অর্থাৎ, আলিফ-লাম-মীম। মানুষ কি মনে করে যে, 'আমরা ঈমান এনেছি' বললেই তাদের ছেড়ে দেয়া হবে, আর তাদের পরীক্ষা করা হবে না? আর আমি তো তাদের পূর্ববর্তীদের পরীক্ষা করেছি। ফলে আল্লাহ অবশ্যই জেনে নেবেন, কারা সত্য বলে এবং অবশ্যই তিনি জেনে নেবেন, কারা মিথ্যাবাদী। (সূরা আনকাবুত : ১-৩)

শুধু মক্কার জীবনেই নয় বরং মদিনার জীবনেও যারা এরূপ ধারণা করেছিল কুরআন তাদের সম্পর্কে বলছে-

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ •

অর্থাৎ, তোমরা কি মনে করেছো, এমনিতেই তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করে যাবে? অথচ তোমাদের পূর্বে যারা ঈমান এনেছিল তাদের ওপর যা কিছু নেমে এসেছিল এখনও তোমাদের ওপর সেসব নেমে আসেনি। তাদের ওপর এমন কষ্ট-ক্লেশ ও বিপদ নেমে এসেছিল, যা তাদেরকে প্রকম্পিত করেছিল। এমনকি সমকালীন রাসূল ও তার সাথী ঈমানদার চিৎকার করে বলে উঠেছিল, কখন আল্লাহর সাহায্য আসবে? অবশ্যই আল্লাহর সাহায্য নিকটেই। (সূরা বাক্বারা : ২১৪)

আর উহুদ যুদ্ধের সময় যখন মুসলমানদের বিপর্যস্ত অবস্থা ছিল এবং ৭০জন সাহাবী শাহাদাতবরণ করেছিল। অন্যান্য সাহাবাদের অন্তর ক্ষত-বিক্ষত হয়েছিল তাদের সঙ্গী-সাথীদের মৃত্যুতে। ঠিক সেই সময় মহান আল্লাহ তায়ালা বলছেন -

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ •

অর্থাৎ, তোমরা কি মনে কর যে, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে? অথচ আল্লাহ এখনো জানেননি তাদেরকে যারা তোমাদের মধ্য থেকে জিহাদ করেছে এবং জানেননি ধৈর্যশীলদেরকে। (সূরা আলে ইমরান : ১৪১)

যেমনিভাবে সূরা তাওবাতে বলা হয়েছে-

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُتْرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ •

অর্থাৎ, তোমরা কি মনে করেছ যে, তোমাদেরকে ছেড়ে দেয়া হবে? অথচ এখনও আল্লাহ যাচাই করেননি যে, তোমাদের মধ্যে কারা জিহাদ করেছে এবং কারা আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও মুমিনগণ ছাড়া কাউকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করেনি। আর তোমরা যা কর আল্লাহ সে সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত। (সূরা তাওবা : ১৬)

www.pathagar.com

তাই এ কথা অনস্বীকার্য যে, যারা আল্লাহর পথে দায়ী ইলাল্লাহর কাজ করবে তাদেরকে কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হবে। আর তাদের এই কঠিন পরীক্ষার মোকাবেলা করার জন্য আল্লাহ তাদেরকে সবর ও সালাতের মাধ্যমে আল্লাহর নিকট সাহায্য চাওয়ার নির্দেশ দিচ্ছেন। যেমনিভাবে আল্লাহ তায়ালা বলছেন-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ •

অর্থাৎ, হে মুমিনগণ, ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য চাও। নিশ্চয় আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন। (সূরা বাক্বারা : ১৫৩)

এবং এর পরের আয়াতেই শহীদদের মর্যাদা সম্পর্কে বলা হচ্ছে-

وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ •

অর্থাৎ, যারা আল্লাহর রাস্তায় নিহত হয়, তাদেরকে মৃত বলো না। বরং তারা জীবিত; কিন্তু তোমরা অনুভব করতে পার না। (সূরা বাক্বারা : ১৫৪)

আমরা যখন বিপদের ধরনের দিকে দৃষ্টিপাত করি তখন দেখতে পাই যে, কুরআন দৃঢ়ভাবে ও শব্দদ্বয়ের মধ্যে তাকীদ ব্যবহার (আরবী পরিভাষায় তাকীদ ব্যবহারের উদ্দেশ্য হচ্ছে অবশ্যই সে কাজটি সংঘটিত হবে) করে বলছে-

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ • الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ •

অর্থাৎ, আর আমি অবশ্যই তোমাদেরকে পরীক্ষা করব কিছু ভয়, ক্ষুধা এবং জান-মাল ও ফলফলাদির স্বল্পতার মাধ্যমে। আর তুমি ধৈর্যশীলদের সুসংবাদ দাও। যারা, তাদেরকে যখন বিপদ আক্রান্ত করে তখন বলে, নিশ্চয় আমরা আল্লাহর জন্য এবং নিশ্চয় আমরা তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তনকারী। (সূরা বাক্বারা: ১৫৫-১৫৬)

অন্য আয়াতে মুমিনদের পরীক্ষার বিবরণ তুলে ধরা হয়েছে এভাবে যেমন কুরআনে এসেছে-

لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ •

অর্থাৎ, অবশ্যই তোমাদেরকে তোমাদের ধন-সম্পদ ও তোমাদের নিজ জীবন সম্পর্কে পরীক্ষা করা হবে। আর অবশ্যই তোমরা শুনবে তোমাদের পূর্বে যাদের কিতাব দেয়া হয়েছে, তাদের পক্ষ থেকে এবং মুশরিকদের পক্ষ থেকে অনেক

www.pathagar.com

কষ্টদায়ক কথা। আর যদি তোমরা ধৈর্য ধর এবং তাকওয়া অবলম্বন কর, তবে নিশ্চয় তা হবে দৃঢ় সংকল্পের কাজ। (সূরা আলে ইমরান : ১৮৬)[১১]

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বুঝা যাচ্ছে যে-

১. নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা মুমিনদের জন্য পারীক্ষা অবধারিত করে রেখেছেন সেটা হতে পারে ক্ষুধা দিয়ে, ধন-সম্পদ দিয়ে, ভয়-ভীতি দিয়ে, এমনকি তা হতে পারে তার নিজের জীবন দিয়ে।

২. দায়ী ইলাল্লাহদের (আল্লাহর পথে আহ্বানকারী) জন্য তিনটি পর্যায়ে সবর করা আবশ্যক-

ক. দাওয়াতের পূর্বে- ১. নিয়ত পরিশুদ্ধ করা। ২. রিয়া বা আত্মপ্রদর্শন ও খ্যাতি থেকে বিরত থাকা। ৩. বিশ্বস্তভাবে দৃঢ় সংকল্প করা।

খ. দাওয়াতের সময়ে- ১. দাওয়াতের ক্ষেত্রে ব্যর্থতা বা অবহেলা করা অবস্থায় সবর করা ২. যাকে দাওয়াত দেওয়া হয়েছে তার জন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনা ও প্রতিত্তরের জন্য সবর করা। ৩. দাওয়াতের পথ থেকে সরে না আসা ।

গ. দাওয়াতের পরে- ১. নফস বা অন্তরকে সাহসী কাজ করছি এমন ইচ্ছা পোষণ থেকে বিরত রাখা। ২. অহংকার ও বড়ত্ব প্রদর্শন থেকে সবর করা।

৩. আল্লাহর পথে দাওয়াতের ক্ষেত্রে সবরের সম্পর্ক শরীরের সাথে মাথার মত। যেমনিভাবে যে ব্যক্তি দাওয়াত দিল কিন্তু সবর করলো না, সে মাথা বিহীন শরীরের সাথে সমতুল্য। যেমন ইবনে কিয়াম (রহ.) বলছেন- "ঈমানের মধ্যে সবরের মর্যাদা হলো মাথার সাথে শরীরের সম্পর্কের মত। অতএব ঈমান পূর্ণ হবে না যতক্ষণ না সে ধৈর্য ধারণ করবে। ঐ শরীরের মতো যার শরীরের সাথে মাথার সম্পর্ক নেই।" তাই প্রত্যেক মুমিন ব্যক্তির উচিত সবর বা ধৈর্য ধারণ করা এবং তার ওপর অটল থাকা।[১২]

কুরআন মাজীদে সবরের বর্ণনা

ইমাম আহমদ (রহ.) বলছেন-পবিত্র কুরআনে ৯০টি স্থানে সবরের বর্ণনা করা হয়েছে।

আবু তালেব মাক্কী (রহ.) বলছেন- কুরআন মাজীদে ৯০টির অধিক বিষয়বস্তুতে সবরের বর্ণনা পাওয়া যায়।

আল-মু'জামূল মুফহারিস প্রণেতা বলেন- কুরআনে মূলধাতু দিয়ে ১০০ এর অধিক স্থানে বর্ণনা পাওয়া যায়।

কুরআনে সবর প্রসঙ্গে বর্ণিত কিছু আয়াত তুলে ধরা হলো

---

১১. কারজাভী, ড. ইউসুফ আল, আস্‌সবরু ফিল কুরআন, পৃ: ১৫-১৭।

১২. কাহতানী, ড.সাঈদ বিন আলী বিন ওহাব, আনওয়া উস্ সবর ওয়া মাজাল্লাতুহু, পৃ: ২০।

www.pathagar.com

১. বিপদের সময় সবর বা ধৈর্য ধারণের নির্দেশ প্রসঙ্গে কুরআন বলছে-

আর তুমি সবর কর। তোমার সবর তো শুধু আল্লাহর তাওফীকেই। তারা যেসব ষড়যন্ত্র করছে তুমি সে বিষয়ে সংকীর্ণমনা হয়ো না। (সূরা নাহলঃ ১২৮)

অন্য আয়াতে বলা হয়েছে-

আর তোমাদের রবের সিদ্ধান্তের জন্য ধৈর্যধারণ কর; কারণ তুমি আমার চোখের সামনেই আছ, তুমি যখন জেগে ওঠ তখন তোমার রবের সপ্রশংস তাসবীহ পাঠ কর। (সূরা তূর : ৪৮)

২. দৃঢ়ভাবে সবর বা ধৈর্য ধারণের নির্দেশ। সবর করা অবস্থায় মনমরা বা দুঃখ ভারাক্রান্ত হতে নিষেধ করা হয়েছে।

আর তোমরা দুর্বল হয়ো না এবং দুঃখিত হয়ো না, আর তোমরাই বিজয়ী যদি মুমিন হয়ে থাক। (সূরা আলে ইমরান : ১৩৯)

অতএব তুমি তোমার রবের হুকুমের জন্য ধৈর্যধারণ কর। আর তুমি মাছওয়ালার মতো হয়ো না, যখন সে দুঃখে কাতর হয়ে ডেকেছিল। (সূরা কলম : ৪৮)

অতএব তুমি ধৈর্যধারণ কর, যেমন ধৈর্যধারণ করেছিল সুদৃঢ় সংকল্পের অধিকারী রাসূলগণ। আর তাড়াহুড়া করো না। (সূরা আহকাফ : ৩৫)

৩. নেতৃত্ব দানের জন্য সবর বা ধৈর্য অত্যাবশ্যক প্রসঙ্গে বলা হয়েছে-

আর আমি তাদের মধ্য থেকে বহু নেতা করেছিলাম, তারা আমার আদেশানুযায়ী সৎপথ প্রদর্শন করত, যখন তারা ধৈর্যধারণ করেছিল। আর তারা আমার আয়াতসমূহের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস রাখত। (সূরা আস্-সাজদাহ : ২৪)

৪. সবরের মাধ্যমে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করতে বলা হয়েছে-

আর তোমরা ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য চাও। নিশ্চয় তা বিনয়ী ছাড়া অন্যদের ওপর কঠিন। (সূরা বাক্বারা : ৪৫)

৫. আল্লাহ তায়ালা সবর ও তাকওয়াকে শত্রুর ষড়যন্ত্র ও মন্দ কাজের মোকাবেলায় আত্মরক্ষাকারী হিসেবে উল্লেখ করেছেন-

হ্যাঁ, যদি তোমরা ধৈর্য ধর এবং তাকওয়া অবলম্বন কর, আর তারা হঠাৎ তোমাদের মুখোমুখি এসে যায়, তবে তোমাদের রব পাঁচ হাজার চিহ্নিত ফেরেশতা দ্বারা তোমাদেরকে সাহায্য করবেন। (সূরা আলে ইমরান : ১২৫)

৬. আল্লাহ তায়ালা সবরকে মহাউত্তম/সংকল্পদীপ্ত কাজ হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন-

আর যে ধৈর্যধারণ করে এবং ক্ষমা করে, তা নিশ্চয় দৃঢ় সংকল্পেরই কাজ। (সূরা শূরা : ৪৩)

www.pathagar.com

৭. সবরকারী মুমিনদের জন্য নিশ্চিত বিজয়ের ওয়াদা করা হয়েছে-

এবং বনী ইসরাঈলের ওপর তোমার রবের উত্তম বাণী পরিপূর্ণ হলো। কারণ তারা ধৈর্য ধারণ করেছে। (সূরা আ'রাফ : ১৩৭)

৮. সবরকারী মুমিনদের সফলকাম হিসেবে অখ্যায়িত করা হয়েছে-

হে মুমিনগণ, তোমরা ধৈর্য ধর ও ধৈর্যে অটল থাক এবং পাহারায় নিয়োজিত থাক। আর আল্লাহকে ভয় কর, যাতে তোমরা সফল হও। (সূরা আলে ইমরান : ২০০)

৯. সবরকারী মুমিনদের জন্য দ্বিগুণ বা অগণিত পুরস্কার রয়েছে-

তাদেরকে দু'বার প্রতিদান দেয়া হবে। এ কারণে যে, তারা ধৈর্যধারণ করে এবং ভালো দ্বারা মন্দকে প্রতিহত করে। (সূরা কাসাস : ৫৪)

আর আল্লাহর যমীন প্রশস্ত, কেবল ধৈর্যশীলদেরকেই তাদের প্রতিদান পূর্ণরূপে দেয়া হবে কোনো হিসাব ছাড়াই। (সূরা যুমার : ১০)

১০. সবরকারী মুমিনদের সাথে আল্লাহর সাহচর্য প্রসঙ্গে বলা হয়েছে-

হে মুমিনগণ, ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য চাও। নিশ্চয় আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন। (সূরা বাক্বারা : ১৫৩)

১১. সবরকারী মুমিনদের জন্য তিনটি বিষয়কে নির্ধারিত করা হয়েছে-
(১. আল্লাহর রহমত। ২.আল্লাহর অনুগ্রহ ৩. হিদায়াত বা সঠিক পথ)

আর তুমি ধৈর্যশীলদের সুসংবাদ দাও। যারা (তাদেরকে যখন বিপদ আক্রান্ত করে তখন) বলে, নিশ্চয় আমরা আল্লাহর জন্য এবং নিশ্চয় আমরা তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তনকারী। তাদের ওপরই রয়েছে তাদের রবের পক্ষ থেকে মাগফিরাত ও রহমত এবং তারাই হিদায়াতপ্রাপ্ত। (সূরা বাক্বারা: ১৫৫-১৫৭)

১২. আল্লাহ তায়ালা সবর ও তাকওয়াকে বিজয় হিসেবে উল্লেখ করেছেন-

হ্যাঁ, যদি তোমরা ধৈর্য ধর এবং তাকওয়া অবলম্বন কর, আর তারা হঠাৎ তোমাদের মুখোমুখি এসে যায়, তবে তোমাদের রব পাঁচ হাজার চিহ্নিত ফেরেশতা দ্বারা তোমাদেরকে সাহায্য করবেন। (সূরা আলে ইমরান : ১২৫)

১৩. সবরকারী মুমিন বান্দাদের জন্য জান্নাতের সম্মানিত ফেরেশতা অভ্যর্থনা ও শান্তিবর্ষণ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে-

আর ফেরেশতারা প্রতিটি দরজা দিয়ে তাদের নিকট প্রবেশ করবে। (আর বলবে) 'শান্তি তোমাদের ওপর, কারণ তোমরা সবর করেছ, আর আখিরাতের এ পরিণাম কতই না উত্তম'। (সূরা রাদ : ২৩-২৪)

www.pathagar.com

১৪. সবরকে মুমিনদের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার উপায় হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে-

আর আমি অবশ্যই তোমাদেরকে পরীক্ষা করব যতক্ষণ না আমি প্রকাশ করে দিই তোমাদের মধ্যে কারা জিহাদকারী ও ধৈর্যশীল এবং আমি তোমাদের কথা–কাজ পরীক্ষা করে নেব। (সূরা মুহাম্মদ : ৩১)

১৫. কুরআনে সবরকারী মুমিন বান্দাদের জন্য শিক্ষণীয় দৃষ্টান্ত পেশ করেছে। যেমনিভাবে বলা হয়েছে-

আর আমি মূসাকে আমার আয়াতসমূহ দিয়ে পাঠিয়েছি যে, 'তুমি তোমার কওমকে অন্ধকার হতে আলোর দিকে বের করে আন এবং আল্লাহর দিবসসমূহ তাদের স্মরণ করিয়ে দাও'। নিশ্চয় এতে প্রতিটি ধৈর্যশীল, কৃতজ্ঞ ব্যক্তির জন্য রয়েছে অসংখ্য নিদর্শন। (সূরা ইব্রাহিম : ৫)

তুমি কি দেখনি যে, নৌযানগুলো আল্লাহর অনুগ্রহে সমুদ্রে চলাচল করে, যাতে তিনি তাঁর কিছু নিদর্শন তোমাদের দেখাতে পারেন। নিশ্চয় এতে প্রত্যেক ধৈর্যশীল, কৃতজ্ঞ ব্যক্তির জন্য অনেক নিদর্শন রয়েছে। (সূরা লুকমান : ৩১)

আর তারা নিজদের প্রতি যুল্‌ম করল। ফলে আমি তাদেরকে কাহিনী বানালাম এবং তাদেরকে একেবারে ছিন্নভিন্ন করে দিলাম। নিশ্চয় এতে প্রত্যেক ধৈর্যশীল কৃতজ্ঞ ব্যক্তির জন্য নিদর্শন রয়েছে। (সূরা সাবা : ১৯)

তাঁর নিদর্শনাবলির মধ্যে আরো রয়েছে সমুদ্রে চলাচলকারী পর্বতমালার মতো জাহাজ সমূহ। তিনি যদি চান বাতাসকে থামিয়ে দিতে পারেন। ফলে জাহাজগুলো সমুদ্রপৃষ্ঠে গতিহীন হয়ে পড়বে। নিশ্চয় এতে পরম ধৈর্যশীল ও কৃতজ্ঞ ব্যক্তির জন্য অনেক নিদর্শন রয়েছে। (সূরা শূরা : ৩২-৩৩)

হাদীস শরীফে সবরের বর্ণনা

সবর সম্পর্কে রাসূল (সা.) এর মুখঃনিসৃত অনেক বাণী রয়েছে। নিম্নে তা থেকে সংক্ষিপ্ত আকারে কিছু তুলে ধরা হলো-

১. ধৈর্য মুমিনদের বড় দুটি গুণের মধ্যে একটি

মুমিন ব্যক্তিদের বড় দুটি গুণ হলো বিপদে ধৈর্যধারণ করা ও আনন্দ ও খুশির সময় আল্লাহর শোকর ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। যেমন রাসূল (সা.) বলছেন-

আবু ইয়াহইয়া সুহাইব বিন সিনান (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা.) বলেছেন, ঈমানদারের বিষয় নিয়ে আমি খুব আশ্চর্যবোধ করি। তার সকল কাজেই আছে কল্যাণ। ঈমানদার ছাড়া অন্য কোনো মানুষের এ সৌভাগ্য নেই। তার যদি আনন্দ বা সুখকর কোনো বিষয় অর্জিত হয়, তাহলে সে আল্লাহর শোকর করবে, ফলে তার কল্যাণ হবে। আর যদি তাকে কোনো বিপদ মুসিবত স্পর্শ করে তাহলে সে ধৈর্যধারণ করবে। এতেও অর্জিত হবে তার কল্যাণ। (সহীহ মুসলিম: ২৯৯৯)

www.pathagar.com

২. ধৈর্য আলোস্বরূপ

ধৈর্য ঈমানদারদের জন্য আলোস্বরূপ। সূর্যের আলো যেমন মানুষকে আলো দেয় ও তাপের মাধ্যমে শক্তি জোগায় ঠিক তেমনি ধৈর্য ও মানুষকে আলোকিত ও শক্তিশালী করে। যেমন রাসূল (সা.) বলছেন-

আবু মালিক হারেস ইবনে আসেম আল আশআরী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা.) বলেছেন, পবিত্রতা হলো ঈমানের অর্ধেক। আর আল-হামদুলিল্লাহ আমলের পাল্লা পূর্ণ করে দেয়। সুবহানাল্লাহ ও আল হামদুলিল্লাহ উভয়ে আকাশসমূহ ও পৃথিবীর মধ্যবর্তীস্থান পূর্ণ করে দেয়। নামায হলো জ্যোতি। দান সাদাকা হলো প্রমাণ। সবর-ধৈর্য হচ্ছে আলো। আল কুরআন তোমার পক্ষে অথবা বিপক্ষে প্রমাণ হবে। প্রত্যেক মানুষ সকালে উঠে নিজেকে বিক্রি করে দেয়। এরপর সে নিজেকে মুক্ত করে অথবা ধ্বংস করে। (সহীহ মুসলিম : ২২৩)

৩. প্রিয়বস্তু ত্যাগের মাধ্যমে সবর বা ধৈর্য

আনাস (রা.) বর্ণনা করেন যে, আমি আল্লাহর রাসূল (সা.) কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, আল্লাহ তায়ালা বলেন, (যখন আমি আমার বান্দাকে তার প্রিয়তম জিনিস দ্বারা অর্থাৎ চক্ষু থেকে বঞ্চিত করে পরীক্ষা করি এবং সে সবর করে আমি তাকে এ দুটির বিনিময়ে জান্নাত প্রদান করবো। (রিয়াদুস সালেহীন : ১০/৩৫)

বুখারী তে এসেছে, আল্লাহ তায়ালা বলেন, আমি যদি আমার কোনো বান্দাকে তার প্রিয় দুটি বস্তু সম্পর্কে পরীক্ষায় ফেলি, আর সে ধৈর্য ধারণ করে, তাহলে আমি তাকে সে দুটির বিনিময়ে জান্নাত দান করবো। আনাস (রা.) বলেন, দুটি প্রিয় বস্তু হলো সে ব্যক্তির চক্ষুদ্বয়। এ রকম বর্ণনা করেছেন আশআস ইবনু জাবির ও আবু বিলাল (রহ.) আনাস (রা.)-এর সূত্রে নবী (সা.) থেকে। (সহীহ বুখারী : ৫৬৫৩)

৪. ধৈর্য একটি উত্তম সম্পদ

ধৈর্য মানুষের এক অসাধারণ গুণ। যে ব্যক্তি নিজেকে ধৈর্যশীল বানাতে চায়, আল্লাহ তাকে ধৈর্যশীল হতে সাহায্য করেন। অভাবে পড়ে মানুষের কাছে না চাওয়া, নিজের অভাবের কথা প্রকাশ না করা ধৈর্যের অন্তর্ভুক্ত। যত চারিত্রিক সম্পদ আছে তার মধ্যে সবচেয়ে উত্তম ও ব্যাপক কার্যকরী হলো ধৈর্য বা সবর। যাকে এ গুণটি দান করা হয়েছে সে অনেক মূল্যবান সম্পদ অর্জন করেছে। এ প্রসঙ্গে হাদীসের এক বর্ণনায় এসেছে-

আবু সায়ীদ সাদ বিন মালেক বিন সিনান আল খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত, আনসারী সাহাবীদের মধ্য থেকে কিছু লোক রাসূল (সা.)-এর কাছে সাহায্য চাইল। তিনি তাদেরকে দান করলেন। তারা আবার সাহায্য চাইল। তিনি আবার

www.pathagar.com

দান করলেন। শেষ পর্যন্ত যা কিছু তার কাছে ছিল সবই শেষ হয়ে গেল। যখন সবকিছু দান করে দিলেন তখন তিনি তাদের বললেন, আমার কাছে যা কিছু সম্পদ আসে তা আমি তোমাদেরকে না দিয়ে জমা করে রাখি না। যে ব্যক্তি মানুষের কাছে চাওয়া থেকে মুক্ত থাকতে চায়, আল্লাহ তাকে মুক্ত রাখেন। যে ব্যক্তি কারো মুখাপেক্ষী হতে চায় না, আল্লাহ তাকে ধনী বানিয়ে দেন। যে ব্যক্তি ধৈর্যধারণ করতে চায়, আল্লাহ তাকে ধৈর্যশীল বানিয়ে দেন। ধৈর্যের চেয়ে উত্তম ব্যাপক বিস্তৃত সম্পদ কাউকে দান করা হয়নি। (সহীহ বুখারী : ১৪৬৯)

৫. আপনজনের মৃত্যুতে ধৈর্যধারণ

রাসূল (সা.) বিপদে দুঃখ-কষ্টে ও আপনজনের মৃত্যুতে উত্তমরূপে ধৈর্যধারণ করার নির্দেশ দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে হাদীসের এক বর্ণনায় এসেছে-

আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা.) যখন রোগে ভারী হয়ে গেলেন রোগ যন্ত্রণা তাকে বেহুঁশ করতে লাগল তখন ফাতেমা (রা.) দুঃখের সাথে বললেন, উহ! আমার আব্বার কী কষ্ট হচ্ছে! রাসূল (সা.) এ কথা শুনে বললেন, আজকের পর তোমার আব্বার কোনো কষ্ট নেই। যখন তিনি ইন্তেকাল করলেন তখন ফাতেমা (রা.) বললেন, হায় আমার আব্বা! জিবরীলকে মৃত্যুর খবর দিচ্ছি। যখন তার দাফন শেষ হলো তখন ফাতেমা (রা.) লোকদের বললেন, তোমাদের মন কি চেয়েছে রাসূল (সা.) এর ওপর মাটি রাখতে? (সহীহ বুখারী : ৪১৯৩)

কারো আপনজনের মৃত্যুতে তাকে সান্ত্বনা দেয়া সুন্নাত। এমনিভাবে ধৈর্যধারণ করার জন্য উপদেশ দেয়া রাসূল (সা.) এর আদর্শ। এ প্রসঙ্গে অপর এক বর্ণনায় এসেছে-

উসামা ইবনে যায়েদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম (সা.)-এর কন্যা খবর পাঠালেন যে আমার ছেলে মৃত্যুদ্বারে উপস্থিত, তাই আপনি একটু আমাদের দেখে যান! রাসূল (সা.) খবরদাতাকে বললেন, যেয়ে সালাম বলো, আর বলবে যা তিনি নিয়ে গেছেন তা আল্লাহর জন্যই। তিনি যা দিয়েছেন তাতো তারই ছিলো। তার কাছে প্রত্যেক বস্তুর একটা নির্ধারিত মেয়াদ আছে। যেন সে ধৈর্যধারণ করে ও আল্লাহর কাছে পুরস্কারের আশা করে। ইতোমধ্যে আবার কসম দিয়ে তার কাছে লোক পাঠালেন তাকে আসতে বলে। তখন রাসূল (সা.) রওনা হলেন। সাথে সাআদ বিন উবাদা, মুআয বিন জাবাল, উবাই বিন কাআব, যায়েদ বিন সাবেত প্রমুখ সাহাবায়ে কেরাম। তারপর বাচ্চাটিকে রাসূল (সা.) এর কাছে দেয়া হলো, তিনি তাকে নিজ কোলে বসালেন। এ সময় বাচ্চাটি মৃত্যুর হেঁচকি দিচ্ছিল। রাসূল (সা.) এর দু'চোখ দিয়ে পানি বের হতে লাগল।

www.pathagar.com

এ দেখে সাআদ বললেন, হে রাসূল (সা.), এটা কি (আপনি কাঁদছেন)? তিনি বললেন, এটা রহমত! যা আল্লাহ তার বান্দাদের অন্তরে রেখেছেন। অন্য এক বর্ণনায় আছে, তিনি বলেছেন, আল্লাহ তার বান্দাদের মধ্যে যাকে চান তার অন্তরে এ রহমত দিয়ে দেন। আর আল্লাহ তার দয়ালু বান্দাদের প্রতি দয়া করেন। (সহীহ মুসলিম : ৯২৩)

আনাস (রা.) হতে বর্ণিত, নবী (সা.) একজন মহিলার পাশ দিয়ে অতিক্রম করলেন। সে একটি কবরের পাশে বসে কাঁদছিল। তিনি বললেন, তুমি আল্লাহকে ভয় কর এবং ধৈর্যধারণ কর। সে বলল, আপনি আমার নিকট হতে দূরে সরে যান। কারণ আমি যে বিপদে পড়েছি আপনি তাতে পড়েননি। (সে রাসূল (সা.) চিনতে পারেনি, তাই সে চরম শোকে তাকে অসঙ্গত কথা বলে ফেলল)। অতঃপর তাকে বলা হলো যে, তিনি আল্লাহর রাসূল (সা.) ছিলেন। সুতরাং এ কথা শুনে সে নবী (সা.) এর দরবারে এলো। সেখানে সে দারোয়ানকে পেল না। অতপর সে সরাসরি প্রবেশ করে বললো, আমি আপনাকে চিনতে পারিনি। রাসূল (সা.) বললেন আঘাতের শুরুতে সবর করাটাই হলো প্রকৃত সবর। (সহীহ বুখারী ; ১২৮৩) মুসলিমের এক বর্ণনায় আছে, সে মহিলাটি তার মৃত শিশুর জন্য কাঁদছিল। (সহীহ মুসলিম : ৬৩৭)

৬. সবরকারী পিতার জন্য জান্নাতে বাইতুল হামদ নামক গৃহ নির্মাণ

হযরত আবু মূসা আশআরী (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূল (সা.) বলেছেন, যখন কোনো ব্যক্তির বাচ্চা মারা যায় তখন আল্লাহ পাক ফেরেশতাদের জিজ্ঞেস করেন তোমরা আমার বান্দার ছেলের রূহ কবয করেছো? তারা জবাব দেয় জ্বি হ্যাঁ, আল্লাহ বলেন, তোমরা তার হৃদয়ের ফলকে ছিনিয়ে নিয়েছ?। তারা জবাব দেয় জ্বি হ্যাঁ, আল্লাহ জিজ্ঞেস করেন, তো আমার বান্দাহ কী বলছে? তারা জবাব দেয়, সে তোমার প্রশংসা করেছে এবং পড়েছে। এরপর আল্লাহ তায়ালা ফেরেশতাদের আদেশ করেন, তোমরা আমার বান্দার জন্য জান্নাতে ঘর বানাও এবং তার নাম বায়তুল হামদ (প্রশংসার ঘর) রাখো। (সহীহ তিরমিযী : ৪৫৬, রিয়াদুস সালেহীন : ১৩৯৫)

সবরের প্রকারভেদ

সবর তিন প্রকার

১. আল্লাহর আনুগত্য ও ইবাদতের ওপর সবর।
২. শরীয়ত কর্তৃক নিষিদ্ধ ও হারাম কাজ থেকে বেঁচে থাকার ওপর সবর।
৩. বিপদাপদে সবর।

www.pathagar.com

১. আল্লাহর আনুগত্য ও ইবাদতের ওপর সবর

আল্লাহর আনুগত্যের ওপর সবর হচ্ছে আল্লাহ তায়ালাকে এক ও অদ্বিতীয় হিসেবে মেনে নেয়া, শিরক থেকে বেঁচে থাকা, কবিরা গুণাহ থেকে নিজেকে রক্ষা করা। এ কাজগুলো করার ক্ষেত্রে যদি বিপদ আসে তার মোকাবেলায় ধৈর্যধারণ করা। যেমন কুরআনে এসেছে-

إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ •

অর্থাৎ, নিশ্চয় যে আল্লাহর সাথে শরিক করে, তার ওপর অবশ্যই আল্লাহ জান্নাত হারাম করে দিয়েছেন এবং তার ঠিকানা আগুন। (সূরা মায়েদা : ৭২)

আবার কারো মতে, আল্লাহর আনুগত্যের ওপর সবর হচ্ছে নিজের অন্তরের বিরুদ্ধে অবস্থান নেওয়া ও তাকওয়ার পথ অবলম্বন করা। ইবনে কিয়াম বলেন- ততক্ষণ পর্যন্ত তাকওয়া অর্জন হয় না যতক্ষণ না সবরের ওপর অটল থাকা হয়।

যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন- إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ •

অর্থাৎ, নিশ্চয় যে ব্যক্তি তাকওয়া অবলম্বন করে এবং সবর করে, তবে অবশ্যই আল্লাহ সৎকর্মশীলদের প্রতিদান বিনষ্ট করেন না। (সূরা ইউসুফ : ৯০)

ফরজ ইবাদতসমূহের ওপর সবর হচ্ছে নির্দিষ্ট সময়ে তা আদায় করা বিশেষ করে ফরয নামাজের ক্ষেত্রে। ঘুমের আনন্দ, সুখময় স্বপ্ন ও অলসতা পরিহার করে নির্দিষ্ট সময়ে নামায আদায় করা। যেমন রাসূল (সা.) বলেছেন-

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত, আমি রাসূল (সা.) কে প্রশ্ন করলাম সর্বোত্তম আমল কোনটি? তিনি বললেন সময়মতো নামায আদায় করা। আমি জিজ্ঞেস করলাম তারপর কোনটি? তিনি বললেন, পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার করা। আমি জিজ্ঞেস করলাম তারপর কোনটি? তিনি বললেন, আল্লাহর পথে জিহাদ করা। পাছে তিনি বিরক্ত হন এ ভেবে আমি অতিরিক্ত প্রশ্ন করা থেকে বিরত রইলাম। (সহীহ মুসলিম : ১৫৪)

এদিকসমূহ বিবেচনা করে ফরয ইবাদত পালনের ক্ষেত্রে সবরকে তিনটি অবস্থায় ভাগ করা যায়:

১. **ইবাদতের পূর্বে :** ইবাদতের পূর্বে সবর হচ্ছে নিয়তকে বিশুদ্ধ করা, একনিষ্ঠ চিত্তে আল্লাহর দিকে মনোনিবেশ করা, দোষ-ত্রুটি ও আত্ম-প্রদর্শন থেকে বেঁচে থাকা।

২. **ইবাদতের মধ্যে :** ইবাদতের মধ্যে সবর হচ্ছে ইবাদত পালনের ক্ষেত্রে কোনো প্রকার গাফলতি না করা এবং সুন্নত ও আদব রক্ষার ক্ষেত্রে কোনো প্রকার অলসতা না করা। সঠিক ও পরিশুদ্ধ ভাবে ইবাদত পালনের চেষ্টা করা।

www.pathagar.com

৩. **ইবাদতের পরে :** ইবাদত পরবর্তী সবর হচ্ছে প্রদর্শনেচ্ছা থেকে নিজের অন্তরকে হিফাযত করা। অহংকার থেকে নিজেকে বিরত রাখা। খ্যাতি, সুনাম, রিয়া বা লোক দেখানো ইবাদত থেকে নিজেকে বিরত রাখা।[১৩]

কুরআনে আল্লাহ তায়ালা দিনের দু-প্রান্তে ও রাতের কিছু অংশ অতিবাহিত করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। যেমন ইরশাদ হচ্ছে-

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ ۚ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ۚ ذَٰلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ • وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ •

অর্থাৎ, আর তুমি সালাত কায়েম কর দিবসের দু'প্রান্তে এবং রাতের প্রথম অংশে। নিশ্চয়ই ভালোকাজ মন্দকাজকে মিটিয়ে দেয়। এটি উপদেশ গ্রহণকারীদের জন্য উপদেশ। তুমি সবর কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা ইহসানকারীদের প্রতিদান নষ্ট করেন না। (সূরা হুদ : ১১৪-১১৫)

রোযা পালনের জন্য আল্লাহ তায়ালা নির্দেশ দিচ্ছেন-

ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ •

অর্থাৎ, অতঃপর রাত পর্যন্ত সিয়াম পূর্ণ কর। (সূরা বাক্বারা : ১৮৭)

হজ্জ পালনের জন্য আল্লাহ তায়ালা নির্দেশ দিচ্ছেন-

الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ ۚ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ •

অর্থাৎ, হজের সময় নির্দিষ্ট মাসসমূহ। অতএব এই মাসসমূহে যে নিজের ওপর হজ্জ আরোপ করে নিল, তার জন্য হজে অশ্লীল ও পাপকাজ এবং ঝগড়া-বিবাদ বৈধ নয়। (সূরা বাক্বারা : ১৯৭)

সর্বোপরি আল্লাহর নির্দেশিত ও রাসূল (সা.) এর অনুসৃত পদ্ধতিতে ধৈর্যসহকারে ইবাদত পালনের মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালার নৈকট্য অর্জন করাই হচ্ছে মূলত আল্লাহর আনুগত্য ও ইবাদতের ওপর সবর।

২. শরীয়ত কর্তৃক নিষিদ্ধ ও হারাম কাজ থেকে বিরত থাকার ওপর সবর

অন্যায় ও মন্দকাজ, যিনা-ব্যভিচার, যুলুম-নির্যাতন ইত্যাদি থেকে বিরত থাকা ও শরীয়ত কর্তৃক নিষিদ্ধ কাজ থেকে নিজের নফসকে বিরত রাখা। কেননা নফসের আকাঙ্ক্ষাই মানুষকে মন্দ ও খারাপের দিকে আহ্বান করে।

---

১৩. মুনজিদ, মুহাম্মাদ সালেহ, আস্‌সবর, পৃ: ১৬-১৯।

www.pathagar.com

যেমন কুরআনে এসেছে- • أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ

অর্থাৎ, তুমি কি তাকে দেখনি, যে তার প্রবৃত্তিকে নিজের ইলাহরূপে গ্রহণ করেছে? (সূরা ফুরকান : ৪৩)

রাসূল (সা.) সবর্দা দোয়া করার সময় বলতেন-

• اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنْ مُنْكَرَاتِ الْأَخْلَاقِ وَالْأَعْمَالِ وَالْأَهْوَاءِ

অর্থাৎ, 'হে আল্লাহ, আমি অসৎকাজ, অসৎচরিত্র এবং অসৎ দিকে ঝুঁকে পড়া থেকে আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি।'

তাই নিজের অন্তরের কুপ্রবৃত্তি ও আল্লাহর নিষিদ্ধকৃত বস্তু থেকে বিরত থাকাই এ প্রকার সবরের মূল উদ্দেশ্য।

৩. বিপদাপদে সবর

রোগ-ব্যাধি, দুঃখ-কষ্ট, বিপদ-মুসিবত ইত্যাদি মানুষের স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্য। দুনিয়াতে এমন কোনো মানুষ নেই যাদের ওপর এগুলো পতিত হয়নি। আর মানুষকে আল্লাহ তায়ালা প্রকৃতিগত ভাবেই দুর্বল করে সৃষ্টি করেছেন। বিপদ-মুসিবতে পড়লেই সে ঘাবড়ে যায়। যেমন কুরআনে বলা হচ্ছে-

• خُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ عَجَلٍ

অর্থাৎ, মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে তাড়াহুড়ার প্রবণতা দিয়ে। (সূরা আম্বিয়া : ৩৭)

• إِنَّ الْإِنسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا • إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا

অর্থাৎ, নিশ্চয় মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে অস্থির করে। যখন তাকে বিপদ স্পর্শ করে তখন সে হয়ে পড়ে অতিমাত্রায় উৎকণ্ঠিত। (সূরা মাআরিজ : ১৯-২০)

আর যখনই মানুষ বিপদে পড়বে তা থেকে উত্তরণের জন্য আল্লাহ তায়ালা মানুষকে সবর বা ধৈর্যধারণ করার নির্দেশ দিয়েছেন। বিপদাপদে ধৈর্যধারণ করা, দুঃখ-কষ্টে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করাই এ প্রকার সবরের দাবি।

যেমন রাসূল (সা.) বলেছেন- • انما الصبر هذا أول صدمة أو عند أول الصدمة

বিপদের প্রথম অবস্থায় ধৈর্যধারণ করাই হচ্ছে, প্রকৃত ধৈর্যধারণ।

এই প্রসঙ্গে লোকমান (আ.) তার পুত্রকে চমৎকারভাবে উপদেশ দিয়েছেন যা কুরআন এভাবে বর্ণনা করছে-

يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنكَرِ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ ۖ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ •

অর্থাৎ, 'হে আমার প্রিয় বৎস, সালাত কায়েম কর, সৎকাজের আদেশ দাও, অসৎকাজে নিষেধ কর এবং তোমার ওপর যে বিপদ আসে তাতে ধৈর্য ধর। নিশ্চয় এগুলো অন্যতম দৃঢ় সংকল্পের কাজ'। (সূরা লুকমান : ১৭)

www.pathagar.com

সবরের দৃষ্টান্ত/উদাহরণ

নবীদের জীবনে সবরের দৃষ্টান্ত

পৃথিবীতে এমন কোনো নবীকে প্রেরণ করা হয়নি যাদেরকে বিপদ-মুসিবত বা দুঃখ-কষ্ট দিয়ে পরীক্ষা করা হয়নি। আর এই পরীক্ষার সময়ে তারা ধৈর্যের যে পরিচয় দিয়েছেন তা আমাদের জন্য উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। নিম্নে নবীদের ধৈর্যের কিছু উদাহরণ পেশ করা হলো-

১. ধৈর্যের পাহাড় হযরত আইয়ুব (আ.)

হযরত আইয়ুব (আ.) ছিলেন একজন ধনী ব্যক্তি। আল্লাহ তায়ালা তাকে অগাধ ধন-সম্পদ দিয়েছিলেন। তিনি অনেক ভূমি ও বাগ-বাগিচার মালিক ছিলেন। তার ছিলো অনেক সন্তান-সন্ততি। তিনি ছিলেন সুস্বাস্থ্যের অধিকারী। এতো ধনী হওয়া সত্ত্বেও তার কোনো গর্ব বা অহংকার ছিল না। তিনি সর্বদা তার এই ধন-সম্পদের জন্য আল্লাহর শোকর আদায় করতেন ও আল্লাহর ওপর কৃতজ্ঞ হয়ে থাকতেন।

কিন্তু, আল্লাহর নিয়ম হলো তিনি মানুষকে দিয়েও পরীক্ষা করেন আবার নিয়েও পরীক্ষা করেন। আর যেসব মানুষ আল্লাহর বেশি প্রিয় তাদের তিনি অনেক বড় পরীক্ষা নেন। হযরত আইয়ুব (আ.) ছিলেন আল্লাহর একজন অতিপ্রিয় দাস ও নবী। তাই আল্লাহ তায়ালা হযরত আইয়ুব (আ.) কে চারটি বড় পরীক্ষার সম্মুখীন করেছিলেন।

১. তার ধন-সম্পদ, জমিজমা নষ্ট করার মাধ্যমে পরীক্ষা করেছিলেন।
২. তার সারা শরীরে কঠিন যন্ত্রণাদায়ক রোগের মাধ্যমে পরীক্ষা করেছিলেন।
৩. তার স্ত্রী ছাড়া সকলে তাকে দূরে রেখে চলে যায়। সে সময় অসহায় বা নিঃস্ব অবস্থায় পরীক্ষা করেছিলেন।
৪. শয়তানের প্ররোচনার মাধ্যমে পরীক্ষা করেছিলেন।

এতো বড় বড় পরীক্ষা সম্মুখীন হওয়ার পরও হযরত আইয়ুব (আ.) ভেঙে পড়েননি। তিনি সবরের পথ অবলম্বন করেন, ধৈর্যধারণ করেছিলেন। প্রতি মুহূর্তে আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তিনি সুসময়ে যেমন তার প্রভুর কৃতজ্ঞ বান্দা ছিলেন, দুঃসময়েও ঠিক তেমনি।

আল্লাহ তায়ালা কুরআন মাজীদে চমৎকারভাবে সে কথা উল্লেখ করেছেন এভাবে-

وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ • فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍّ ۖ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ • وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ ۖ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ •

www.pathagar.com

অর্থাৎ, আর স্মরণ কর আইয়ুবের কথা, যখন সে তার রবকে আহ্বান করে বলেছিল, 'আমি দুঃখ-কষ্টে পতিত হয়েছি। আর আপনি তো সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু'। তখন আমি তার ডাকে সাড়া দিলাম। আর তার যত দুঃখ-কষ্ট ছিল, তা দূর করে দিলাম এবং তার পরিবার-পরিজন তাকে দিয়ে দিলাম। আর তাদের সাথে তাদের মতো আরো দিলাম আমার পক্ষ থেকে রহমত এবং ইবাদতকারীদের জন্য উপদেশস্বরূপ। আর স্মরণ কর ইসমাঈল, ইদরীস ও যুল্ কিফল এর কথা, তাদের প্রত্যেকেই ধৈর্যশীল ছিল। (সূরা আম্বিয়া : ৮৩-৮৫)

সূরা ইউসুফে তার ধৈর্যের বিবরণ এসেছে এভাবে-যখন প্রিয়তম পুত্র ইউসুফকে তার ভাইয়েরা অন্ধকার কূপে ফেলে বাড়ি এসে তাদের পিতা ইয়াকুব (আ.) কে বলেছিল হে আমাদের পিতা, আমাদের ভাই ইউসুফকে বাঘে খেয়েছে। তখন এই চরম দুঃখ ও বেদনাদায়ক সংবাদ শুনে তিনি কেবল এতোটুকুই বলেছিলেন-

وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ ۚ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا ۖ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ ۖ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ •

অর্থাৎ, আর তারা তার জামায় মিথ্যা রক্ত লাগিয়ে নিয়ে এসেছিল। সে বলল, 'বরং তোমাদের নফস তোমাদের জন্য একটি গল্প সাজিয়েছে। সুতরাং (আমার করণীয় হচ্ছে) সুন্দর ধৈর্য। আর তোমরা যা বর্ণনা করছ সে বিষয়ে আল্লাহই সাহায্যস্থল'। (সূরা ইউসুফ : ১৮)

ছোট ছেলে বিনয়ামিনকে যখন তার ভাইয়েরা চুরির ঘটনায় মিসরে রেখে আসতে বাধ্য করেছিল তখনো তিনি একই ভাষায় বলেছিলেন-

'বরং তোমাদের নাফ্স তোমাদের জন্য একটি গল্প সাজিয়েছে, সুতরাং (আমার করণীয় হচ্ছে) সুন্দর ধৈর্য। আশা করি, আল্লাহ তাদের সকলকে আমার কাছে ফিরিয়ে আনবেন, নিশ্চয় তিনি সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়'। (সূরা ইউসুফ : ৮২)

অন্য আয়াতে ইয়াকুব (আ.) এর ধৈর্যের বর্ণনা ফুটে উঠেছে এভাবে-

قَالَ إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ • يَا بَنِيَّ اذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِن يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَّوْحِ اللَّهِ ۖ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ •

অর্থাৎ, সে বলল,'আমি আল্লাহর কাছেই আমার দুঃখ বেদনার অভিযোগ জানাচ্ছি। আর আল্লাহর পক্ষ থেকে আমি যা জানি, তোমরা তা জান না'। 'হে আমার ছেলেরা, তোমরা যাও এবং ইউসুফ ও তার ভাইয়ের খোঁজখবর নাও। আর তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। কেননা কাফির সম্প্রদায় ছাড়া কেউই আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয় না'। (সূরা ইউসুফ : ৮৬-৮৭)

www.pathagar.com

অবশেষে ইয়াকুব (আ.)-এর দুষ্ট প্রকৃতির দশ ছেলে যখন মিসর শাসকের পরিচয় পেলো। তখন তারা দেখলো এতো তাদেরই সেই ভাই ইউসুফ যাকে তারা অন্ধকার কূপে ফেলে দিয়েছিল। ইউসুফ (আ.) তাদের ক্ষমা করে দিলেন। এবং আল্লাহর হুকুমে ইয়াকুব (আ.) তার দৃষ্টিশক্তি ফিরে ফেলেন।

কুরআন মাজীদে এ ঘটনার উল্লেখ করা হয়েছে এভাবে-

وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَن تُفَنِّدُونِ •

অর্থাৎ, আর যখন কাফেলা বের হলো, তাদের পিতা বলল, 'নিশ্চয় আমি ইউসুফের ঘ্রাণ পাচ্ছি, যদি তোমরা আমাকে নির্বোধবৃদ্ধ মনে না কর'। (সূরা ইউসুফ : ৯৪)

فَلَمَّا أَن جَاءَ الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَىٰ وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيرًا ۖ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ •

অর্থাৎ, অতঃপর যখন সুসংবাদদাতা এলো, তখন সে জামাটি তার চেহারায় ফেলল। এতে সে দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেল। বলল, 'আমি কি তোমাদেরকে বলিনি, নিশ্চয় আমি আল্লাহর পক্ষ থেকে যা জানি তোমরা তা জানো না'। (সূরা ইউসুফ : ৯৫)

এভাবে আল্লাহ তায়ালা হযরত ইয়াকুব (আ.) কে পরীক্ষা করেছেন। এবং তিনি ধৈর্যের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন। তাই তো কুরআনে তাকে ধৈর্যশীল হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

৩. ধৈর্যের অনুপম দৃষ্টান্ত হযরত ইউসুফ (আ.)

সর্বাবস্থায় আল্লাহর ওপর ভরসা করা ও ধৈর্যধারণ করাই হচ্ছে আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের বৈশিষ্ট্য। যার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হযরত ইউসুফ (আ.)। জীবনের প্রতিটি বাঁকে বাঁকে তিনি সম্মুখীন হয়েছেন বিপদ-মুসিবত এবং হয়েছেন ষড়যন্ত্রের শিকার। কিন্তু কখনোই তিনি আল্লাহর ওপর থেকে আস্থা হারিয়ে ফেলেননি। বরং তিনি ধৈর্যের মাধ্যমে যেমনিভাবে তার পবিত্র চরিত্রে কলঙ্ক থেকে মুক্তি পেয়েছিলেন তেমনিভাবে বিপদ-মুসিবত থেকেও তিনি রক্ষা পেয়েছিলেন।

শৈশবে চুরির অপবাদ

হযরত ইউসুফ (আ.) ছিলেন মহাসম্মানিত নবী। ইব্রাহিম (আ.) এর প্রপুত্র সম্মানিত নবী ইসহাকের পৌত্র। আর সম্মানিত নবী ইয়াকুবের পুত্র। ইয়াকুব (আ.) এর দ্বিতীয় স্ত্রীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন ইউসুফ (আ.) ও বিনইয়ামিন। শেষোক্ত সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর পরই তার মা মৃত্যুবরণ করেন। শৈশবেই তিনি মা হারিয়ে অসহায় অবস্থায় পড়েন এবং তার ভাইদের ষড়যন্ত্র শুরু হয় শৈশবে তার ওপর মিথ্যা অপবাদ আরোপের মাধ্যমে। এ সম্পর্কে কুরআন বলছে-

www.pathagar.com

قَالُوا إِن يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَّهُ مِن قَبْلُ ۚ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ ۚ قَالَ أَنتُمْ شَرٌّ مَّكَانًا ۖ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ •

অর্থাৎ, তারা বলল, 'যদি সে চুরি করে থাকে, তবে ইতঃপূর্বে তার এক ভাই চুরি করেছিল'। ইউসুফ বিষয়টি নিজের কাছে গোপন রাখল, তাদের কাছে প্রকাশ করল না, সে (মনে মনে) বলল, 'তোমাদের অবস্থান তো নিকৃষ্টতর, তোমরা যা বলছ, সে সম্পর্কে আল্লাহ ভালোভাবেই অবগত'। (সূরা ইউসুফ : ৭৭)

ভাইদের হিংসার শিকার ও অন্ধকূপে নিক্ষিপ্ত

স্বভাবগত রীতিতে বিমাতা ভাইয়েরা সাধারণত পরস্পর বিদ্বেষী হয়ে থাকে। ইউসুফ (আ.)-এর ক্ষেত্রেও ব্যতিক্রম হয়নি। ইউসুফ (আ.)-এর ভাইয়েরা তার প্রতি হিংসা শুরু করেছিল, তাদের হিংসার মূল উদ্দেশ্য ছিল- ১. বৈমাত্রেয় বিদ্বেষ ২. পিতার স্বভাবগত স্নেহের আধিক্য ৩. ইউসুফ (আ.) এর রূপ-লাবণ্য, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, আকর্ষণীয় ব্যবহার মাধুর্যের প্রতি হিংসা ৪. স্বপ্ন-বৃত্তান্তের কথা শুনে তার প্রতি হিংসা।

ইউসুফ (আ.) এর গুণ তাদের সহ্য হয়নি। তাই তারা হত্যার সিদ্ধান্ত নিতেও দ্বিধা করলো না। যেমন কুরআন মাজীদে এসেছে-

إِذْ قَالُوا لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَىٰ أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ • اقْتُلُوا يُوسُفَ أَوِ اطْرَحُوهُ أَرْضًا يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ •

অর্থাৎ, যখন তারা বলেছিল, 'নিশ্চয় ইউসুফ ও তার ভাই আমাদের পিতার নিকট আমাদের চেয়ে অধিক প্রিয়, অথচ আমরা একই দল। নিশ্চয় আমাদের পিতা সুস্পষ্ট বিভ্রান্তিতেই আছে, 'তোমরা ইউসুফকে হত্যা কর অথবা তাকে কোনো যমীনে ফেলে আস, তাহলে তোমাদের পিতার আনুকূল্য কেবল তোমাদের জন্য থাকবে এবং তোমরা সৎ লোক হয়ে যাবে'। (সূরা ইউসুফ : ৭-৯)

যৌবনের মহাপরীক্ষায় ইউসুফ (আ.)

কূপ থেকে উদ্ধারের পর হযরত ইউসুফ (আ.) মিসরের এক মন্ত্রীর পরিবারে রাজপুত্রের সমাদরে বড় হতে থাকেন। এখানেই তিনি পূর্ণ যৌবন প্রাপ্ত হলেন। তখন আল্লাহ তায়ালা তাকে নবুয়্যত দান করেন। তখনকার মিসরের লোকদের নৈতিক চরিত্র ছিলো খুবই খারাপ। তাদের নারী-পুরুষ সবাই নির্লিপ্তের মতো পাপ করে বেড়াতো। কেউ পাপ করলে অন্যরা সেটাকে খারাপ বলে মনে করতো না। ইউসুফ (আ.) যেমন ছিলেন জ্ঞানী ও বিচক্ষণ ঠিক তেমনি ছিলেন

www.pathagar.com

অত্যন্ত সুন্দর ও বলিষ্ঠ যুবক। সেই মন্ত্রীর স্ত্রী ও অন্যান্য শহুরে মহিলারা ইউসুফকে চারিদিক থেকে পাপ কাজে লিপ্ত করার জন্য ফুসলাতে থাকে। মন্ত্রীর স্ত্রী জুলেখা এক পক্ষীয়ভাবে ইউসুফের সাথে পাপ কাজে লিপ্ত হওয়ার জন্য পাগল হয়ে ওঠে। কুরআন এ ঘটনা সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছে এভাবে-

আর সে যখন পূর্ণ যৌবনে উপনীত হলো, আমি তাকে হিকমত ও জ্ঞান দান করলাম এবং এভাবেই আমি ইহসানকারীদের প্রতিদান দিয়ে থাকি। আর যে মহিলার ঘরে সে ছিল, সে তাকে কুপ্ররোচনা দিল এবং দরজাগুলো বন্ধ করে দিল আর বলল, 'এসো'। সে বলল, আল্লাহর আশ্রয় (চাই)। নিশ্চয় তিনি আমার মনিব, তিনি আমার থাকার সুন্দর ব্যবস্থা করেছেন। নিশ্চয় যালিমগণ সফল হয় না। আর সে মহিলা তার প্রতি আসক্ত হলো, আর সেও তার প্রতি আসক্ত হতো, যদি না তার রবের স্পষ্ট প্রমাণ প্রত্যক্ষ করত। এভাবেই, যাতে আমি তার থেকে অনিষ্ট ও অশ্লীলতা দূর করে দিই। নিশ্চয় সে আমার খালেস বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত। (সূরা ইউসুফ : ২২-২৪)

আর ইউসুফ (আ.) আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করলেন ও ধৈর্যের পথ অবলম্বন করলেন। আর আল্লাহ তায়ালা তাকে সে অবস্থা থেকে রক্ষা করলেন।

কারাগারের জীবন

ইউসুফ (আ.) দেখলেন এই মহিলাদের চক্রান্ত থেকে উদ্ধার পাওয়ার কোনো উপায় নেই। তখন তিনি আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাইলেন এই বলে-

قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ ۖ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ •

অর্থাৎ, সে (ইউসুফ) বলল, 'হে আমার রব, তারা আমাকে যে কাজের প্রতি আহ্বান করছে, তা থেকে কারাগারই আমার নিকট অধিক প্রিয়। আর যদি আপনি আমার থেকে তাদের চক্রান্ত প্রতিহত না করেন, তবে আমি তাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ব এবং আমি মূর্খদের অন্তর্ভুক্ত হব'। (সূরা ইউসুফ : ৩৩)

আর আল্লাহ তায়ালা তার দোয়া কবুল করলেন। ইউসুফ (আ.) কে কারাগারে প্রেরণ করা হলো।

বালাখানা থেকে জেলখানায় নিক্ষিপ্ত হওয়ার পর এক করুণ অভিজ্ঞতা শুরু হলো ইউসুফের জীবনে। মনোকষ্ট, দৈহিককষ্ট সাথে সাথে স্নেহান্ধ ফুফু ও সন্তানহারা পাগলপারা বৃদ্ধ পিতাকে কেনানে ফেলে আসার মানসিক কষ্ট সব মিলিয়ে ইউসুফের জীবন হয়ে ওঠে দুর্বিসহ। কেনানে ভাইয়েরা শত্রু, মিসরে জুলেখা শত্রু। নিরাপদ আশ্রয় কোথাও নেই। তারপরও তিনি আল্লাহর ওপর থেকে

www.pathagar.com

আস্থা হারালেন না। বরং তিনি পূর্ণ ধৈর্যধারণ করেছিলেন এবং জেলখানাতেই আল্লাহর দ্বীনের দাওয়াত প্রচার করতে লাগলেন। যেমনিভাবে কুরআনে এসেছে-

يَا صَاحِبَيِ السِّجْنِ أَأَرْبَابٌ مُّتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ •

অর্থাৎ, 'হে আমার কারা সঙ্গীদ্বয়, বহু সংখ্যক ভিন্ন ভিন্ন রব ভালো নাকি মহাপরাক্রমশালী এক আল্লাহ?' (সূরা ইউসুফ : ৩৯)

অবশেষে আল্লাহ তায়ালা তার ধৈর্যের ফলে তাকে মিসরের শাসক হিসেবে নির্বাচিত করলেন এবং তার প্রাণপ্রিয় পিতার সাথে সাক্ষাতের সুযোগ করে দিয়েছেন। এতকিছুর পরও তিনি তার বৈমাত্রেয় ভাইদের সাথে খারাপ আচরণ করলেন না, বরং তাদেরকে ক্ষমা করে দিলেন। যেমন কুরআনে এসেছে-

তারা বলল, 'তুমি কি সত্যিই ইউসুফ'? সে বলল, আমি ইউসুফ। আর এ আমার সহোদর। আল্লাহ আমাদের ওপর অনুগ্রহ করেছেন। নিশ্চয় যে ব্যক্তি তাকওয়া অবলম্বন করে এবং সবর করে, তবে অবশ্যই আল্লাহ সৎকর্মশীলদের প্রতিদান বিনষ্ট করেন না'। তারা বলল, 'আল্লাহর কসম, আল্লাহ আমাদের ওপর তোমাকে প্রাধান্য দিয়েছেন, আর আমরাই ছিলাম অপরাধী'। সে বলল, 'আজ তোমাদের ওপর কোনো ভর্ৎসনা নেই, আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করুন। আর তিনি সবচেয়ে বেশি দয়ালু'। (সূরা ইউসুফ : ৯০-৯২)

এভাবে আল্লাহ তায়ালা ইউসুফকে তার ধৈর্যধারণের ফলে তাকে মর্যাদায় ভূষিত করলেন এবং তাকে প্রজ্ঞা, বিচক্ষণতার মাধ্যমে প্রশংসিত করেছিলেন।

৪. কুরবানির পরীক্ষায় ইসমাঈল (আ.) ধৈর্যধারণ

সবরের দিক থেকে হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর সবর ছিল সবচেয়ে উচ্চ মর্যাদাপূর্ণ সবর। কেননা এ সবর ছিল আস্‌সবরু ফি তাআ'তি আল্লাহি বা আল্লাহর আনুগত্য ও নির্দেশ পালনের জন্য সবর। যার দৃষ্টান্ত হচ্ছে এ রকম-

فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ ۚ قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ ۖ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ •

অর্থাৎ, অতঃপর যখন সে তার সাথে চলাফেরা করার বয়সে পৌঁছল, তখন সে বলল, 'হে প্রিয় বৎস, আমি স্বপ্নে দেখেছি যে, আমি তোমাকে যবেহ করছি, অতএব দেখ তোমার কী অভিমত'; সে বলল, 'হে আমার পিতা, আপনাকে যা আদেশ করা হয়েছে, আপনি তাই করুন। আমাকে আপনি অবশ্যই ধৈর্যশীলদের অন্তর্ভুক্ত পাবেন'। (সূরা আস-সফফাত : ১০২)

ইব্রাহিম (আ.) একদিন স্বপ্ন দেখলেন তিনি তার প্রাণপ্রিয় পুত্রের গলায় ছুরি চালাচ্ছেন। নবীদের স্বপ্ন একপ্রকার অহি বা আল্লাহর আদেশ। আল্লাহর হুকুম

www.pathagar.com

শিরধার্য। কিন্তু ইসমাঈল (আ.) কি এ হুকুম মেনে নিবে? আসলে আল্লাহ তো সে পরীক্ষাই নিতে চান। আল্লাহ তো দেখতে চান ইসমাঈল (আ.) আল্লাহর হুকুমের সামনে মাথা নত করে কি না? নিজের জীবনের চাইতেও আল্লাহর হুকুম পালন করাকে বড় কর্তব্য মনে করে কি না? আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য সে নিজের জীবনকে কুরবানি করতে প্রস্তুত আছে কি না? কিন্তু ইসমাঈল তো তার পিতার মতোই আল্লাহর অনুগত। আল্লাহর সন্তুষ্টির চাইতে বড় কোনো কাম্য তার নেই। কুরআন সে ঘটনার কথা এভাবে বর্ণনা করছে-

"অতঃপর তারা উভয়ে যখন আত্মসমর্পণ করল এবং সে তাকে কাত করে শুইয়ে দিল তখন আমি তাকে আহ্বান করে বললাম, 'হে ইবরাহীম, 'তুমি তো স্বপ্নকে সত্যে পরিণত করেছ। নিশ্চয় আমি এভাবেই সৎকর্মশীলদের পুরস্কৃত করে থাকি'। 'নিশ্চয় এটা সুস্পষ্ট পরীক্ষা'। আর আমি এক মহান যবেহের বিনিময়ে তাকে মুক্ত করলাম।" (সূরা আস-সফফাত ; ১০৩-১০৭)

তখন পিতা-পুত্র দু'জনই আল্লাহর হুকুমের সামনে মাথা নত করে দিলেন এবং ইব্রাহিম (আ.) পুত্রকে উপুড় করে শুইয়ে দিয়ে ছুরি চালাতে উদ্যত হলেন তখন আল্লাহ তায়ালা ফেরেশতাকে বললেন, ইসমাঈলের স্থলে একটি দুম্বা রেখে দিতে। তখন ইব্রাহিম (আ.) সেই দুম্বাকে জবেহ করলেন। যেমন কুরআনে এসেছে-

وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ ۖ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ • وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا ۖ إِنَّهُم مِّنَ الصَّالِحِينَ •

অর্থাৎ, আর স্মরণ কর ইসমাঈল, ইদরীস ও যুল্-কিফল এর কথা, তাদের প্রত্যেকেই ধৈর্যশীল ছিল। আর তাদেরকে আমি আমার রহমতে শামিল করেছিলাম। তারা ছিল সৎকর্মপরায়ণ। (সূরা আম্বিয়া : ৭৫-৭৬)

আল্লাহ তায়ালা পিতা-পুত্র দুইজনকেই কবুল করে নিলেন এবং ধৈর্যশীল হিসেবে আখ্যায়িত করলেন।

উলুল আ'যমি বা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ রাসূলদের সবরের দৃষ্টান্ত

আল্লাহ তায়ালা বলেছেন- فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ •

অর্থাৎ, অতএব তুমি ধৈর্যধারণ কর, যেমন ধৈর্যধারণ করেছিল সুদৃঢ় সংকল্পের অধিকারী রাসূলগণ। (সূরা আহকাফ : ৩৫)

উলুল আযমি বা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ রাসূল কারা

উলুল আযমি অর্থ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, সুদৃঢ় ধৈর্যধারী, নির্ভীক, স্থির প্রতিজ্ঞ। এই উলুল আযমি পয়গম্বর কারা সে বিষয়ে মতভেদ রয়েছে-

www.pathagar.com

১. ইবনে যায়েদ (রহ.) বলেছেন- প্রত্যেক পয়গম্বরই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন। ছিলেন জ্ঞান-বুদ্ধি ও সাহসে পূর্ণ ও পরিণত।

২. কোনো কোনো মুফাস্‌সির বলেন- একমাত্র হযরত ইউনুস (আ.) ছাড়া অন্য সকল নবীই ছিলেন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। কেননা ইউনুস (আ.) আল্লাহর তরফ থেকে প্রত্যাদেশের আদেশ না করেই সিদ্ধান্ত গ্রহণে তাড়াহুড়া করেছিলেন। তাই প্রিয়নবীকে সম্বোধন করে আল্লাহ ইরশাদ করেন-

وَلَا تَكُن كَصَاحِبِ الْحُوتِ •

অর্থাৎ, অতএব তুমি তোমার রবের হুকুমের জন্য ধৈর্যধারণ কর। আর তুমি মাছওয়ালার মতো হয়ো না, যখন সে দুঃখে কাতর হয়ে ডেকেছিল। (সূরা কালাম : ৪৮)

৩. মুকাতিল বলেন- উলুল আযম নবী ছিলেন ৬ জন। ১. হযরত নূহ (আ.) ২. হযরত ইব্রাহিম (আ.) ৩. হযরত ইসহাক (আ.) কারো মতে হযরত ইসমাঈল (আ.) ৪. হযরত ইয়াকুব (আ.) ৫. হযরত ইউসুফ (আ.) ৬. হযরত আইয়ুব (আ.)।

৪. ইবনে আব্বাস ও কাতাদা (রহ.) এর মতে উলুল আযম বানী বাহকের সংখ্যা ৫ জন। ১. হযরত নূহ (আ.) ২. হযরত ইব্রাহিম (আ.) ৩. হযরত মূসা (আ.) ৪. হযরত ঈসা (আ.) ৫. হযরত মুহাম্মাদ (সা.)। এ মতটিকে অনেকে গ্রহণযোগ্য হিসেবে বিবেচনা করেছেন এবং তাফসীর ইবনে কাসীরে এদের সম্পর্কেই বলা হয়েছে।[১৪]

১. হযরত নূহ (আ.) এর ধৈর্যধারণ

হযরত নূহ (আ.) ছিলেন আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের মধ্যে অন্যতম এবং দৃঢ়প্রতিজ্ঞ রাসূলদের মধ্যে একজন। তিনি ছিলেন ধৈর্যের অনুপম দৃষ্টান্ত।

হযরত নূহ (আ.) নয়শত পঞ্চাশ বছর হায়াত লাভ করেছিলেন। পুরো জীবন অর্থাৎ ৯৫০ বৎসর তিনি তার সম্প্রদায়ের মধ্যে অবস্থান করেছেন। জীবনের প্রতিটি সময় তিনি তার জাতিকে দাওয়াত দিয়েছেন। কুরআন মাজীদে তার দাওয়াতের বর্ণনা করা হয়েছে এভাবে-

قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا • فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا • وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا •

১৪. আস সুয়ূতী (র.), আল্লামা জালালুদ্দীন আব্দুর রহমান ইবনে আবু বকর, তাফসীরে জালালাইন, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ৩৭-৩৮।

www.pathagar.com

অর্থাৎ, সে বলল, 'হে আমার রব! আমি তো আমার কওমকে রাত-দিন আহ্বান করেছি। 'অতঃপর আমার আহ্বান কেবল তাদের পলায়নই বাড়িয়ে দিয়েছে'। 'আর যখনই আমি তাদেরকে আহ্বান করেছি 'যেন আপনি তাদেরকে ক্ষমা করেন', তারা নিজদের কানে আঙুল ঢুকিয়ে দিয়েছে, নিজদেরকে পোশাকে আবৃত করেছে, (অবাধ্যতায়) অনড় থেকেছে এবং দম্ভভরে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করেছে'। (সূরা নূহ : ৫-৭)

কিন্তু দুঃখের বিষয় হাতেগোনা কিছু লোক ছাড়া কেউই তার কথা শুনলো না। বরং তারা নিজেদের গোড়ামি আর অহংকারে অটল রইল। তারা নূহ (আ.) কে বললো-

قَالَ الْمَلَأُ مِن قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ •

অর্থাৎ, তার কওম থেকে নেতৃবর্গ বলল, 'নিশ্চয় আমরা তোমাকে স্পষ্ট ভ্রান্তিতে দেখতে পাচ্ছি'। (সূরা আরাফ : ৬০)

وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا •

অর্থাৎ, 'আর তারা ভয়ানক ষড়যন্ত্র করেছে'। (সূরা নূহ : ২২)

এভাবে আল্লাহর ধৈর্যশীল বান্দা হযরত নূহ (আ.) পঞ্চাশ কম হাজার বছর ধরে তাদের আল্লাহর পথে ডাকেন। তাদের সত্য পথে আনার অবিরাম চেষ্টা করেন। ধ্বংস ও শাস্তির হাত থেকে তাদের বাঁচাবার চেষ্টা করেন। কিন্তু তারা তার এই মহৎ কাজের জবাব দেয় তিরস্কার, বিরোধিতা আর ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে। শেষ পর্যন্ত নূহ (আ.) আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করলেন এই বলে যে-

وَقَالَ نُوحٌ رَّبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا •

অর্থাৎ, আর নূহ বলল, 'হে আমার রব! যমীনের ওপর কোনো কাফিরকে অবশিষ্ট রাখবেন না'। (সূরা নূহ : ২৬)

إِنَّكَ إِن تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا •

অর্থাৎ, 'আপনি যদি তাদেরকে অবশিষ্ট রাখেন তবে তারা আপনার বান্দাদেকে পথভ্রষ্ট করবে এবং দুরাচারী ও কাফির ছাড়া অন্য কারো জন্ম দেবে না'। (সূরা নূহ : ২৭)

এরপর আল্লাহর পক্ষ থেকে ফয়সালা এসে গেল। আল্লাহ নূহের জাতির এই দুষ্ট লোকগুলোকে ধ্বংস করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন।

فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ ۙ فَاسْلُكْ فِيهَا مِن كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ ۖ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا ۖ إِنَّهُم مُّغْرَقُونَ •

অর্থাৎ, তারপর আমি তার কাছে ওহী প্রেরণ করলাম যে, তুমি আমার চোখের সামনে ও আমার ওহী অনুযায়ী নৌকা তৈরি কর। তারপর যখন আমার আদেশ

www.pathagar.com

আসবে এবং চুলা (পানিতে) উথলে উঠবে তখন প্রত্যেক জীবের এক জোড়া ও তোমার পরিবারবর্গকে নৌযানে তুলে নিও; তবে তাদের মধ্যে যাদের ব্যাপারে পূর্বে সিদ্ধান্ত হয়ে আছে তারা ছাড়া। আর যারা যুলম করেছে তাদের ব্যাপারে তুমি আমাকে সম্বোধন করো না। নিশ্চয় তারা নিমজ্জিত হবে। (সূরা মুমিনুন : ২৭)

এভাবে নূহ (আ.) তার নবুয়তি জীবনে তার কাওমের হাজার অত্যাচার, তিরস্কার, সত্ত্বেও ধৈর্যহারা হননি। বরং সবরের মাধ্যমে তিনি তাদের মোকাবেলা করেছিলেন। আর আল্লাহ তার প্রিয় নবীকে তার কাওমের দুষ্ট লোকদের থেকে মুক্তি দান করেন।

২. ধৈর্যের পাহাড় হযরত ইব্রাহিম (আ.)

ধৈর্যের এক অনন্য দৃষ্টান্ত হযরত ইব্রাহিম (আ.)। জীবনের প্রতিটি স্তরে তাকে পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়েছে। এমনকি নিক্ষিপ্ত হতে হয়েছে অগ্নিকুণ্ডে। তারপরও তিনি সত্যের দাওয়াত থেকে বিন্দুমাত্র পিছু হটেননি বরং ধৈর্যের সাথে প্রতিটি বিপদ মোকাবেলা করেছেন।

দাওয়াতের ক্ষেত্রে ইব্রাহিম (আ.)-এর ধৈর্যধারণ শুরু হয় তার পিতাকে দাওয়াত দানের মাধ্যমে। যিনি ছিলেন অগ্নি-পূজারক। যিনি ইব্রাহিম (আ.) কে প্রাণ নাশের হুমকি দিয়েছিলেন।

يَا أَبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَن يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ الرَّحْمَٰنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا • قَالَ أَرَاغِبٌ أَنتَ عَنْ آلِهَتِي يَا إِبْرَاهِيمُ ۖ لَئِن لَّمْ تَنتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ ۖ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا •

অর্থাৎ, 'হে আমার পিতা, আমি আশঙ্কা করছি যে, পরম করুণাময়ের (পক্ষ থেকে) তোমাকে আযাব স্পর্শ করবে, ফলে তুমি শয়তানের সঙ্গী হয়ে যাবে।' সে বলল, 'হে ইবরাহীম, তুমি কি আমার উপাস্যদের থেকে বিমুখ? যদি তুমি বিরত না হও, তবে অবশ্যই আমি তোমাকে পাথর মেরে হত্যা করব। আর তুমি চিরতরে আমাকে ছেড়ে যাও।' (সূরা মারইয়াম : ৪৫-৪৬)

তার পিতার প্রাণনাশের হুমকিতে ইব্রাহিম (আ.) মনঃক্ষুণ্ন হলেন না এবং তার প্রতি কোনো ক্ষোভ ও দেখালেন না। বরং ধৈর্যের সাথে বললেন-

قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ ۖ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي ۖ إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا • وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا •

অর্থাৎ, ইবরাহীম বলল, 'তোমার প্রতি সালাম। আমি আমার রবের কাছে তোমার জন্য ক্ষমা চাইব। নিশ্চয় তিনি আমার প্রতি বড়ই অনুগ্রহশীল'। 'আর আমি তোমাদের ও আল্লাহ ছাড়া যাদের ইবাদত তোমরা কর তাদের পরিত্যাগ

www.pathagar.com

করছি এবং আমি আমার রবের ইবাদত করছি। আশা করি আমার রবের ইবাদত করে আমি ব্যর্থ হব না'। (সূরা মারইয়াম : ৪৭-৪৮)

অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হওয়ার সময় ধৈর্যধারণ

ইব্রাহিম (আ.) তার জাতির লোকদের আল্লাহর পথে দাওয়াত দিতে থাকলেন। কিন্তু কিছুতেই তার জাতির লোকেরা সত্য গ্রহণে প্রস্তুত হলো না। তখন ইব্রাহিম (আ.) তাদের অনুপস্থিতিতে তাদের ঠাকুর ঘরে প্রবেশ করলেন এবং সমস্ত দেবতাদের ভেঙে দিলেন শুধু বড় মূর্তিটি ছাড়া। যখন লোকেরা এসে দেখলো যে, তাদের দেবতাদের অবস্থা লণ্ড-ভণ্ড তখন তারা ইব্রাহিম (আ.) কে অপরাধী হিসেবে সাব্যস্ত করলো এবং তাকে জিজ্ঞেস করলো : ইব্রাহিম তুমি কি আমাদের দেবতাদের সাথে এই ব্যবহার করেছ? তখন ইব্রাহিম (আ.) বললেন : ওদের কেই জিজ্ঞেস করুন কে মেরেছে ওদের? ঐ বড় মূর্তিটাকেই জিজ্ঞেস করুন সেই ভেঙেছে কি না? তারা বললো : ইব্রাহিম! তুমি ভালো করেই জান দেবতাগুলো কথা বলতে পারে না। তখন ইব্রাহিম (আ.) বললেন : তোমরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে কেন এমন সব জিনিসের পূজা-উপাসনা করো যেগুলো তোমাদের ভালোও করতে পারে না, মন্দও করতে পারে না?

কিন্তু বিষয়টি এখানেই শেষ হলো না, তারা ইব্রাহিমের ব্যাপারে রাজার কাছে বিচার দিলেন। তখন ইব্রাহিমকে রাজার (নমরূদ) দরবারে আনা হলো। এবং আল্লাহর পয়গাম্বর ইব্রাহিমের সাথে বাকযুদ্ধ হলো। শেষ পর্যন্ত রাজা ও তার লোকেরা সিদ্ধান্ত নিলো ইব্রাহিমকে অগ্নিকুণ্ডে পুড়িয়ে হত্যা করার। এ সম্পর্কে কুরআন বলছে-

قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ •

অর্থাৎ, তারা বলল, 'তাকে আগুনে পুড়িয়ে দাও এবং তোমাদের দেবদেবীদেরকে সাহায্য কর, যদি তোমরা কিছু করতে চাও'। (সূরা আম্বিয়া : ৬৮)

তারা একটি বিশাল অগ্নিকুণ্ডলি বানালো এবং সেখানে এক জাতীয় ভারী কাঠ একত্রিত করলো। তারা একমাস ধরে সেখানে বিভিন্ন স্থান থেকে কাঠ এনে বিশাল এক স্তূপ বানালো। এরপর এতে আগুণ ধরিয়ে দেওয়া হলো। সাতদিন পর্যন্ত এ আগুণ দাউদাউ করে জ্বললো। এরপর নমরূদ সেখানে ইব্রাহিম (আ.) নিক্ষেপের জন্য উপযুক্ত মনে করলো। আসলে এটা ছিল ইব্রাহিম (আ.) এর জন্য এক বড় পরীক্ষা। আল্লাহ তায়ালাও ইব্রাহিমকে পরীক্ষা করতে চাইলেন। তিনি দেখতে চাইলেন ইব্রাহিম কি জীবন বাঁচাবার জন্য ঈমান ত্যাগ করে, নাকি ঈমান বাঁচাবার জন্য জীবন কুরবানি করে। কিন্তু ইব্রাহিমতো অগ্নিপরীক্ষার বিজয়ী বীর। তিনি তো কিছুতেই জীবন বাঁচাবার জন্য আল্লাহকে এবং আল্লাহর

www.pathagar.com

দ্বীনকে ত্যাগ করতে পারেন না। তিনি তো আল্লাহ এবং আল্লাহর দ্বীনকে নিজের জীবনের চাইতে অনেক ভালোবাসেন। কাফেরেরা তাকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করার জন্য নিয়ে গেল। তিনি তাদের কাছে নত হননি। জীবন ভিক্ষা চাননি। জীবন বাঁচাবার জন্য নিজের দ্বীন এবং ঈমান ত্যাগ করেননি। নিশ্চিত মনে আল্লাহর ওপর ভরসা করে তিনি অগ্নিকুণ্ডের দিকে এগিয়ে গেলেন। ওরা তাকে নিষ্ঠুরভাবে নিক্ষেপ করলো নিজেদের তৈরি করা নরকে। আল্লাহ ইব্রাহিমের প্রতি পরম খুশি হয়ে আগুনকে বলে দিলেন-

قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ •

অর্থাৎ, আমি বললাম, 'হে আগুন, তুমি শীতল ও নিরাপদ হয়ে যাও ইবরাহীমের জন্য।' (সূরা আম্বিয়া : ৬৯)

এভাবে আল্লাহর নির্দেশে আগুন ঠাণ্ডা ও শীতল হয়ে গেল। আর ইব্রাহিম (আ.) তার ধৈর্যের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন।

স্ত্রী-পুত্রের মাধ্যমে পরীক্ষা

ইব্রাহিম (আ.) বৃদ্ধ বয়সে উপনীত হয়েছেন, কিন্তু তার কোনো সন্তানাদি নেই। স্ত্রী সারাহ ছিলেন একজন বন্ধ্যা মহিলা। তার কোনো সন্তানাদি হতো না। ইব্রাহিম আল্লাহর কাছে দোয়া করেন : رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ•

অর্থাৎ, 'হে আমার রব, আমাকে সৎকর্মশীল সন্তান দান করুন'। (সূরা আস-সফফাত : ১০০)

পরম দয়াময় আল্লাহ তায়ালা তার দোয়া কবুল করেন। স্ত্রী হাজেরার ঘরে তার এক সুন্দর ফুটফুটে ছেলের জন্ম হয়। তিনি পুত্রের নাম রাখেন ইসমাঈল। বৃদ্ধ বয়সে শিশুপুত্রের হাসিতে তার মন ভরে ওঠে। কিন্তু এই পুত্রের ভালোবাসা নিয়েও আল্লাহ তাকে পরীক্ষায় ফেলেন। আল্লাহ তাকে পরীক্ষা করে চান, তিনি পুত্রের ভালোবাসার চাইতে আল্লাহর হুকুম পালন করাকে বড় জানেন কি না?

আল্লাহ তায়ালা ইব্রাহিম (আ.) কে নির্দেশ দিলেন তার পুত্র ইসমাঈল ও তার মা হাজেরাকে মক্কার জনমানব ও ফল পানি শস্যহীন মরুভূমিতে রেখে আসার জন্য। কিন্তু ইব্রাহিম যে আল্লাহকে সবার চেয়ে বেশি ভালোবাসেন। তিনি যে জানেন আল্লাহর হুকুম অমান্য করা যায়না। তাই তো তিনি হাজেরা আর শিশুপুত্র ইসমাঈলকে নিয়ে শত শত মাইল পথ পাড়ি দিয়ে মক্কায় এসে উপস্থিত হন। আল্লাহর নির্দেশে তিনি তাদের একটি নির্দিষ্ট স্থানে রেখে যান। হাজেরাকে বলে যান, আমি আল্লাহর হুকুমে তোমাদের এখানে রেখে গেলাম। হাজেরাকে কিছু খাদ্য ও এক মশক পানি দিয়ে আসেন। এভাবে প্রশান্ত সমুদ্রের মতো প্রশস্ত হৃদয় আর হিমালয়ের মতো অটল ধৈর্যশীল ইব্রাহিম আল্লাহ প্রদত্ত পরীক্ষায় বিজয়ী হলেন।

www.pathagar.com

৩. হযরত মূসা (আ.) এর ধৈর্যধারণ

হযরত মূসা (আ.) ছিলেন যেমন আল্লাহর একজন সম্মানিত নবী তেমনি তিনি ছিলেন একজন ধৈর্যশীল বান্দা। অন্যান্য নবীদের পরীক্ষা হয়েছে সাধারণত নবুয়াত লাভের পরে। কিন্তু মূসা (আ.) এর পরীক্ষা শুরু হয়েছে তার জন্মলাভের পর থেকেই। বস্তুত নবুয়াত প্রাপ্তির পূর্বে ও পরে তার জীবনে বহু পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছেন। যেমন কুরআনে আল্লাহ তায়ালা মূসা (আ.) সম্পর্কে বলছেন-

إِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَن يَكْفُلُهُ ۖ فَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ ۚ وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا ۚ فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ ثُمَّ جِئْتَ عَلَىٰ قَدَرٍ يَا مُوسَىٰ •

অর্থাৎ, যখন তোমার বোন (সিন্দুকের সাথে সাথে) চলছিল। অতঃপর সে গিয়ে বলল, 'আমি কি তোমাদেরকে এমন একজনের সন্ধান দেব, যে এর দায়িত্বভার নিতে পারবে'? অতঃপর আমি তোমাকে তোমার মায়ের নিকট ফিরিয়ে দিলাম; যাতে তার চোখ জুড়ায় এবং সে দুঃখ না পায়। আর তুমি এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছিলে। তখন আমি তোমাকে মনোবেদনা থেকে মুক্তি দিলাম এবং তোমাকে আমি বিভিন্নভাবে পরীক্ষা করেছি। অতঃপর তুমি কয়েক বছর মাদইয়ানবাসীর মধ্যে অবস্থান করেছ। হে মূসা, তারপর নির্ধারিত সময়ে তুমি এসে উপস্থিত হলে'। (সূরা ত্বহা : ৪০)

এত পরীক্ষা এত কষ্ট সত্ত্বেও তিনি কখনো আল্লাহর ওপর থেকে আস্থা হারিয়ে ফেলেননি বরং ধৈর্যের সাথে সকল পরীক্ষা ও কষ্ট অতিক্রম করে আল্লাহর খাটি বান্দাতে পরিণত হয়েছেন।

মাদায়েনে হিজরতের সময় ধৈর্যধারণ

ফেরআউনের ঘরে মূসা (আ.) ক্রমেই বেড়ে উঠতে লাগলেন। শৈশব থেকে কৈশোরে, কৈশোর থেকে তারুণ্যে, তারুণ্য থেকে যৌবনে পদার্পণ করলেন। যৌবন প্রাপ্তির পর থেকে মূসা (আ.) একা একা শহরে ঘুরে বেড়াতেন জনগণের অবস্থা দেখার জন্য।

একদিন তিনি দেখলেন জনমানবশূন্য রাস্তায় দুটি লোক মারামারি করছে। তাদের একজন ছিল বনি ইসরাঈল আর অন্যজন কিবতি। মূসা (আ.) কে দেখেই ইসরাঈলি লোকটি মূসার নিকট সাহায্য চাইলো। কিবতি লোকটি খুব বাড়াবাড়ি করছে দেখে মূসা (আ.) তাকে থামাতে গিয়ে একটা চড় মারলেন। মূসা (আ.) ছিলেন খুব শক্তিশালী। চড় খেয়ে কিবতি লোকটি মৃত্যুমুখে পতিত হলো। আসলে মূসা (আ.) লোকটিকে হত্যা করতে চাননি বরং তিনি তাদের

www.pathagar.com

মারামারি থামাতে চেয়েছিলেন। এ ঘটনায় মূসা (আ.) খুব লজ্জিত ও ব্যথিত হলেন। তিনি সাথে সাথে আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করলেন এই বলে-

قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِّلْمُجْرِمِينَ •

অর্থাৎ, মূসা বলল, 'হে আমার রব, আপনি যেহেতু আমার প্রতি নিয়ামত দান করেন, তাই আমি কখনো আর অপরাধীদের সাহায্যকারী হব না। (সূরা কাসাস : ১৭)

আল্লাহ তায়ালা মূসা (আ.) এর দোয়া কবুল করলেন এবং তাকে ক্ষমা করে দিলেন। পরদিন সকালে ভয় ও শঙ্কা নিয়ে মূসা (আ.) ঘর থেকে বের হলেন। কারণ সরকারি লোকেরা চারদিকে কালকের হত্যাকারী কে খুঁজে বেড়াচ্ছে। মূসা (আ.) ভোর বিহানে চিন্তাগ্রস্ত মনে পথ চলছেন। কিন্তু যেখানে বাঘের ভয় সেখানেই রাত পোহায়। আবার সেই বনি ইসরাঈলি লোকটির সাথে দেখা। তখনও সেই লোকটি অন্য একটি কিবতি লোকের সাথে ঝগড়ায় লিপ্ত। গতদিনের মতো আজও মূসা কে দেখে লোকটি মূসার সাহায্য চাইলো। তখন মূসা (আ.) বললো, তুমি তো দেখছি বড় বিভ্রান্ত লোক এ বলে তিনি তাকে ধমক দিলেন। ধমক খেয়ে ইসরাঈল লোকটি মনে করলো মূসা বুঝি তাকেই মারতে আসছে। ফলে সে চিৎকার দিয়ে বলে উঠলো : মূসা তুমি কি আজ আমাকেও সেভাবে হত্যা করতে চাও, যেভাবে কাল একজনকে হত্যা করেছিলে? তুমি তো দেখছি বড় স্বৈরাচারী সংশোধনকামী নও।

একথা শুনার সাথে সাথে কিবতি লোকটি দে ছুট। এক দৌড়ে সে ছুটে এলো ফেরাউনের কাছে। সে বলে দিল কালকের লোকটিকে মূসা হত্যা করেছে এবং সে বনি ইসরাঈলের লোক। আর যায় কোথায়? ফেরাউন তার রক্ষী বাহিনীকে নির্দেশ দিল যেখানে পাও মূসাকে ধর এবং তাকে হত্যা কর। রাজার এ নির্দেশ শুনার সাথে সাথে মূসা (আ.) এর এক ভক্ত প্রাসাদের কর্মকর্তা মূসা (আ.) নিকট আসলো এবং বললো : মূসা দেশের কর্তারা তোমাকে হত্যা করার পরামর্শ করছে। তুমি এখনি ফেরাউনের রাজ্য ছেড়ে চলে যাও। খবরটা শুনেই মূসা (আ.) পার্শ্ববর্তী রাজ্য মাদইয়ানের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। ইতিপূর্বে যেহেতু তিনি রাজপুত্রের ন্যায় জীবন যাপন করেছেন, তাই এই সফর তার নিকট খুবই কঠিন ছিল। এজন্য তিনি আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাইলেন এই বলে-

وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ•

অর্থাৎ, আর যখন মূসা মাদইয়ান অভিমুখে রওনা করল, তখন বলল, 'আশা করি আমার রব আমাকে সঠিক পথ প্রদর্শন করবেন'। (সূরা কাসাস : ২২)

সীমান্ত প্রহরীদের হাতে যেন ধরা না পড়েন, সে জন্যে খুব সতর্কভাবে সীমান্ত পার হলেন। একাধারে আট দিন হাঁটার পর মাদইয়ানের নিরাপদ এলাকায় এসে

www.pathagar.com

পৌঁছলেন। তখন তিনি খুবই ক্লান্ত-শ্রান্ত এবং ক্ষুধার্ত অবস্থায় একটি গাছের ছায়ার নিচে বসে পড়েন। মিসর থেকে মাদইয়ান পর্যন্ত তিনি দৌঁড়িয়ে পালিয়ে এসেছিলেন। তাই তার পায়ে ফোসকা উঠে গিয়েছিল। খাওয়ার কোনো দ্রব্য তার সাথে ছিল না। গাছের পাতা, ঘাস ইত্যাদি তিনি ভক্ষণ করেছিলেন। পেট তার পিঠের সাথে লেগে গিয়েছিল। ঐ সময় তিনি আধখানা খেজুরেরও মুখাপেক্ষী ছিলেন। এ সময় মূসা (আ.) ধৈর্যধারণ করেছিলেন এবং নিজেকে সম্পূর্ণরূপে স্বীয় পালনকর্তা আল্লাহর ওপরে সমর্পণ করেছিলেন ও প্রত্যাশা করেছিলেন নিশ্চয়ই আমার পালনকর্তা আমাকে সরল পথ দেখাবেন।

قَالَ ذٰلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ ۖ أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ ۖ وَاللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ •

অর্থাৎ, মূসা বলল, 'এ চুক্তি আমার ও আপনার মধ্যে রইল। দু'টি মেয়াদের যেটিই আমি পূরণ করি না কেন, তাতে আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ থাকবে না। আর আমরা যে বিষয়ে কথা বলছি, আল্লাহ তার সাক্ষী'। (সূরা কাসাস : ২৮)

অতএব আল্লাহ তায়ালা তার দোয়া কবুল করলেন। এবং মাদাইয়ানের মতো অপরিচিত রাজ্যে সসম্মানের সাথে সেখানে বসবাসের ব্যবস্থা করে দিলেন।

মু'জেযা যাদুর লড়াই ও ঈমানদারদের ধৈর্যধারণ

মূসা (আ.) তার স্ত্রী ও পরিবার নিয়ে মিসরে ফিরে আসলেন। তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে নবুয়াত লাভ করলেন ও দুটি নিদর্শন লাভ করলেন। এরপর তিনি আল্লাহর নির্দেশে ফেরআউনকে আল্লাহর একত্ববাদের দাওয়াত পেশ করলেন। কিন্তু অত্যাচারী ফেরআউন কিছুতেই তার দাওয়াত গ্রহণ করলো না বরং সে মূসা (আ.) কে কারাগারে নিক্ষেপের হুমকি দিল। তখন মূসা (আ.) আল্লাহর নিকট থেকে প্রেরিত দুটি নিদর্শন দেখালেন। তাদের মধ্যে একটি হচ্ছে মূসা (আ.) তার হাতের লাঠি মাটিতে নিক্ষেপ করলেন। সাথে সাথে লাঠি বিরাট অজগরে পরিণত হলো। তারপর সেটাকে ধরে ফেললেন এবং তা পুনরায় লাঠি হয়ে গেলো। অন্যটি হচ্ছে বগলের ভিতর থেকে হাত টেনে বের করলেন, সাথে সাথে তা জ্যোতির্ময় হয়ে উঠলো। এই অলৌকিক ঘটনা দেখে ফেরাউন হতভম্ব হয়ে গেলো। উপস্থিত লোকদের বলে উঠলো : এতো জাদু! মূসা নিশ্চয়ই একজন দক্ষ জাদুকর হয়ে এসেছে। জাদু দিয়ে সে তোমাদেরকে নিজেদের মাতৃভূমি থেকে তাড়িয়ে দিতে চাইছে। এ সম্পর্কে কুরআন বলছে-

মূসা বলল, 'হে ফিরআউন, আমি তো সকল সৃষ্টির রবের পক্ষ থেকে রাসূল।' সমীচীন যে, আমি আল্লাহ সম্পর্কে সত্য ছাড়া বলব না। আমি তোমাদের রবের নিকট থেকে স্পষ্ট প্রমাণ নিয়ে তোমাদের কাছে এসেছি। সুতরাং তুমি বনী

www.pathagar.com

ইসরাঈলকে আমার সাথে পাঠিয়ে দাও।' সে বলল, 'তুমি যদি কোনো আয়াত নিয়ে আস, তবে তা পেশ কর, যদি তুমি সত্যবাদীদের অন্তর্ভুক্ত হও। তখন সে ছেড়ে দিল তার লাঠি। তৎক্ষণাৎ তা এক স্পষ্ট অজগর হয়ে গেল। আর সে বের করল তার হাত, তৎক্ষণাৎ তা দর্শকদের কাছে ধবধবে সাদা (দেখাচ্ছিল)। ফিরআউনের সম্প্রদায়ের সভাসদরা বলল, 'নিশ্চয় এ হলো বিজ্ঞ জাদুকর 'সে তোমাদেরকে তোমাদের দেশ থেকে বের করতে চায়। সুতরাং তোমরা কী নির্দেশ দেবে?'। (সূরা আরাফ : ১০৪-১১০)

ফেরাউন তার সঙ্গী-সাথীদের সাথে পরামর্শ করলো যে, যাদু দিয়েই মূসাকে পরাজিত করতে হবে। মিসরে যেসব বিখ্যাত যাদুকর ছিল, যারা বিশ্ববিখ্যাত, তাদের সকলকে একত্রিত করা হলো এবং মু'জেযা আর যাদুর প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হলো। (এখানে সংক্ষেপে বলে রাখি মু'জিযা অর্থ হচ্ছে মানুষের বুদ্ধিকে অক্ষমকারী। অর্থাৎ এমন কর্ম সংঘঠিত হওয়া যা মানুষের জ্ঞান ও ক্ষমতাবহির্ভূত। মু'জিযা কেবল নবীদের জন্য খাছ। যা নবীদের মাধ্যমে আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়। পক্ষান্তরে যাদু কেবল দুষ্ট জিন ও মানুষের মাধ্যমেই হয়ে থাকে এবং তা হয় অদৃশ্য প্রাকৃতিক কারণের প্রভাবে। যাদু কেবল পৃথিবীতেই ক্রিয়াশীল হয়, আসমানে নয়। যাদু স্রেফ ভেল্কিবাজি ও প্রতারণা মাত্র। যাদুতে মানুষের বুদ্ধি বিভ্রাট ঘটে। যা মানুষকে প্রতারিত করে। এজন্য ইসলাম একে নিষিদ্ধ করেছে।) অবশেষে প্রতিযোগিতার দিন চলে এলো। দলে দলে মানুষ উপস্থিত হতে লাগলো প্রতিযোগিতা দেখার জন্য। মঞ্চে একদিকে উপস্থিত হযরত মূসা (আ.) ও তার ভাই হারূন (আ.) আর অন্যদিকে মিসরের শ্রেষ্ঠ যাদুকর দল।

প্রতিযোগিতা শুরু হলো। যাদুকরেরা উৎসাহিত হয়ে মূসাকে বলল: হে মূসা তুমি নিক্ষেপ কর, না হয় আমরা প্রথমে নিক্ষেপ করি। মূসা (আ.) বললেন তোমরাই নিক্ষেপ কর। অতঃপর তারা তাদের রশি ও লাঠি নিক্ষেপ করলো। তখন লোকদের চোখগুলোকে ধাঁধিয়ে দিল এবং তাদের ভীত-সন্ত্রস্ত করে তুলল ও এক মহাযাদু প্রদর্শন করল। তাদের যাদুর প্রভাবে মূসার মনে হলো যেন তাদের রশিগুলো ও লাঠিগুলো সাপের ন্যায় ছুটাছুটি করছে। তাতে মূসার মনে কিছুটা ভীতির সঞ্চার হলো। এমতাবস্থায় আল্লাহ অহি নাযিল করে মূসা (আ.) কে অভয় দিয়ে বললেন-

قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنتَ الْأَعْلَىٰ • وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا ۖ إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ ۖ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ •

www.pathagar.com

অর্থাৎ, আমি বললাম, 'তুমি ভয় পেয়ো না, নিশ্চয় তুমিই বিজয়ী হবে'। 'আর তোমার ডান হাতে যা আছে, তা ফেলে দাও। তারা যা করেছে, এটা সেগুলো গ্রাস করে ফেলবে। তারা যা করেছে, তা তো কেবল যাদুকরের কৌশল। আর যাদুকর যেখানেই আসুক না কেন, সে সফল হবে না'। (সূরা ত্বহা : ৬৮-৬৯)

তারপর মূসা (আ.) আল্লাহর নামে তার লাঠি নিক্ষেপ করলেন। দেখা গেল তা বিরাট অজগর সাপের ন্যায় রূপ ধারণ করল এবং যাদুকরদের সমস্ত অলীক কীর্তিগুলোকে গ্রাস করতে লাগল। এদৃশ্য দেখে যুগশ্রেষ্ঠ যাদুকরগণ বুঝে নিল যে মূসার এ যাদু আসলে যাদু নয়। কেননা যাদুর সর্বোচ্চ বিদ্যা তাদের কাছেই রয়েছে। এটা যাদু হতে পারে না। নিশ্চয়ই এর মধ্যে অলৌকিক কোনো সত্তার নিদর্শন রয়েছে, যা আয়ত্ত করা মানুষের ক্ষমতার বাইরে। এ সময় মূসা (আ.)-এর দেয়া তাওহীদের দাওয়াত ও আল্লাহর গযবের ভীতি তাদের অন্তরে প্রভাব বিস্তার করল। অতঃপর সত্য প্রতিষ্ঠিত হলো এবং বাতিল হয়ে গেল তাদের সমস্ত যাদুকর্ম। এভাবে তারা সেখানে পরাজিত হলো এবং লজ্জিত হয়ে ফিরে গেল। তারপর যাদুকররা সাজদায় পড়ে গেল এবং বলে উঠলো আমরা বিশ্বচরাচরের পালনকর্তার ওপরে বিশ্বাস স্থাপন করলাম যিনি মূসা ও হারূনের রব। কুরআন এ সম্পর্কে বলছে-

وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ • قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ •

অর্থাৎ, আর যাদুকররা সাজদায় পড়ে গেল। তারা বলল, 'আমরা সকল সৃষ্টির রবের প্রতি ঈমান আনলাম। (সূরা আরাফ : ১২০-১২১)

فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ • قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ • رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ •

অর্থাৎ, ফলে যাদুকররা সাজদাবনত হয়ে পড়ল। তারা বলল, 'আমরা ঈমান আনলাম সকল সৃষ্টির রবের প্রতি'। 'মূসা ও হারূনের রব। (সূরা শোয়ারা : ৪৬-৪৮)

فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَىٰ •

অর্থাৎ, অতঃপর যাদুকরেরা সাজদায় লুটিয়ে পড়ল। তারা বলল, 'আমরা হারূন ও মূসার রবের প্রতি ঈমান আনলাম'। (সূরা ত্বহা : ৭০)

পরাজয়ের এ দৃশ্য দেখে ভীত-বিহ্বল ফেরাউন নিজেকে সামলে নিয়ে উপস্থিত লাখো জনতার মনোবল চাঙ্গা রাখার জন্য যাদুকরদের উদ্দেশ্যে বলে উঠলো-

قَالَ فِرْعَوْنُ آمَنتُم بِهِ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ ۖ إِنَّ هَٰذَا لَمَكْرٌ مَّكَرْتُمُوهُ فِي الْمَدِينَةِ لِتُخْرِجُوا مِنْهَا أَهْلَهَا ۖ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ •

www.pathagar.com

অর্থাৎ, ফিরআউন বলল, 'আমি তোমাদেরকে অনুমতি দেয়ার আগে তোমরা তার প্রতি ঈমান আনলে! নিশ্চয় এটা এমন এক চক্রান্ত যা তোমরা শহরে করেছ, সেখান থেকে তার অধিবাসীকে বের করার জন্য। সুতরাং তোমরা অচিরেই জানতে পারবে।' (সূরা আরাফ : ১২৩)

ফিরআউন বলল, 'কী, আমি তোমাদেরকে অনুমতি দেয়ার আগেই তোমরা তার প্রতি ঈমান আনলে? নিশ্চয় সেই তোমাদের প্রধান, যে তোমাদেরকে যাদু শিখিয়েছে। সুতরাং আমি অবশ্যই তোমাদের হাত ও পা বিপরীত দিক থেকে কেটে ফেলব এবং আমি তোমাদেরকে খেজুর গাছের কাণ্ডে শূলিবিদ্ধ করবই। আর তোমরা অবশ্যই জানতে পারবে, আমাদের মধ্যে কার আযাব বেশি কঠোর এবং বেশি স্থায়ী। (সূরা ত্বহা : ৭১)

অতঃপর সম্রাটসুলভ হুমকি দিয়ে বলল,

قَالَ آمَنتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ ۖ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ۚ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُم مِّنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ •

অর্থাৎ, ফিরআউন বলল, 'আমি তোমাদেরকে অনুমতি দেয়ার পূর্বেই তোমরা তার প্রতি ঈমান আনলে? নিশ্চয় সে তোমাদের গুরু যে তোমাদের যাদু শিক্ষা দিয়েছে। অতএব অচিরেই তোমরা জানতে পারবে। আমি অবশ্যই তোমাদের হাতসমূহ ও তোমাদের পা-সমূহ বিপরীত দিক থেকে কেটে ফেলব এবং অবশ্যই তোমাদের সকলকে শূলিবিদ্ধ করব'। (সূরা শোয়ারা : ৪৯)

জবাবে যাদুকররা বলল,

قَالُوا لَا ضَيْرَ ۖ إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ • إِنَّا نَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطَايَانَا أَن كُنَّا أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ •

অর্থাৎ, তারা বলল, 'কোনো ক্ষতি নেই তাতে। অবশ্যই আমরা তো আমাদের রবের দিকেই ফিরে যাব।' আমরা আশা করি যে, আমাদের রব আমাদের অপরাধসমূহ ক্ষমা করে দেবেন, কারণ আমরা মুমিনদের মধ্যে প্রথম।' (সূরা শোয়ারা : ৫০-৫১)

যাদুকরদের দীপ্ত ঈমানের বলিষ্ঠতা দেখে বেশ কিছু যুবকের অন্তরে ঈমানের আলো প্রজ্জ্বলিত হলো। তারা ঈমানের ঘোষণা দিয়ে মূসার সাথী হয়ে গেল। তাদের ওপর শুরু হলো নির্যাতন। মূসার বংশের লোক হবার কারণে গোটা বনি ইসরাঈলের ওপরও নির্যাতন নেমে আসে। শত অত্যাচার সত্ত্বেও মূসা (আ.) কে তারা তার দাওয়াত থেকে নিবৃত্ত করতে পারলো না। তাদের অব্যাহত তৎপরতা দেখে ফেরাউনের পরিষদবর্গ তাকে বললো :

www.pathagar.com

وَقَالَ الْمَلَأُ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ مُوسَىٰ وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ ۚ قَالَ سَنُقَتِّلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ •

অর্থাৎ, আর ফিরআউনের কওমের সভাসদগণ বলল, 'আপনি কি মূসা ও তার কওমকে ছেড়ে দেবেন, যাতে তারা যমীনে ফাসাদ করে এবং আপনাকেও আপনার উপাস্যগুলোকে বর্জন করে?' সে বলল, 'আমরা অতিসত্বর তাদের ছেলেদেরকে হত্যা করব আর মেয়েদেরকে জীবিত রাখব। আর নিশ্চয় আমরা তাদের ওপর ক্ষমতাবান।' (সূরা আরাফ : ১২৭)

ফেরাউন ঘোষণা করে দিলো : ওদের পুত্রদের হত্যা কর আর কন্যাদের জীবত রাখ। তারা দেখে নিক, আমি কতটা শক্তিশালী।

নির্যাতনে নিষ্পিষ্ট হতে হতে মূসা (আ.) এর অনুসারীরা বিচলিত হয়ে উঠলো। ফেরাউন বনু ইসরাঈলের ওপর যে যুলুম করেছিল তা হচ্ছে- ১. তাদের নবজাতক পুত্র সন্তানদের হত্যার নির্দেশ জারি। ২. ইবাদত গৃহসমূহ ধ্বংস করা। ৩. ফেরাউন তাদেরকে হিজরতে বাধা প্রদান করতো। ৪. জেল-জুলুম হত্যার পাশাপাশি ফেরাউন তাদেরকে ধর্মবিরোধী ও সমাজবিরোধী হিসেবে আখ্যায়িত করতো।

মূসা (আ.) ফেরাউনের এই জুলুম নির্যাতন থেকে বাঁচার জন্য তার স্বীয় ভীত-সন্ত্রস্ত কওমকে মূলত দুটি বিষয়ে উপদেশ প্রদান করেন। ১. শত্রুর মোকাবেলায় আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করা এবং ২. আল্লাহর সাহায্য না আসা পর্যন্ত সাহসের সাথে ধৈর্য ধারণ করা। যেমন কুরআন বলছে-

قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا ۖ إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۖ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ •

অর্থাৎ, মূসা তার কওমকে বলল, 'আল্লাহর কাছে সাহায্য চাও এবং ধৈর্যধারণ কর। নিশ্চয় যমীন আল্লাহর। তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাকে তিনি চান তাকে তার উত্তরাধিকারী বানিয়ে দেন। আর পরিণাম মুত্তাকীদের জন্য।' (সূরা আরাফ : ১২৮)

এরপর মূসা ও হারূন (আ.) আল্লাহর নিকট ফেরাউনের বিরুদ্ধে বদ্‌দোয়া করলেন এভাবে-

وَقَالَ مُوسَىٰ رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوا عَن سَبِيلِكَ ۖ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَىٰ أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّىٰ يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ • قَالَ قَدْ أُجِيبَت دَّعْوَتُكُمَا فَاسْتَقِيمَا وَلَا تَتَّبِعَانِّ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ •

www.pathagar.com

অর্থাৎ, আর মূসা বলল, 'হে আমাদের রব, আপনি ফিরআউন ও তার পরিষদবর্গকে দুনিয়াবী জীবনে সৌন্দর্য ও ধন-সম্পদ দান করেছেন। হে আমাদের রব, যাতে তারা আপনার পথ থেকে গোমরাহ করতে পারে। হে আমাদের রব, তাদের ধন-সম্পদ নিশ্চিহ্ন করে দিন, তাদের অন্তরসমূহকে কঠোর করে দিন। ফলে তারা ঈমান আনবে না, যতক্ষণ না যন্ত্রণাদায়ক আযাব দেখে'। তিনি বললেন, 'তোমাদের দোয়া কবূল করা হয়েছে। সুতরাং তোমরা দৃঢ় থাক এবং যারা জানে না তাদের পথ অনুসরণ করো না'। (সূরা ইউনুস : ৮৮-৮৯)

মূসা ও হারূনের উপরিউক্ত দোয়া আল্লাহ কবুল করলেন। কিন্তু তার বাস্তবায়ন সঙ্গে সঙ্গে করলেন না। বরং সময় নিলেন নূন্যতম বিশ বছর। এরূপ প্রলম্বিত কর্মপদ্ধতির মাধ্যমে আল্লাহ মাযলূমের ধৈর্য পরীক্ষার সাথে সাথে যালেমেরও পরীক্ষা নিয়ে থাকেন এবং তাদের তাওবা করার ও হেদায়াত প্রাপ্তির সুযোগ দেন। যাতে পরে তাদের জন্য ওযর পেশ করার কোনো সুযোগ না থাকে। যেমন আল্লাহ বলেন-

فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّىٰ إِذَا أَثْخَنتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّىٰ تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ۚ ذَٰلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَٰكِن لِّيَبْلُوَ بَعْضَكُم بِبَعْضٍ ۗ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ •

অর্থাৎ, অতএব তোমরা যখন কাফিরদের সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণ হও, তখন তাদের ঘাড়ে আঘাত কর। পরিশেষে তোমরা যখন তাদেরকে সম্পূর্ণভাবে পর্যুদস্ত করবে তখন তাদেরকে শক্তভাবে বেঁধে নাও। তারপর হয় অনুগ্রহ না হয় মুক্তিপণ আদায়, যতক্ষণ না যুদ্ধ তার বোঝা রেখে দেয়। এটাই বিধান। আর আল্লাহ ইচ্ছা করলে তাদের কাছ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করতে পারতেন, কিন্তু তিনি তোমাদের একজনকে অন্যের দ্বারা পরীক্ষা করতে চান। আর যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়, তিনি কখনো তাদের আমলসমূহ বিনষ্ট করবেন না। (সূরা মুহাম্মদ : ৪)

সর্বশেষ কঠিন পরীক্ষা ও মূসা (আ.) এর দৃঢ়তা

ফেরাউন যখন মূসা (আ.) ও তার অনুসারীদের আর কিছুতেই সহ্য করতে পারলো না, এমনকি সে মূসা (আ.) কে হত্যা করার জন্য মরিয়া হয়ে উঠলো। তখন আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্দেশ এলো- فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُم مُّتَّبَعُونَ •

অর্থাৎ, (আল্লাহ বললেন) 'তাহলে আমার বান্দাদের নিয়ে রাতে বেরিয়ে পড়; নিশ্চয় তোমাদের পশ্চাদ্ধাবন করা হবে'। (সূরা দুখান : ২৩)

www.pathagar.com

وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُم مُّتَّبَعُونَ •

অর্থাৎ, আর আমি মূসার প্রতি এ মর্মে ওহী পাঠিয়েছিলাম যে, 'আমার বান্দাদের নিয়ে রাত্রিকালে যাত্রা শুরু কর, নিশ্চয়ই তোমাদের পিছু নেয়া হবে।' (সূরা শোয়ারা: ৫২)

وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَّا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ •

অর্থাৎ, আর আমি অবশ্যই মূসার কাছে ওহী প্রেরণ করেছিলাম যে, 'আমার বান্দাদেরকে নিয়ে রাতের বেলায় রওনা হও। অতঃপর সজোরে আঘাত করে তাদের জন্য শুকনো রাস্তা বানাও। পেছন থেকে ধরে ফেলার আশঙ্কা করো না এবং ভয়ও করো না'। (সূরা ত্বহা : ৭৭)

আল্লাহর আদেশ শিরোধার্য। হযরত মূসা (আ.) মুসলমানদের ঘরে ঘরে সংগোপনে খবর পাঠিয়ে দিলেন হিজরত করার প্রস্তুতি নিতে। নির্দিষ্ট রাতের নির্দিষ্ট সময় মূসা (আ.) ও তার সাথীরা একত্রিত হলো। তারপর আল্লাহর নবী মূসার নেতৃত্বে দলেবলে তারা এগিয়ে চললেন ফিলিস্তিনের সিনাই ভূ-খণ্ড অভিমুখে। কিন্তু সামনেই লোহিত সাগর। এ সাগর পাড়ি দিয়েই ওপারে যেতে হবে তাদের। এদিকে ফেরাউনও বসে নেই সে তার সৈন্যসামন্ত নিয়ে মূসা ও তার সাথীদের আক্রমণ করার জন্য বেরিয়ে পড়ল।

মূসা (আ.) এর নবুয়তি জীবনে এটি ছিল একটি চূড়ান্ত পরীক্ষা। ইব্রাহিম (আ.) এর অগ্নি পরীক্ষার ন্যায় এটিও ছিল জীবন মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে এক মহাপরীক্ষা। পিছনে ফেরাউনের হিংস্র বাহিনী, সম্মুখে অথৈ সাগর। এই কঠিন সময়ে বনু ইসরাঈলের আতঙ্ক ও হাহাকারের মধ্যে ও মূসা ছিলেন স্থির ও নিষ্কম্প। দৃঢ় হিমাদ্রির ন্যায় তিনি আল্লাহর ওপর বিশ্বাসে অটল থাকেন এবং সাথীদের সান্ত্বনা দিয়ে আল্লাহর রহমত কামনা করেন। এ সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেন-

"তারপর তারা সূর্যোদয়ের প্রাক্কালে তাদের পিছু নিল। অতঃপর যখন উভয় দল পরস্পরকে দেখল, তখন মূসার সাথীরা বলল, অবশ্যই 'আমরা ধরা পড়ে গেলাম!' মূসা বলল, 'কক্ষনো নয়; আমার সাথে আমার রব রয়েছেন। নিশ্চয় অচিরেই তিনি আমাকে পথনির্দেশ দেবেন'। অতঃপর আমি মূসার প্রতি ওহী পাঠালাম, 'তোমার লাঠি দ্বারা সমুদ্রে আঘাত কর।' ফলে তা বিভক্ত হয়ে গেল। তারপর প্রত্যেক ভাগ বিশাল পাহাড় সদৃশ হয়ে গেল। আর আমি অপর দলটিকে সেই জায়গায় নিকটবর্তী করলাম, আর আমি মূসা ও তার সাথে যারা ছিল সকলকে উদ্ধার করলাম, তারপর অপর দলটিকে ডুবিয়ে দিলাম।" (সূরা শোয়ারা : ৬০-৬৬)

www.pathagar.com

আল্লাহর নির্দেশের সাথে সাথে মূসা (আ.) সাগরে লাঠি নিক্ষেপ করলেন। আঘাত লাগতেই সমুদ্রে ঘটে গেলো এক অবাক কাণ্ড। লোকেরা তাদের চোখের সামনে দেখতে পেলো লাঠির আঘাতে সমুদ্রের পানি ফেটে গেছে। পানিগুলো তরঙ্গের মতো দুই পাশে উঁচু হয়ে পাহাড়ের মতো স্থির হয়ে গেল। আর সাগরের মাঝখান দিয়ে তৈরি হয়ে গেছে ঠনঠন শুকনো রাস্তা। আল্লাহর নির্দেশে মূসা ও তার সাথীরা এই রাস্তা দিয়ে নিরাপদে সমুদ্র পার হয়ে গেল। এভাবে আল্লাহ তায়ালা তার রাসূল ও মুমিন বান্দাদের সাহায্য করলেন। অপরদিকে ফেরাউন ও তার বাহিনী যখন সমুদ্র পার হওয়ার জন্য শুকনো সমুদ্রের মাঝপথে গেল। তখন আল্লাহর নির্দেশে সমুদ্রের পানি হঠাৎ করে তার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এলো। আর ফেরাউন ও তার দলবল পানিতে হাবুডুবু খেতে লাগল।

এভাবে আল্লাহ তায়ালা মূসা (আ.) এর ধৈর্য, দৃঢ়তা এবং আল্লাহর ওপর পরিপূর্ণ আস্থার ফলে তাঁকে সকল বিপদ থেকে মুক্ত করলেন এবং অত্যাচারী জালেম ফেরাউন থেকে তাদের রক্ষা করলেন। আর ফেরাউন ও তার দলবলকে উচিত শিক্ষা দিলেন।

হযরত ঈসা (আ.) এর সবর

হযরত ঈসা (আ.) ছিলেন বনু ইসরাঈল বংশের সর্বশেষ নবী ও কিতাবধারী রাসূল। তিনি 'ইনজীল' প্রাপ্ত হয়েছিলেন। তাঁরপর থেকে শেষনবী মুহাম্মাদ (সা.)-এর আবির্ভাব পর্যন্ত আর কোনো নবী আগমন করেননি। এই সময়টাকে فترة الرسل বা 'রাসূল আগমনের বিরতিকাল' বলা হয়। ক্বিয়ামত সংঘটিত হওয়ার নিকটতম কাল পূর্বে হযরত ঈসা (আ.) আল্লাহ্‌র হুকুমে পুনরায় পৃথিবীতে অবতরণ করবেন এবং মুহাম্মাদী শরী'আত অনুসরণে ইমাম মাহদীর নেতৃত্বে সারা পৃথিবীতে শান্তির রাজ্য কায়েম করবেন। তিনি উম্মতে মুহাম্মাদীর সাথে বিশ্ব সংস্কারে ব্রতী হবেন। তাই তাঁর সম্পর্কে সঠিক ও বিস্তৃত ধারণা দেওয়া অত্যন্ত জরুরি বিবেচনা করে আল্লাহ পাক শেষনবী মুহাম্মাদ (সা.)-এর মাধ্যমে বিশ্ববাসীকে জানিয়ে দিয়েছেন। উল্লেখ্য যে, মূসা (আ.)-এর অনুসারী হওয়ার দাবিদার ইহুদিরা তাঁকে নবী বলেই স্বীকার করেনি। অত্যন্ত লজ্জাকরভাবে তারা তাঁকে জনৈক ইউসুফ মিস্ত্রীর জারজ সন্তান বলে আখ্যায়িত করেছে (নাউযুবিল্লাহ)। অন্যদিকে ঈসা (আ.)-এর ভক্ত ও অনুসারী হওয়ার দাবিদার খ্রিস্টানরা বাড়াবাড়ি করে তাঁকে وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ 'আল্লাহ্‌র পুত্র' (তওবাহ : ৩০) বানিয়েছে। ত্রিত্ববাদী খ্রিস্টানরা তাঁকে সরাসরি 'আল্লাহ' সাব্যস্ত করেছে এবং বলেছে যে, إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ তিনি হ'লেন তিন আল্লাহ্‌র একজন (ثالث/ثلثة - মায়েদাহ : ৭৩)। অর্থাৎ, ঈসা,

www.pathagar.com

মারিয়াম ও আল্লাহ প্রত্যেকেই আল্লাহ এবং তারা এটাকে 'বুদ্ধিবহির্ভূত সত্য' বলে ক্ষান্ত হয়। অথচ এরূপ ধারণা পোষণকারীদের আল্লাহ দ্ব্যর্থহীনভাবে 'কাফির' বলে ঘোষণা করেছেন।

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ ۖ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ ۖ إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ ۖ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ • لَّقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ ۘ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ ۚ وَإِن لَّمْ يَنتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ •

অর্থাৎ, অবশ্যই তারা কুফরী করেছে, যারা বলেছে, 'নিশ্চয় আল্লাহ হচ্ছেন মারইয়াম পুত্র মাসীহ'। আর মাসীহ বলেছে, 'হে বনী ইসরাঈল, তোমরা আমার রব ও তোমাদের রব আল্লাহর ইবাদাত কর'। নিশ্চয় যে আল্লাহর সাথে শরীক করে, তার উপর অবশ্যই আল্লাহ জান্নাত হারাম করে দিয়েছেন এবং তার ঠিকানা আগুন। আর যালিমদের কোন সাহায্যকারী নেই। অবশ্যই তারা কুফরী করেছে, যারা বলে, 'নিশ্চয় আল্লাহ তিন জনের তৃতীয়জন'। যদিও এক ইলাহ ছাড়া কোন (সত্য) ইলাহ নেই। আর যদি তারা যা বলছে, তা থেকে বিরত না হয়, তবে অবশ্যই তাদের মধ্য থেকে কাফিরদেরকে যন্ত্রণাদায়ক আযাব স্পর্শ করবে। (সূরা মায়েদাহ : ৭২-৭৩)

যাহোক, সাধারণত সকল নবীই ৪০ বছর বয়সে নবুয়ত লাভ করেছেন। তবে ঈসা (আ.) সম্ভবত তার কিছু পূর্বেই নবুয়ত ও কিতাব প্রাপ্ত হন। কেননা বিভিন্ন রেওয়ায়াত দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, আকাশে তুলে নেয়ার সময় তাঁর বয়স ৩০ থেকে ৩৫-এর মধ্যে ছিল। তিনি যৌবনে আকাশে উত্তোলিত হয়েছিলেন এবং পৌঢ় বয়সে পুনরায় দুনিয়ায় ফিরে এসে মানুষকে তাওহীদের দাওয়াত দিবেন।

ঈসা (আ.) নবুয়ত লাভ করার পর স্বীয় কওমকে প্রধানত নিম্নোক্ত ৭টি বিষয়ে দাওয়াত দিয়ে বলেন-

وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُم مُّصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ ۖ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَٰذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ •

অর্থাৎ, হে বনু ইসরাঈলগণ! আমি তোমাদের নিকটে আগমন করেছি (১) আল্লাহ্‌র রাসূল হিসেবে (২) আমার পূর্ববর্তী তওরাত কিতাবের সত্যায়নকারী

www.pathagar.com

হিসেবে এবং (৩) আমার পরে আগমনকারী রাসূলের সুসংবাদ দানকারী হিসেবে, যার নাম হবে আহমাদ'... (সূরা সফ : ৬)

তিনি বললেন, وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ ۚ هَٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ •

(৪) নিশ্চয়ই আল্লাহ আমার পালনকর্তা এবং তোমাদের পালনকর্তা। অতএব তোমরা তাঁর ইবাদত কর। এটাই সরল পথ'। (সূরা মারিয়াম : ৩৬)

وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُم بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ ۚ وَجِئْتُكُم بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ •

'আমার আনীত এ কিতাব (ইনজীল) পূর্ববর্তী কিতাব তাওরাতকে সত্যায়ন করে এবং এজন্য যে, (৫) আমি তোমাদের জন্য হালাল করে দেব কোনো কোনো বস্তু, যা তোমাদের জন্য হারাম ছিল। আর (৬) আমি তোমাদের নিকটে এসেছি তোমাদের পালনকর্তার নিদর্শনসহ। অতএব (৭) তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর'। (সূরা আলে ইমরান : ৫০)

ঈসা (আ.)-এর মু'জিযাসমূহ দেখে এবং তাঁর মুখনিঃসৃত তাওহীদের বাণী শুনে গরিব শ্রেণির কিছু লোক তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হলেও দুনিয়াদার সমাজ নেতারা তাঁর প্রতি বিরূপ হয়ে ওঠে। কারণ তাওহীদের সাম্য বাণী সমাজের কায়েমী স্বার্থবাদী নেতাদের স্বার্থেই প্রথম আঘাত হেনে থাকে। শয়তান তাদেরকে কুমন্ত্রণা দেয়। ফলে তারা ঈসা (আ.)-এর বিরোধিতায় লিপ্ত হয়।

বিগত নবীগণের ন্যায় বনু ইসরাঈলগণ তাদের বংশের শেষ নবী ঈসা (আ.)-এর বিরুদ্ধে নানাবিধ চক্রান্ত শুরু করে। তারা প্রথমেই ঈসা (আ.)-কে 'জাদুকর' বলে আখ্যায়িত করে। যেমন আল্লাহ বলেন :

إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَالِدَتِكَ إِذْ أَيَّدتُّكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا ۖ وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ ۖ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي ۖ وَتُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي ۖ وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِي ۖ وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنكَ إِذْ جِئْتَهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ • (سورة المائدة : ١١٠)

অর্থাৎ, (হে ঈসা!) 'যখন তুমি তাদের কাছে প্রমাণাদি নিয়ে এসেছিলে। অতঃপর তাদের মধ্যে যারা কাফির তারা বলল, এটা প্রকাশ্য জাদু ব্যতীত কিছুই নয়'। (সূরা মায়েদা : ১১০)

www.pathagar.com

উক্ত অপবাদে ঈসা (আ.) ক্ষান্ত না হয়ে বরং আরও দ্বিগুণ বেগে দ্বীনের দাওয়াত দিয়ে যেতে থাকেন। তখন বিরোধীরা বেছে নেয় নোংরা পথ। তারা তাঁর মায়ের নামে অপবাদ রটাতে শুরু করে। যাতে ঈসা (আ.) অত্যন্ত ব্যথা পেলেও নবুয়তের গুরুদায়িত্ব পালন করতে গিয়ে সবকিছু নীরবে সহ্য করতে থাকেন। ফলে ঈসা (আ.)-এর সমর্থক সংখ্যা যতই বাড়তে থাকে, অবিশ্বাসী সমাজ নেতাদের চক্রান্ত ততই বৃদ্ধি পেতে থাকে। এবার তারা তাঁকে হত্যার ষড়যন্ত্র করল এবং সেজন্য দেশের বাদশাহকে তাঁর বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে দেয়ার ষড়যন্ত্র করল। তারা অনবরত বাদশাহ্‌র কান ভারি করতে থাকে এই মর্মে যে, লোকটি আল্লাহদ্রোহী। সে তাওরাত পরিবর্তন করে সবাইকে বিধর্মী করতে সচেষ্ট। এসব অভিযোগ শুনে অবশেষে বাদশাহ তাঁর বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরোয়ানা জারি করেন। তখন ইহুদিদের এসব ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করার জন্য আল্লাহ স্বীয় কৌশল প্রেরণ করেন এবং ঈসা (আ.)-কে সশরীরে আসমানে উঠিয়ে নেন।

ঈসা (আ.)-কে হত্যার ষড়যন্ত্র ও তাঁর ঊর্ধ্বারোহণ

তৎকালীন রোম সম্রাট সাতিয়ূনুস-এর নির্দেশে (মাযহারী) ঈসা (আ.)-কে গ্রেফতারের জন্য সরকারি বাহিনী ও ইহুদি চক্রান্তকারীরা তাঁর বাড়ি ঘেরাও করে। তারা জনৈক নরাধমকে ঈসা (আ.)-কে হত্যা করার জন্য পাঠায়। কিন্তু ইতঃপূর্বে আল্লাহ ঈসা (আ.)-কে উঠিয়ে নেওয়ায় সে বিফল মনোরথ হয়ে ফিরে যায়। কিন্তু এরই মধ্যে আল্লাহ্‌র হুকুমে তার চেহারা ঈসা (আ.)- এর সদৃশ হয়ে যায়। ফলে ইহুদিরা তাকেই ঈসা ভেবে শূলে বিদ্ধ করে হত্যা করে। ইহুদিরা কেবল সন্দেহের বশবর্তী হয়েই নানা কথা বলে এবং ঈসাকে হত্যা করার মিথ্যা দাবি করে। আল্লাহ তায়ালা বলেন-

وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ ۚ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ ۚ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا • (سورة النساء : ١٥٧)

অর্থাৎ, 'এ বিষয়ে তাদের কোনোই জ্ঞান নেই। তারা কেবলই সন্দেহের মধ্যে পড়ে আছে। এটা নিশ্চিত যে, তারা তাকে হত্যা করতে পারেনি'। (সূরা নিসা : ১৫৭)

বরং তার মতো কাউকে তারা হত্যা করেছিল। উল্লেখ্য যে, ঈসা (আ.) তাঁর ওপরে বিশ্বাসী সে যুগের ও পরবর্তী যুগের সকল খ্রিস্টানের পাপের বোঝা নিজে কাঁধে নিয়ে প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ শূলে বিদ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করেছেন বলে খ্রিস্টানদের দাবি স্রেফ প্রতারণা ও অপপ্রচার বৈ কিছুই নয়।

www.pathagar.com

এভাবে আল্লাহর নবী হযরত ঈসা (আ.) সকল প্রতিকূলতার মাঝে একমাত্র আল্লাহর ওপরই ভরসা করেছিলেন এবং বিপদে পিছু না হটে ধৈর্যধারণ করেছিলেন।[১৫, ১৬]

১. ধৈর্যের অনন্য দৃষ্টান্ত হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

রাসূল (সা.)-এর জীবন বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, তিনি আল্লাহর আনুগত্য ও মানুষের মাঝে আল্লাহর দ্বীন প্রচার কে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়েছেন। আর এই দাওয়াতি ময়দানে এমন অসংখ্য ঘটনা আছে, যেগুলোর মধ্যে রাসূল (সা.)-এর সর্বোচ্চ ত্যাগ এবং ধৈর্যের পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি আল্লাহর নৈকট্য এবং তার থেকে বিনিময় লাভকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিতেন। এ কথা আমরা সবাই জানি, রাসূল (সা.) গোপনীয় দাওয়াতের ক্ষেত্রে সর্বাধিক ধৈর্যধারণ করেন। এমনকি মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত ধৈর্যের সর্বোচ্চ দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। দাওয়াতি ময়দানে রাসূল (সা.)-এর ধৈর্যের দৃষ্টান্ত স্থাপনের অসংখ্য ঘটনা বিদ্যমান।

সাফা পাহাড়ে সত্যের দাওয়াত এবং আবু জাহেলের অত্যাচার সত্ত্বেও ধৈর্যধারণ

আল্লাহ তায়ালা রাসূল (সা.) কে নিকট আত্মীয়দের ইসলামের দাওয়াত দেয়ার জন্য নির্দেশ দেন। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন-

وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ • وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ • فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ • وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ •

অর্থাৎ, "আর তুমি তোমার নিকট আত্মীয়দের সতর্ক কর। আর যে সব ঈমানদার, যারা তোমার অনুকরণ করে, তাদের প্রতি বিনয়ী হও। আর যদি তারা তোমার অবাধ্য হয়, তুমি তাদের বলে দাও, তোমরা যা করো তার দায় হতে আমি মুক্ত।" (সূরা শোয়ারা : ২১৪-২১৬)

মূলত এ আয়াত নাযিলের মাধ্যমেই প্রকাশ্যে ইসলামের দাওয়াত প্রদানের নির্দেশ আসে। প্রকাশ্যে দাওয়াতের নির্দেশ আসার পর রাসূল (সা.) মোটেই বিচলিত হননি, বরং তার বুদ্ধিমত্তা, তার সাহসিকতা, সহনশীলতা, সুন্দর ব্যবহার এবং ইখলাস, আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের ঐকান্তিক আগ্রহ ইত্যাদি অনেক কিছুই তার জীবনীতে ফুটে ওঠে। তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হচ্ছে সাফা পাহাড়ে রাসূল (সা.) প্রকাশ্যে সত্যের আহ্বান-

ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- যখন আল্লাহর বাণী "আর তুমি তোমার নিকট আত্মীয়দের সতর্ক কর।" যখন অবতীর্ণ হলো, তখন রাসূল (সা.)

---

১৫. গালিব, ড. আসাদুল্লাহ, নবী কাহিনী, পৃ: ১৮৬, ২০২।

১৬. নাসিম, আবদুস শহীদ, নবীদের সংগ্রামী জীবন, পৃ: ১০৩-১০৯।

www.pathagar.com

সাফা পাহাড়ের ওপর আরোহণ করে প্রতিটি গোত্রের নাম ধরে ধরে ডাক দিলেন- হে বনী ফাহর! হে বনী আদি! এ রকমভাবে কুরাইশের সম্ভ্রান্ত বংশকে- ডাকতে আরম্ভ করেন। তার ডাক শুনে সমস্ত মানুষ একত্রিত হলো। এমনকি যদি কোনো ব্যক্তি না আসতে পারতো, সে একজন প্রতিনিধিকে পাঠাতো, কি বলে তা শুনার জন্য। আবু জাহেল নিজে এবং কুরাইশরা সবাই উপস্থিত হলো। তারপর তিনি সবাইকে সম্বোধন করে বললেন, 'আমি যদি বলি, এ পাহাড়ের পাদদেশে অস্ত্র সজ্জিত এক বাহিনী তোমাদের ওপর আক্রমণের অপেক্ষায় আছে, তোমরা কি আমাকে বিশ্বাস করবে?' সকলে এক বাক্যে বলল, 'অবশ্যই বিশ্বাস করব।' কারণ, আমরা কখনো তোমাকে মিথ্যা বলতে দেখিনি। তিনি বললেন, আমি তোমাদের সতর্ক করছি ভয়াবহ শাস্তি- আল্লাহর আজাব সম্পর্কে। এ কথা শুনে আবু লাহাব বলল, 'তোমার জন্য ধ্বংস! পুরো দিনটাই তুমি আমাদের নষ্ট করলে। এ জন্যই কি আমাদের একত্রিত করেছ ?' (সহীহ বুখারী : ৪৭৭০)

আবু লাহাবের এমন আচরণে আল্লাহর রাসূল (সা.) তাকে গালি দিলেন না এবং তার বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ করলেন না। বরং ধৈর্যসহকারে তিনি সবকিছু সহ্য করে গেলেন। আল্লাহ তায়ালা তার রাসূলের আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধির জন্য আয়াত নাযিল করলেন-

تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ • مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ •

অর্থাৎ, "ধ্বংস হোক আবু লাহাবের দুই হাত এবং সে নিজেও ধ্বংস হোক। তার ধন সম্পদ এবং তার কোনো উপার্জন কাজে আসে নাই।" (সূরা লাহাব : ১-২)

অন্য এক বর্ণনায় বলা হয়েছে-

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনায় বর্ণিত, রাসূল (সা.) এক এক গোত্রকে আলাদা করে ডাকেন এবং প্রতিটি গোত্রকে বলেন, 'তোমরা নিজেদেরকে জাহান্নামের আগুণ হতে রক্ষা কর।' এবং কলিজার টুকরা ফাতেমা (রা.) কে ডেকে বলেন, 'হে ফাতেমা! তুমি তোমাকে জাহান্নামের আগুণ হতে রক্ষা কর। কারণ, আল্লাহর পাকড়াও হতে তোমাদের রক্ষা করার মত কোনো ক্ষমতা আমি রাখি না। হ্যাঁ, তবে আমার সাথে তোমার রক্তের সম্পর্ক থাকায় আমি তোমাকে আদর-যত্নে সিক্ত করতে পারার আশা রাখি।' (সহীহ বুখারী : ৪৭৭১)

উল্লেখিত হাদীসে দেখতে পাই, রাসূল (সা.)-এর দাওয়াত ছিল সর্বোচ্চ তাবলীগ ও ভীতি প্রদর্শন। এখানে রাসূল (সা.) একটি বিষয় স্পষ্ট করেন যে, কোনো ব্যক্তির নাজাতের উপায় কখনো বংশ মর্যাদা, পিতা-মাতার পরিচয়, আত্মীয়তা কিংবা জাতীয়তা ইত্যাদির মানদন্ডে হতে পারে না বরং এর মানদণ্ড হলো তাওহীদ ও রিসালাতের ওপর বিশ্বাস। এ ঘোষণার পর আরবদের মাঝে বংশ

www.pathagar.com

মর্যাদা এবং আত্মীয়তা ইত্যাদির গৌরব আর অহংকারের যে প্রবণতা ছিল, তা আর অবশিষ্ট রইল না। এবং আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি আনুগত্য ভিন্ন অন্য যে কোনো উপকরণ-আত্মীয়তা, বংশবর্ণ ইত্যাদির ভিত্তিতে যে সব জাতীয়তা গড়ে উঠে তা একে বারে মূল্যহীন। গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান এবং প্রতিকুল প্রেক্ষাপটে ও তার বংশের লোকদের সর্বোচ্চ সতর্ক করলেন তিনি। তাদের ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় নেয়ার আহ্বান জানালেন। আল্লাহর কঠিন আজাব হতে ভয় দেখালেন এবং তাদের মূর্তি পূজা হতে বিরত থাকতে আহ্বান করলেন। [১৭]

যাইহোক, রাসূল (সা.) তার দাওয়াতি জীবনীতে ধৈর্য ও সহনশীলতার যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন, পৃথিবীর ইতিহাসে তা বিরল। আল্লাহর আদেশের আনুগত্য এবং তার প্রতি যে প্রগাঢ় ভালোবাসা তিনি দেখিয়েছেন, তা পৃথিবীর ইতিহাসে চিরদিন স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

কুরাইশের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি বর্গের সাথে রাসূল (সা.)-এর আচরণ

কুরাইশরা যখন দেখতে পেল শুধু নির্যাতন এবং দমননীতি অবলম্বন করে মুসলমানদের থামানো সম্ভব নয় তখন তারা ভিন্ন কৌশল হিসেবে একটি আপোশ প্রস্তাব নিয়ে রাসূল (সা.)-এর দরবারে আসে। তারা মুহাম্মাদ (সা.) কে দুনিয়াবী যে কোনো প্রস্তাবে সম্মত করাতে প্রচেষ্টা চালায়। এদিকে রাসূলের চাচা আবু তালেব, যিনি তাকে দেখাশুনা করেন, বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাকে সাহায্য সহযোগিতা এবং আশ্রয় দিয়ে থাকতেন, তাকেও একটি প্রস্তাব দেয়। দাবি জানায়, তিনি যেন মুহাম্মাদকে বিরত রাখেন এবং দ্বীনের দাওয়াত বন্ধ করে দেন।

কুরাইশ সর্দার এবং নেতারা আবু তালেবের নিকট এসে বলল, 'তুমি আমাদের মধ্যে সম্ভ্রান্ত, বয়স্ক, মর্যাদাবান এবং সম্মানী ব্যক্তি। আমরা অনুরোধ জানিয়ে ছিলাম তুমি তোমার ভাতিজাকে নিষেধ করবে। কিন্তু বাস্তবতা হলো তুমি নিষেধ করোনি। আমরা জানিয়ে দিচ্ছি, আমাদের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেছে। সে আমাদের বাপ-দাদা সম্পর্কে মন্তব্য করে। আমাদের প্রতি অশুভ আচরণ করে। আমাদের উপাস্যগুলোর প্রতি কটূক্তি করে। আমরা আর বিলম্ব করতে পারব না। হয় তুমি তাকে বিরত রাখ অন্যথায় তুমি যুদ্ধের প্রস্তুতি নাও। এতে হয় তোমরা ধ্বংস হবে অথবা আমরা ধ্বংস হব।' আবু তালেব তাদের হুমকি এবং সময় বেঁধে দেয়াকে বিশেষ গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করেন এবং তা আমলে নেয়ার জন্য চেষ্টা করেন। তিনি তার স্বজাতি হতে বিচ্ছিন্ন হওয়ার আশঙ্কা করলেন। আর এই মুহূর্তে স্বজাতি হতে বিচ্ছিন্ন হওয়া এবং তাদের সাথে

১৭. আল্লামা ছফিউর রহমান মোবারকপুরী, আর রাহীকুল মাখতূম, পৃ : ৯৩-৯৫।

www.pathagar.com

বিরোধে জড়িয়ে পড়ার মতো অনুকূল পরিবেশ তার ছিল না। তাই তিনি একটি অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতির সম্মুখীন হন এবং উভয় সংকটে জড়িয়ে পড়েন। একদিকে ইসলাম গ্রহণকে সহজে মেনে নিতে পারছেন না, অন্য দিকে তার ভাতিজার অপমান এবং তার ওপর কোনো প্রকার অন্যায় অবিচারকে সহ্য করতে পারছিলেন না।

নিরুপায় হয়ে মুহাম্মাদ (সা.) কে ডেকে পাঠালেন এবং বললেন, 'হে ভাতিজা! নিজ বংশের লোকেরা আমার নিকট এসে এ ধরনের কথা বার্তা বলেছে। এ বলে তিনি তাদের কথার বিবরণ শোনালেন রাসূল (সা.) কে । তারপর আবু তালেব রাসূল (সা.) কে বললেন, 'তোমার সাধ্যের বাইরে কোনো কাজ করা দরকর নাই। এমন কোনো কাজের দায়িত্ব নিতে যাবে না, আমি যার সমাধান করতে পারব না। সুতরাং আমার পরামর্শ হলো, তোমার স্বজাতি যে সব কাজ অপছন্দ করে তুমি সে সব কাজ হতে বিরত থাক।'

রাসূল (সা.) তার চাচার কথায় একটুও কর্ণপাত করলেন না। তিনি আল্লাহর দিকে দাওয়াত এবং তাওহীদের দাওয়াত অব্যাহত রাখলেন। আল্লাহর দিকে আহ্বান করতে গিয়ে কারো কোনো কথায় গুরুত্ব দিতে তিনি সম্পূর্ণ নারাজ। কারণ, তিনি জানেন তিনি হকের ওপর প্রতিষ্ঠিত। তিনি বিশ্বাস করেন, তার এ দ্বীনকে আল্লাহই সাহায্য করবেন। তার এ দাওয়াত আল্লাহ তায়ালা একটি পর্যায়ে অবশ্যই পৌঁছাবেন। কিছু দিন যেতে না যেতে আবু তালেব দেখতে পেল মুহাম্মাদ (সা.) তার নীতি আদর্শের ওপর অটল, অবিচল এবং কুরাইশদের দাবি অনুসারে তাওহীদের দাওয়াত তিনি কখনো ছাড়বেন না। তখন আবু তালেব রাসূল (সা.) কে বললেন,

'আমি কসম করে বলছি, তারা তোমার নিকট একত্রিত হয়ে আসতে পারবে না, যতদিন না আমি মাটিতে প্রোথিত হবো এবং মাটিকে বালিশ বানাবো। তুমি নির্ভয়ে তোমার কাজ চালিয়ে যাও আর সুসংবাদ গ্রহণ কর। আর এ সুসংবাদ দ্বারা তোমার চোখকে শীতল কর।' [১৮]

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে স্পষ্টভাবে প্রতিয়মাণ হচ্ছে যে, রাসূল (সা.) আল্লাহর দ্বীনকে দুনিয়াতে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য শুধুমাত্র বুদ্ধিমত্তা, প্রজ্ঞা ও মেধারই পরিচয় দেননি বরং তার অবিচল নীতি কাফিরদের সকল ষড়যন্ত্রকে ধূলিসাৎ করে দিয়েছিল। যা চিরদিন আমাদের জন্য অনুকরণীয় আদর্শ হয়ে থাকবে।

---

১৮. ইবনে হিশাম, সীরাতে ইবনে হিশাম, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৭৮।

www.pathagar.com

উতবা বিন রবিয়ার ঘটনা :

হামজা বিন আব্দুল মুত্তালিব (রা.) এবং উমার বিন্ খাত্তাব (রা.) এ দুজনের ইসলাম গ্রহণের পর মুশরিকদের আনন্দঘন আকাশে ফাটল ধরলো। তাদের দুশ্চিন্তার আর অন্ত রইলো না। এ ছাড়াও মুসলমানদের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাওয়া, প্রকাশ্যে ইসলামের ঘোষণা, ইসলামের বড় বড় দুশমনদের বিরোধিতা এবং তাদের জুলুম নির্যাতনের কোনো পরোয়া না করা ইত্যাদি বিষয় তাদের ঘুমকে হারাম করে দিল। তাদের মনের আশঙ্কা, ভয়ভীতি এবং দুশ্চিন্তা আরো বৃদ্ধি পেল। তারপর তারা উতবা বিন রাবিয়াকে কয়েকটি প্রস্তাব দিয়ে মুহাম্মাদ (সা.)-এর নিকট পাঠালো। তাদের ধারণা এর কোনো একটি প্রস্তাবে তাকে রাজি করানো যেতে পারে।

তাদের প্রস্তাব নিয়ে উতবা রাসূল (সা.)-এর নিকট এসে বলল, 'হে আমার ভাতিজা! তুমি জান, তুমি আমাদের নিকট একজন উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তিত্বের অধিকারী। তোমার বংশ মর্যাদা আরবের সমগ্র মানুষের চাইতে বেশি। কিন্তু তুমি তোমার স্বজাতির নিকট এমন একটি বিষয় নিয়ে উপস্থিত হয়েছো, যা আমরা কোনোভাবেই মেনে নিতে পারছি না। কারণ, তুমি আমাদের ঐক্য বিনষ্ট করছো। আমাদের স্বপ্নকে ধূলিসাৎ করে দিচ্ছো এবং আমাদের উপাস্যগুলোকে কটাক্ষ করছো। আর আমাদের বাপ-দাদাদের হাজার বছরের লালিত ঐতিহ্যে আঘাত হানছো। সুতরাং তোমাকে কয়েকটি প্রস্তাব দিচ্ছি। মনোযোগ দিয়ে শুন। আশা করি যে কোনো একটি প্রস্তাবে তুমি সম্মতি জ্ঞাপন করবে। রাসূল (সা.) বিনীতভাবে বললেন,'হে আবুল ওয়ালিদ! আপনার প্রস্তাবগুলো তুলে ধরুন! তারপর সে বলল,'যদি তোমার এ মিশনের উদ্দেশ্য টাকা-পয়সা, অর্থ-প্রাচুর্য হয়ে থাকে, তাহলে তোমাকে আমরা এত পরিমাণ ধন-সম্পদের মালিক বানাব, তাতে তুমি মক্কার মধ্যে সবার চেয়ে বেশি সম্পদশালী হবে। আর যদি তুমি নেতৃত্ব চাও, তোমাকে যাবতীয় সব কিছুর নেতা বানিয়ে দেব, তোমাকে ছাড়া একটি পাতাও তার জায়গা হতে সরবে না। আর যদি রাজত্ব চাও, তাহলে তোমাকে পুরো রাজত্ব দিয়ে দেব। আর যদি এমন হয় যে, তুমি যে সব কথা বলছ, তা কোনো মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে যাওয়ার কারণে হয়েছে; কারণ, অনেক সময় এমন হয়, তোমার মাথা হতে বিষয়টি কোনো ভাবে নামানো যাচ্ছে না। তাহলে আমরা তোমাকে উচ্চ চিকিৎসার জন্য যত অর্থের প্রয়োজন, তার সবই জোগান দেব। হতে পারে অনেক সময় মানুষের জ্ঞান বুদ্ধি কোনো খেয়াল বা কল্পনার কারণে লোপ পায়। রাসূল (সা.) খুব মনোযোগ দিয়ে উতবার কথা শুনতে লাগলেন। তারপর যখন কথা শেষ হলো।

www.pathagar.com

রাসূল (সা.) বললেন, 'তোমার কথা শেষ হয়েছে হে আবুল ওয়ালিদ?' বলল, 'হ্যাঁ।' তাহলে এবার আমার থেকে শোনো! তারপর সে বলল, 'আচ্ছা বল।' রাসূল (সা.) তাকে এ আয়াতগুলো তিলাওয়াত করে শোনালেন-

حم • تَنزِيلٌ مِّنَ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ • كِتَابٌ فُصِّلَتْ آيَاتُهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ • بَشِيرًا وَنَذِيرًا فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ • وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَاعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ •

অর্থাৎ, "হা-মীম। রাহমান রাহিমের পক্ষ হতে অবতীর্ণ। এটা এমন একটি কিতাব, যাতে তাঁর নিদর্শনসমূহের ব্যাখ্যা দেয়া হয়ে থাকে। কুরআন এমন জাতির জন্য যারা জানে। যা সুসংবাদদাতা এবং সতর্ককারী। কিন্তু অধিকাংশ লোক মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। সুতরাং তারা শুনবে না। আর তারা বলে, তুমি যে দিকে আহ্বান করো সে বিষয়ে আমাদের অন্তর আচ্ছাদিত আর আমাদের কানে ছিপি লাগানো এবং তোমার মাঝে আর আমার মাঝে রয়েছে পর্দা। সুতরাং তুমি তোমার কাজ কর আর আমরা আমাদের কাজ করি। (সূরা আস্-সাজদাহ : ১-৪)

"রাসূল (সা.) আয়াতগুলো পড়তে থাকেন। উতবা যখন কুরআনের আয়াত শুনতে পেলো তখন সে কান খাড়া করে দিলো। এবং তার দু হাত ঘাড়ের ওপর রেখে হেলান দিয়ে কুরআন শুনতে আরম্ভ করলো। রাসূল (সা.) যখন সাজদার আয়াত পর্যন্ত পৌঁছলেন তিনি সাজদা করলেন উতবাও তার সাথে সাজদা করল। তারপর তিনি বললেন, 'হে আবুল ওয়ালিদ! 'তুমি আমার কথা শুনেছো, তুমি এখন ফিরে যেতে পার।' অপর এক বর্ণনায় এসেছে, রাসূল (সা.) কুরআন পড়তে পড়তে যখন এ আয়াত পর্যন্ত পৌঁছলেন فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِّثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ অর্থাৎ, "যদি তারা বিমুখ হয়, তুমি তাদের বল আমি তোমাদের ভয়ংকর শাস্তির ভয় দেখাচ্ছি যে ভয়ংকর শাস্তি সামুদ এবং আদ জাতির অনুরূপ।" তখন উতবা বিচলিত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল এবং সে তার হাতকে রাসূল (সা.)-এর মুখে রেখে বলল, 'আমি আল্লাহর কসম দিচ্ছি এবং আত্মীয়তার কসম দিচ্ছি, তুমি এ দাওয়াত হতে বিরত থাক।' এ কথা বলে সে দৌঁড়ে তার নিজ গোত্রের নিকট চলে গেল। এমনভাবে দৌঁড় দিল, যেন বিদ্যুৎ তার মাথার ওপর পড়ছিলো। গিয়ে কুরাইশদের পরামর্শ দিল, তারা যেন রাসূল

www.pathagar.com

(সা.)-এর বিষয় নিয়ে মাথা না ঘামায় এবং তাকে তার আপন অবস্থায় কাজ করতে ছেড়ে দেয়। সে বার বার তাদের বুঝানোর জন্য চেষ্টা চালায়।[১৯]

রাসূল (সা.) তাকে শুনানোর জন্য এ আয়াতকে নির্বাচন করেন। কারণ, তিনি যাতে উতবাকে বুঝাতে সক্ষম হন, রিসালাত এবং রাসূল (সা.)-এর হাকীকত কী হতে পারে। আর মুহাম্মাদ (সা.) মানুষের জন্য এমন এক কিতাব নিয়ে এসেছেন, যা দ্বারা তিনি তাদের পথভ্রষ্টতা হতে বের করে সৎপথে পরিচালনা করেন। তাদের তিনি অন্ধকার হতে বের করে আলোর পথ দেখান। তাদের তিনি জাহান্নাম হতে বাঁচান এবং জান্নাতের সন্ধান দেন। আর তিনি নিজেই সকলের পূর্বে এর ধারক বাহক। তাই এ দ্বীনের পরিপূর্ণ বিশ্বাস সর্বপ্রথম তাকেই করতে হবে এবং সর্বপ্রথম তাকেই তার বিধান সম্পর্কে জানতে হবে।

আল্লাহ যখন সমগ্র মানুষকে কোনো নির্দেশ দেন, তা মানার বিষয়ে সর্বপ্রথম মুহাম্মাদ (সা.) নিজেই সর্বাধিক বিবেচ্য ব্যক্তি। তিনি কোনো রাজত্ব চান না এবং কোনো টাকা-পয়সা চান না এবং কোনো ইজ্জত-সম্মান চান না। আল্লাহ তায়ালা তাকে সব কিছুর সুযোগ দেন এবং তিনি তা হতে নিজেকে বিরত রাখেন। ক্ষণস্থায়ী জীবনের মালামালের প্রতি লোভ-লালসা বলতে কিছুই তার ছিল না । কারণ, তিনি তার দাওয়াতে সত্যবাদী আর আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভে ঐকান্তিক।

তার এ অবস্থান, তাকে আল্লাহর পক্ষ হতে যে প্রজ্ঞা ও পরম ধৈর্য দেয়া হয়েছে, তার উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। তিনি তার দাওয়াত এবং মিশনকে সামনে এগিয়ে নিতে বদ্ধপরিকর ছিলেন। কোনো ধন-সম্পদ, অর্থ-প্রাচুর্য, নারি, বাড়ি, গাড়ী এবং রাজত্ব কোনো কিছুকেই তার বিনিময় প্রাধান্য দেননি এবং স্থান কাল পাত্র ভেদে এমন কথা পেশ করলেন, যা তখনকার সময়ের জন্য খুবই প্রয়োজন ছিল। মনে রাখতে হবে একেই বলে হিকমত এবং সর্বোত্তম আদর্শ।

আবু জাহেলের সাথে রাসূল (সা.)-এর আচরণ

কাফিররা সকলে মিলে সিদ্ধান্ত নিল তারা রাসূল (সা.) কে কষ্ট দেয়াসহ ইসলামে প্রবেশকারী মুসলমানদের ওপর নির্যাতনের সাথে সাথে ইসলামের জাগরণকে ঠেকাতে সব ধরনের কলাকৌশল এবং অপপ্রচার চালিয়ে যাবে। তারা নবী (সা.) কে বিভিন্নভাবে অপবাদ দিতে লাগল, তারা তাকে পাগল, যাদুকর, গণক, মিথ্যুক ইত্যাদি বলে গালি গালাজ করতে আরম্ভ করে। কিন্তু রাসূল (সা.) ছিলেন অটল অবিচল। তাদের কথায় কোনো প্রকার কর্ণপাত করেননি। আল্লাহর রহমত এবং আল্লাহর দ্বীনকে বিজয়ী করার আশায় সর্বাত্মক চেষ্টা অব্যাহত রাখেন। রাসূল (সা.) মুশরিকদের পক্ষ হতে এমন কষ্টের সম্মুখীন হন যে, কোনো

১৯. কাসীর, হাফেজ ইমামুদ্দিন ইবনে, তাফসীরে ইবনে কাসীর, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৬১।

www.pathagar.com

ঈমানদার এত কষ্টের সম্মুখীন হননি। আবু জাহেল তার মাথাকে ধুলায় মিশিয়ে দিতে এবং তাকে দুনিয়া থেকে চির বিদায় দিতে চেয়েছিল। কিন্তু আল্লাহ তাকে হিফাযত করেন এবং আবু জাহেলের ষড়যন্ত্রকে তারই বিপক্ষে প্রয়োগ করেন।

আবু হুরাইরা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবু জাহেল তার সাথীদের জিজ্ঞাসা করল, 'মুহাম্মাদ কি তোমাদের সম্মুখে চেহারা মাটিতে মেশায়?' বলা হল, 'অবশ্যই, 'সে আমাদের সম্মুখে মাথা মাটিতে ঝুঁকায়।' এ কথা শোনে সে বলল, 'লাত এবং উযযার কসম করে বলছি, আমি যদি তাকে মাটিতে মাথা ঝোঁকানো অবস্থায় দেখতে পাই, তার গর্দানকে পদপিষ্ট করব অথবা তার চেহারাকে ধুলা-বালিতে মিশিয়ে দেব।' তারপর একবার রাসূল (সা.) সালাত আদায় করতে ছিলেন। দেখতে পেয়ে আবু জাহেল তার গর্দান পদপিষ্ট করার জন্য তার দিকে অগ্রসর হলো। যখন রাসূল (সা.)-এর নিকটে এলো, হঠাৎ সে পিছু হটতে আরম্ভ করল এবং দু-হাত দিয়ে নিজেকে আত্মরক্ষা করতে আরম্ভ করল। তাকে জিজ্ঞাসা করা হলো, 'তোমার কি হয়েছে, তুমি এমন করছো কেন?' তখন সে উত্তর দিল, 'আমি আমার এবং তার মাঝে আগুনের একটি পরিখা দেখতে পাই এবং তাতে অসংখ্য ডানা দেখতে পাই।' রাসূল (সা.) বলেন, 'যদি সে আমার কাছে আসতো, তাহলে ফেরেশতারা তাকে টুকরা টুকরা করে ফেলতো। তারপর এ ঘটনার ইঙ্গিত দিয়ে আল্লাহ তায়ালা আয়াত নাযিল করেন- كلا إن الإنسان ليطغى। থেকে সূরা আলাকের শেষ পর্যন্ত। (সহীহ মুসলিম : ২৭৯৭)

আল্লাহ তায়ালা রাসূল (সা.) কে ঐ দুর্বৃত্ত এবং অন্যান্য দুর্বৃত্তের হাত হতে রক্ষা করেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) সকল প্রকার কষ্ট, জুলুম নির্যাতন আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে নীরবে সয়ে যান এবং তার জান, মাল ও সময় আল্লাহর রাস্তায় উৎসর্গ করেন।[২০]

রাসূলের পিঠে উটের ভুঁড়ি রাখা

এ প্রসঙ্গে আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রা.) বর্ণনা করেন, একদিন রাসূল (সা.) বাইতুল্লাহর পাশে নামাজ আদায় করতে ছিলেন। আবু জাহেল এবং তার সঙ্গীরা একসাথে বসা ছিল। বিগত দিন একটি উট জবেহ করা হয়েছিল। আবু জাহেল বলল, 'কে উটের ভুঁড়িটি নিয়ে আসবে এবং মুহাম্মাদ যখন সাজদা করবে তার পিঠের ওপর রেখে দেবে।' তারপর তার দলের মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট যে ব্যক্তি, সে উষ্ট্রের ভুঁড়িটি নিয়ে আসল এবং রাসূল (সা.) সাজদা করলে তার দুই কাঁধের ওপর রেখে তারা হাসাহাসি করতে আরম্ভ করে। তারা হাসতে হাসতে একে

২০. গাযালী, মুহাম্মদ, ফিকহুস সীরাহ, পৃ: ১০৬।

www.pathagar.com

অপরের গায়ে ঢলে পড়লো। আমি পুরো বিষয়টি দেখতে পেলাম, যদি কোনো ক্ষমতা থাকতো তা হলে আমি রাসূল (সা.)-এর পৃষ্ঠ হতে তা সরিয়ে নিতাম! রাসূল (সা.) সাজদায় পড়ে রইলেন। কোনো ভাবে মাথা উঠাতে পারছিলেন না। এক লোক রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় এ দৃশ্য দেখে ফাতেমা (রা.) কে সংবাদ দেন। তিনি এই খবর শোনামাত্র দৌড়ে আসলেন এবং রাসূল (সা.)-এর মাথা থেকে উটের ভুঁড়ি নামালেন। তারপর তাদের গালি গালাজ করতে লাগলেন। নামাজ শেষে রাসূল (সা.) উচ্চ আওয়াজে তাদের জন্য বদ দোয়া করতে আরম্ভ করেন। আর তার অভ্যাস ছিল, যখন দোয়া করতেন, তিন বার দোয়া করতেন। আবার যদি কোনো কিছু চাইতেন, তিন বার চাইতেন। রাসূল বললেন, 'হে আল্লাহ! তুমি কুরাইশদের শাস্তি দাও।' তিনবার বলেন। যখন তারা রাসূল এর বদ্‌দোয়া আওয়াজ শুনতে পেল, তাদের হাসি বন্ধ হয়ে গেল। এবং তারা তার বদদোয়াকে ভয় করতে আরম্ভ করে। তারপর রাসূল (সা.) তাদের নাম ধরে ধরে বদদোয়া করে বললেন, 'হে আল্লাহ তুমি আবু জাহল ইবনে হিশামকে ধ্বংস কর, উতবা বিন রাবিয়াকে ধ্বংস কর, শাইবা বিন রাবিয়া, ওয়ালিদ বিন উতবা, উমাইয়া বিন খালফ, উকবা বিন আবি মুয়িতকে ধ্বংস কর।' এভাবে তিনি সাত জন ব্যক্তির নাম উল্লেখ করেন আমি সপ্তম ব্যক্তির নাম ভুলে যাই। আল্লাহর কসম করে বলছি, যিনি রাসূল (সা.) কে সত্যের পয়গাম নিয়ে দুনিয়াতে প্রেরণ করেন, তিনি যাদের নাম নেন, তাদের সবাইকে বদর যুদ্ধের দিন অধঃমুখে হয়ে পড়ে থাকতে দেখি। তারপর তাদের বদর গর্তে নিক্ষেপ করা হলো। (সহীহ মুসলিম : ১৭৯৪)

উকবা বিন আবি মুয়াইতের ঘটনা

মুশরিকরা রাসূল (সা.) এর সাথে সবচেয়ে কঠিন যে আচরণ করে তার বর্ণনা এসেছে, সহীহ আল-বুখারীতে, উরওয়াহ বিন যুবায়ের হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ বিন আমর ইবনুল আসকে বলি, মুশরিকরা রাসূল (সা.) এর সাথে সবচেয়ে খারাপ যে আচরণ করেছে আপনি আমাকে তার বিবরণ দিন। তিনি বলেন, 'একদিন রাসূল (সা.) বাইতুল্লাহর পাশে নামাজ আদায় করতে ছিলেন এ অবস্থায় উকবা বিন আবি মুয়াইত এসে রাসূলের গলা চেপে ধরে এবং তার শরীরের কাপড়কে তার গলায় পেঁছিয়ে দেয়, তারপর সে খুব জোরে গলা চাপা দিলো, আবু বকর (রা.) এসে তার গলাও চেপে ধরলেন এবং রাসূল (সা.) থেকে তাকে দূরে সরিয়ে দিলেন এবং বললেন, 'তোমরা এমন এক ব্যক্তিকে হত্যা করবে যে বলে, আমার প্রতিপালক আল্লাহ! এবং তিনি তোমাদের নিকট তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে প্রমাণসমূহ নিয়ে এসেছেন?' (সহীহ বুখারী : ৪৮১৫)

রাসূল (সা.) এবং তার সাহাবীদের ওপর মুশরিকদের নির্যাতনের আর কোনো অন্ত রইল না। তাদের নির্যাতনে অতিষ্ঠ হয়ে রাসূল (সা.) এর নিকট এসে

www.pathagar.com

অনেকেই সাহায্য চাইলেন এবং আল্লাহর কাছে দোয়া প্রার্থনা করতে এবং তাঁর সাহায্য কামনা করতে বলেন। তবে রাসূল (সা.) আল্লাহর সাহায্য লাভে প্রত্যয়ী ছিলেন এবং আল্লাহর মদদ তার পক্ষেই হবে এ বিশ্বাস তার পুরোপুরি ছিল। কারণ, তিনি জানতেন শেষ শুভপরিণতি একমাত্র মুত্তাকীদের পক্ষেই হয়ে থাকে এবং তারাই পরিশেষে সফলকাম হয়।

"খাব্বাব ইবনুল আরত (রা.) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, 'রাসূল (সা.) একটি চাদরকে বালিশ বানিয়ে কাবা শরীফের ছায়ায় শুয়ে আছেন এ অবস্থায় তার নিকট গিয়ে অভিযোগের স্বরে আমরা বললাম, 'মুশরিকদের নির্যাতনে আমরা অসহায় হয়ে পড়ছি, আপনি কি আমাদের জন্য বিজয় প্রার্থনা করবেন না? আমাদের জন্য দোয়া করবেন না?' উত্তরে তিনি বলেন, 'তোমাদের পূর্বের লোকদের নির্যাতনের অবস্থা ছিল : তাদের কোনো এক লোককে ধরে আনা হতো এবং মাটিতে তার জন্য কূপ খনন করে তাকে এ কূপে নিক্ষেপ করে হত্যা করা হতো। অথবা একটি কাঠ কাটার করাত দিয়ে মাথার ওপর হতে নিচ পর্যন্ত কেটে দুই টুকরা করা হতো এবং তাদের শরীরকে লোহার চিরুনি দ্বারা চিরানো করা হতো। শরীরের হাড় ও রগ হতে গোশ্তকে আলাদা করে ফেলতো, তারপরও তাদের আল্লাহর ধর্ম থেকে বিন্দু পরিমাণও দূরে সরানো যেত না । আল্লাহর কসম করে বলছি, আল্লাহ তার দ্বীনকে পরিপূর্ণতা দান করবেন। ফলে এমন একটি সময় আসবে যখন একজন লোক 'সানাআ' হতে 'হাদ্রামাউত' পর্যন্ত এমন নিরাপদে ভ্রমণ করবে যে, সে একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে ভয় করবে না। ছাগলের জন্য বাঘকে হুমকি মনে করবে না। কিন্তু তোমরা অতি তাড়াতাড়ি চাচ্ছো।" (সহীহ বুখারী : ৩৬১৬)

মোট কথা, মুসলমানদের এবং বিশেষ করে রাসূল (সা.)-এর ওপর তারা বিরামহীন নির্যাতন চালাতো এবং তাদের সর্ব প্রকার কষ্ট, যন্ত্রণা, মুসলমানদেরকে সহ্য করতে হতো। কারণ, তাদের একমাত্র অপরাধ, তারা আল্লাহর দ্বীনকে মনে প্রাণে গ্রহণ করে নিয়েছে। আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাস স্থাপন করেছে। হক ও সত্যের ওপর অটল ও অবিচল থেকেছে। জাহেলিয়্যাতকে প্রত্যাখ্যান করেছে। তাদের কুসংস্কার এবং প্রতিমা পূজাকে বর্জন করেছে। এ ছাড়া তাদের আর কী অপরাধ ছিল?

আবু লাহাবের স্ত্রীর ঘটনা

রাসূল (সা.) মুশরিকদের পক্ষ হতে কঠিন নির্যাতনের সম্মুখীন হন। এমনকি তাকে এবং তার আনীত দ্বীনকে অপমান করার উদ্দেশ্যে তার নামের মধ্যে পর্যন্ত বিকৃতি আনতে কোনো প্রকার কুণ্ঠা বোধ করেনি। তাদের শত্রুতা এবং

www.pathagar.com

বিরোধিতা ধর্মীয় পর্যায়ে সীমাবদ্ধ না রেখে তা তার ব্যক্তি পর্যায়েও নিয়ে আসে। কুরাইশরা রাসূলের প্রতি তাদের অযৌক্তিক দুশমনী ও বাড়াবাড়িতে সীমা ছড়িয়ে যায়। যে নাম দ্বারা তার প্রশংসা বুঝায় তা পরিবর্তন করে, তার জন্য একটি বিপরীত নাম রাখে। যার অর্থ প্রকৃত নামের সম্পূর্ণ বিপরীত। তারা 'মুজাম্মাম' বলে তার নামকরণ করে। আর যখন তার নাম আলোচনা করত, বলত : 'মুজাম্মাম এ কাজ করেছে এবং মুজাম্মাম এখানে এসেছে।' অথচ রাসূল (সা.) এর প্রসিদ্ধ নাম হলো মুহাম্মাদ। মুজাম্মাম বলে কোনো নাম তার নেই। কিন্তু তার পরিণতিতে দেখা গেল, যে উদ্দেশ্যে এসব অপকর্মের আশ্রয় নিল, তা তাদের জন্য হিতে বিপরীত আকার ধারণ করল।

রাসূল (সা.) বলেন, 'এতে তোমরা আশ্চর্যবোধ কর না যে, আল্লাহ কীভাবে আমার থেকে কুরাইশদের গালি ফিরিয়ে নেন এবং তাদের অভিশাপ দেন। তারা মুজাম্মামকে গালি দিত এবং মুজাম্মামকে অভিশাপ করতো আর আমি তো মুজাম্মাম নই, আমি মুহাম্মাদ।' রাসূল (সা.)-এর পাঁচটি নাম ছিল তার একটি নামও মুজাম্মাম ছিল না। আবু লাহাবের স্ত্রী উম্মে জামিল তার সম্পর্কে এবং তার স্বামী সম্পর্কে কুরআনে অবতীর্ণ চিরন্তন বাণীর কথা শুনে, রাসূল (সা.) এর নিকট আসল, রাসূল তখন কাবা গৃহের পাশে বসা ছিলেন। তার সাথে ছিল আবু বকর (রা.)। আর আবু লাহাবের স্ত্রীর হাতে এক মুষ্টি পাথর ছিল। সে যখন তাদের নিকটে এসে পৌঁছলো আল্লাহ তার দৃষ্টি শক্তি কেড়ে নিলেন। সে রাসূল (সা.) কে আর দেখতে পেল না। শুধুমাত্র আবু বকরকে দেখতে পেল। তার ওপর চড়াও হয়ে বলল, 'হে আবু বকর তোমার সাথী কোথায়? শুনতে পেলাম সে আমার দুর্নাম করে, শপথ করে বলছি, যদি তাকে পেতাম, আমি তার মুখে এ পাথরগুলো ছুড়ে মারতাম।' মনে রেখো, আমি একজন কবি এবং তার বদনাম করতে আমিও কার্পণ্য করব না।[২১]

তারপর সে এ কাব্যাংশ আবৃতি করে 'আমি মুজাম্মামের নাফরমানি করি, তার নির্দেশের অমান্য করি এবং তার দ্বীনকে ঘৃণা করি।'

মুশরিকরা রাসূল এবং তার অনুসারীদের কষ্ট দেয়া অব্যাহত রাখল এবং মুসলমানদের সংখ্যা যত বৃদ্ধি পেতে লাগল তাদের নির্যাতনের মাত্রা এবং মুসলমানদের প্রতি তাদের হিংসা বিদ্বেষ তত প্রকট আকার ধারণ করল। তারা তাদের প্রতি বিভিন্ন ধরনের কটূক্তি এবং বদনাম রটাতে অপচেষ্টা চালাত। তারপর রাসূল (সা.) যখন মুসলমানদের দুরবস্থা দেখতে পান এবং তিনি নিজেই

২১. হিসাম, ইবনে, সীরাতে ইবনে হিশাম, ১ম খণ্ড, পৃ: ৩৭৮।

www.pathagar.com

একমাত্র আল্লাহর হিফাজতে বেঁচে আছেন এবং চাচা আবু তালেব তাকে সহযোগিতা করলেও সে মুসলমানদের কোনো উপকার করতে পারছে না তাদের ওপর যে ধরনের নির্যাতন চলছে তা সে কোনোভাবেই ঠেকাতে পারে না। এভাবে মুসলমানদের দিনকাল অতিবাহিত হচ্ছিল, এরই মধ্যে অনেকে মারা যেত আবার কেউ কেউ অন্ধ হয়ে যেত আবার কেউ অর্ধাঙ্গ আবার কেউ বিকলাঙ্গ হয়ে যেত। বাধ্য হয়ে রাসূল (সা.) তার সাথীদের আবিসিনিয়ায় (ইথিওপিয়া) হিজরত করার অনুমতি দেন। ফলে উসমান বিন আফ্ফানের নেতৃত্বে বার জন পুরুষ এবং চার জন মহিলা আবিসিনিয়ায় হিজরত করেন। তারা সাগর তীরে পৌঁছলে আল্লাহ তাদের জন্য দুটি নৌকার ব্যবস্থা করেন। তার দ্বারা তারা তাদের গন্তব্য আবিসিনিয়ায় পৌঁছতে সক্ষম হন।

তখন নবুয়তের পঞ্চম বছরের রজব মাস। এদিকে কুরাইশরা তাদের সন্ধানে ঘর থেকে বের হলো এবং সাগরের তীর পর্যন্ত গিয়ে উপস্থিত হলো। কিন্তু তাদেরই দুর্ভাগ্য সেখানে গিয়ে তারা কাউকে পায়নি। তারপর তারা সেখান থেকে ক্রুদ্ধ হয়ে মক্কায় ফিরে আসে। পরবর্তীতে আবিসিনিয়ায় একটি মিথ্যা সংবাদ পৌঁছলো যে, কুরাইশরা রাসূল (সা.) কে কষ্ট দেয়া বন্ধ করে দিয়েছে এবং তাদের অনেকেই মুসলমান হয়ে গেছে। তাই তারা পুনরায় মক্কায় ফিরে আসেন। কিন্তু তারা মক্কায় ফিরে এসে যখন জানতে পারেন এ খবরটা ছিল মিথ্যা অপপ্রচার এবং এও জানতে পারেন, মুশরিকরা পূর্বের যে কোনো সময়ের তুলনায় এখন মুসলমানদের আরো বেশি কষ্ট দেয়। তাই তাদের কেউ কেউ অন্যের আশ্রয় নিয়ে মক্কায় প্রবেশ করেন আবার কেউ গোপনে মক্কায় প্রবেশ করেন। আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রা.) আশ্রয় প্রার্থনা করে মক্কায় প্রবেশ করেন। এ ঘটনার পর হতে মুসলমানদের ওপর নির্যাতন আরো বেড়ে যায় এবং আরো কঠিন অত্যাচারের সম্মুখীন হন ।

তাদের জুলুম নির্যাতনে অতিষ্ঠ হয়ে রাসূল (সা.) দ্বিতীয়বার তাদের আবিসিনিয়ায় হিজরত করার অনুমতি দেন। দ্বিতীয়বার যারা হিজরত করেন তাদের সংখ্যা হলো আশি জন। তাদের মধ্যে ছিলেন আম্মার বিন ইয়াসার এবং নয়জন মহিলা। তারা সে দেশে নাজ্জাশী বাদশার আশীর্বাদে নিরাপদে বসবাস করতে থাকলেন। কিন্তু কিছু দিন যেতে না যেতে কুরাইশরা যখন জানতে পারল তখন তারা বিভিন্ন প্রকার উপঢৌকন নিয়ে নাজ্জাশী বাদশার নিকট দূত প্রেরণ করে। যেন সে আশ্রিত মুসলমানদের তার দেশ থেকে বের করে দেয় ও আবার মুশরিকদের নিকট ফেরত পাঠায়।

www.pathagar.com

উপত্যকায় রাসূলের বন্দিজীবন

যখন কুরাইশরা ইসলামের প্রচার প্রসার, ব্যাপকভাবে মানুষের ইসলাম গ্রহণ, ইথিওপিয়ায় মুহাজিরদের সম্মান ও নিরাপদ আশ্রয় ও কুরাইশ প্রতিনিধিদল নিরাশ হয়ে ফিরে আসার ব্যাপারগুলো অবলোকন করল, তখন ইসলামের অনুসারীদের প্রতি তাদের ক্রোধ বেড়ে গেল এবং তারা বনী হাশেম, বনী আব্দুল মুত্তালিব ও বনী আবদে মানাফের বিরুদ্ধে পরস্পর চুক্তি সম্পাদন করতে একত্র হলো। তারা তাদের সাথে লেনদেন করবে না। পরস্পর বিবাহ-শাদী করবে না। কথা-বার্তা বলবে না ও উঠা-বসা করবে না। যাকে বলা যায় অবরোধ বা বয়কট। এ অবরোধ চলতে থাকবে যতক্ষণ না তারা রাসূল (সা.) কে তাদের হাতে সমর্পণ করবে। অতঃপর একটি চুক্তিনামা লিখে কাবার ছাদে ঝুলিয়ে দিল। ফলে আবু লাহাব ব্যতীত বনী হাশেম ও বনী আব্দুল মুত্তালিবের কাফির মুসলিম সকলে এক পক্ষ অবলম্বন করল। তারা মুসলিমদের সাথে অবরুদ্ধ হয়ে পড়ল। আবু লাহাব এদের গোত্রভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও সে রাসূলুল্লাহ (সা.), বনী হাশেম ও বনী আব্দুল মুত্তালিবের বিরুদ্ধে কুরাইশদের সমর্থক থেকে গেল।

নবুয়তের সপ্তম বছরে মুহাররম মাসের শুরুর দিকের কোনো এক রাত্রিতে আবু তালেব ঘাঁটিতে রাসূল (সা.) কে অবরুদ্ধ করা হলো। তারা সেখানে আবদ্ধ সংকীর্ণতা ও খাদ্যসমাগ্রীর অভাব এবং বিচ্ছিন্নাবস্থায় তিন বছর যাবৎ অবরোধের দিনগুলো অতিবাহিত করলেন। এমনি হয়েছিল যে, ঘাঁটির আড়াল থেকে ক্ষুধার্ত বাচ্চাদের কান্নাকাটির আওয়াজ শোনো যাচ্ছিল। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা তাঁর রাসূল (সা.) কে চুক্তিপত্রের সম্পর্কে অবহিত করলেন যে, একটি উঁইপোকা পাঠিয়ে জোর, জুলুম, আত্মীয়তা ছিন্নের চুক্তির সব লেখা খাইয়ে দিয়েছেন। শুধুমাত্র আল্লাহ তায়ালার নামটি অবশিষ্ট আছে। রাসূল (সা.) এ ব্যাপারে সকলকে সংবাদ দিলেন। ফলে একজন কুরাইশদের কাছে গেল এবং সংবাদ দিল যে, মুহাম্মাদ চুক্তিপত্র ধ্বংস হয়ে যাওয়ার কথা বলছে। যদি সে এতে মিথ্যাবাদী হয়, তাহলে আমরা তাকে তোমাদের হাতে দিয়ে দেব। আর যদি সত্যবাদী হয় তাহলে তোমাদের এই অবরোধ ও বয়কট থেকে ফিরে আসতে হবে। তারা বলল, 'তুমি ঠিকই বলেছ।' অতঃপর তারা কাগজের টুকরাটি নামিয়ে আনল। যখন তারা এই বিষয়টি রাসূলের কথামত দেখতে পেল তখন তাদের কুফরী আরো বেড়ে গেল।

নবুয়তের দশম বছরে নবী করিম (সা.) ও তার সাথীরা অবরুদ্ধ অবস্থা থেকে থেকে বের হয়ে আসলেন। এর ছয় মাস পর আবু তালেব মৃত্যুবরণ করল। তার মৃত্যুর তিনদিন পর খাদিজা (রা.) ইন্তেকাল করেন। কেউ কেউ অন্য মতও প্রকাশ করেছেন। বয়কট ও অবরোধ অবসানের পর অল্প দিনের ব্যবধানে আবু

www.pathagar.com

তালেব ও খাদিজার ইন্তেকাল হয়ে গেল। ফলে রাসূলের ওপর তার সম্প্রদায়ের নির্বোধরা দুঃসাহসিকতার সাথে, প্রকাশ্যে, আরো বেশি উৎপীড়ন-নিপীড়ন করতে থাকল। যার কারণে তার দুঃচিন্তা বেড়ে গেল এবং তাদের থেকে নিরাশ হয়ে গেলেন এবং তিনি তায়েফে চলে গেলেন এ আশায় যে, তায়েফবাসীরা তার ডাকে সাড়া দেবে। তাকে আশ্রয় দেবে। তাকে তার সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে সাহায্য করবে। সেখানেও কেউ তাকে আশ্রয় দেয়নি, কেউ সাহায্য করেনি। এবং তারা তাকে আরো বেশি কষ্ট দিয়েছে এবং তার সম্প্রদায়ের চেয়ে বেশি অত্যাচার করেছে।

তায়েফবাসীর সাথে নবী করীম (সা.)

নবুয়তের দশম বছরে শাওয়াল মাসে নবী করীম (সা.) তায়েফবাসীর উদ্দেশ্যে বের হলেন। তার ধারণা ছিল যে, তিনি সকীফ গোত্রে তার দাওয়াতের প্রতি সাড়া ও সাহায্য পাবেন। তার সাথে ছিল আজাদকৃত গোলাম যায়েদ বিন হারেসা। রাসূল (সা.) পথিমধ্যে যে গোত্রের পাশ দিয়ে অতিক্রম করতেন তাদের ইসলামের দাওয়াত দেন। তবে তাদের কেউ তার ডাকে সাড়া দেয়নি। যখন তিনি তায়েফে পৌঁছলেন তখন সেখানকার নেতাদের নিয়ে বসলেন এবং ইসলামের দাওয়াত দিলেন। তার দাওয়াতে তারা কোনো ভালো উত্তর দেয়নি। রাসূল (সা.) এখানে দশদিন অবস্থান করেন এবং দেশের শীর্ষস্থানীয় লোকদের কাছে গিয়ে ইসলামের কথা বলেন। তাতেও ভালো কোনো সাড়া পাননি বরং তারা বলল, 'তুমি আমাদের দেশ থেকে বের হও! আমরা তোমার দাওয়াত গ্রহণ করতে পারলাম না।' তারা তাদের নির্বোধ ও বাচ্চাদেরকে তার প্রতি ক্ষেপিয়ে তার পিছনে লেলিয়ে দিল। অতঃপর যখন তিনি বের হতে ইচ্ছা করলেন তখন নির্বোধরা তার পিছু ধরল। তারা দু'সারি হয়ে তাকে পাথর নিক্ষেপ করল। অকথ্য ভাষায় গালাগালি করল এবং তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে পাথর নিক্ষেপ করে তার জুতাদ্বয় রক্তে রঞ্জিত করে দিল। আর যায়েদ বিন হারেসা নিজেই রাসূল (সা.) কে রক্ষা করতে ছিলেন। যার কারণে তার মাথা ক্ষতবিক্ষত হয়ে গিয়েছিল। অতঃপর রাসূল (সা.) তায়েফ থেকে দুশ্চিন্তা ও ভগ্নহৃদয় নিয়ে মক্কায় ফিরে আসেন। মক্কায় আসার পথে আল্লাহ তায়ালা পাহাড়-পর্বতের দায়িত্বপ্রাপ্ত ফেরেশতাসহ জিবরীলকে পাঠান। সে তার কাছে অনুমতি চাচ্ছিল যে, দুটি পাহাড় যা তায়েফ ও মক্কার মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত তা মক্কাবাসীর ওপর নিক্ষেপ করতে।

আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূল (সা.) কে বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! আপনার কাছে কি উহুদ যুদ্ধের দিন অপেক্ষা আরো কোনো ভয়ানক দিন এসেছে?' তিনি বললেন যে, আমি তোমার সম্প্রদায় থেকে যে কষ্ট পাওয়ার তাতো পেয়েছি। তবে তার চেয়ে বেশি কষ্ট পেয়েছি আকাবার দিন। যখন আমি ইবনে আবদে ইয়ালীল বিন আবদে কিলালের কাছে দাওয়াত পেশ করলাম তারা

www.pathagar.com

আমার আহ্বানে সাড়া না দেয়ায় আমি চিন্তিত বেহুশ অবস্থায় চলে এলাম। 'কারনুস শায়ালব' নামক স্থানে এসে সংজ্ঞা ফিরে পেয়ে মাথা উত্তোলন করি তখন আমি একটি মেঘখণ্ড দেখতে পাই, যা আমাকে ছায়া দিচ্ছে। মেঘের দিকে তাকালে জিবরীলকে দেখি। অতঃপর সে আমাকে ডেকে বলল, 'আল্লাহ তায়ালা আপনার সম্প্রদায়ের কথা ও তাদের উত্তর শুনেছেন।' তিনি আপনার নিকট পর্বতমালার দায়িত্বে নিয়োজিত ফেরেশতাকে পাঠিয়েছেন। আপনি তাদের ব্যাপারে যে শাস্তি চান তাকে নির্দেশ করতে পারেন। রাসূল (সা.) বলেন, 'পর্বতমালার দায়িত্বে নিয়োজিত ফেরেশতা আমাকে আওয়াজ দিল এবং আমাকে সালাম দিল। অতঃপর বলল, 'হে মুহাম্মাদ! আপনার জাতি আপনাকে যা বলেছে আল্লাহ তায়ালা তা শুনেছেন। আর আমিতো পর্বতমালার দায়িত্বে নিয়োজিত ফেরেশ্‌তা। আমার প্রভু আমাকে আপনার নিকট পাঠিয়েছেন। তাদের ব্যাপারে আপনার ইচ্ছা পূরণ করার জন্য। যদি আপনি চান তাহলে দু'পর্বতের মাঝে তাদেরকে মিশিয়ে দেব।' রাসূল (সা.) তাকে বললেন, 'বরং আমি চাই যে, আল্লাহ তায়ালা তাদের পরবর্তী বংশধর থেকে এমন প্রজন্ম বের করবেন যারা এক আল্লাহর ইবাদত করবে যার কোনো শরীক নাই। এবং তার সাথে কোনো কিছুকে শরীক করবে না।' রাসূল (সা.)-এর এ উত্তরের মধ্যে তার অনন্য ব্যক্তিত্ব ফুটে উঠেছে। এবং তার যে মহান চরিত্র ছিল, যার মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা তাকে সাহায্য করেছিলেন, তাও প্রকাশ পেয়েছে। এর মাধ্যমে তার জাতির প্রতি তার দয়া, ধৈর্য ও সহনশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়। আর এটাই আল্লাহ তায়ালার এ বাণীর সাথে মিলে যায় ঃ

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ অর্থাৎ, 'অতএব আল্লাহর অনুগ্রহ এই যে, তুমি তাদের প্রতি কোমল চিত্ত হয়ে গেছ। আর তুমি যদি কর্কশভাষী, কঠোর হৃদয় হতে, তবে নিশ্চয়ই তারা তোমার সংসর্গ হতে ফিরে যেত।' (সূরা আলে ইমরান : ১৫৯) অন্য আয়াতে বলা হচ্ছে- وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ অর্থাৎ, 'আমি তো তোমাকে সৃষ্টিকূলের প্রতি শুধু রহমতরূপেই প্রেরণ করেছি।' (সূরা আম্বিয়া : ১০৭) আল্লাহ তায়ালার অগণিত সালাত ও সালাম তার ওপর বর্ষিত হউক।

রাসূল (সা.) 'নাখলা' নামক স্থানে বেশ কয়েকদিন অবস্থান করলেন এবং মক্কায় ফিরে আসতে সংকল্প করলেন। ইসলাম ও আল্লাহর শাশ্বত রিসালাত পেশ করার ব্যাপারে তার প্রথম পরিকল্পনা নতুন করে আরম্ভ করার ইচ্ছা করলেন নতুন উদ্যমে। তখনই যায়েদ বিন হারেসা (রা.) রাসূল (সা.) কে বললেন, 'তাদের কাছে নতুন করে কিভাবে যাবেন? তারা তো আপনাকে বের করে দিয়েছে।'

www.pathagar.com

যায়েদ (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা.) বললেন, 'হে যায়েদ! তুমি যা দেখতে পাচ্ছো, আল্লাহ তায়ালা এর থেকে বের হওয়ার কোনো রাস্তা দেখিয়ে দেবেন। আল্লাহ তার দ্বীনের সাহায্য করবেন ও তার নবীকে বিজয় দান করবেন। এরপর চলতে চলতে মক্কায় পৌঁছলেন। একজনকে 'খুজাআ' গোত্রের মুতয়েম বিন আদীর নিকট তার আশ্রয় প্রার্থনা করে পাঠালেন। মুতয়েম সাড়া দিলেন। তার সন্তান ও গোত্রের লোকদেরকে ডেকে বললেন, তোমরা যুদ্ধাস্ত্র ধর এবং কাবা ঘরের কোণায় অবস্থান গ্রহণ কর। কেননা, আমি মুহাম্মদ (সা.) কে আশ্রয় দিয়েছি। রাসূল (সা.) যায়েদ বিন হারেসা (রা.) কে সাথে নিয়ে প্রবেশ করে কাবা ঘরে গিয়ে যাত্রা শেষ করলেন। মুতয়েম বিন আদী তার সওয়ারীর ওপর দাঁড়িয়ে ডাক দিয়ে বললেন, 'হে কুরাইশ গোত্র! আমি মুহাম্মাদকে আশ্রয় দিয়েছি। তোমাদের মধ্য থেকে কেউ তার সাথে বিদ্রূপ করবে না।' রাসূল (সা.) রূকনে ইয়ামানির কাছে গেলেন তা স্পর্শ করলেন এবং দু'রাকআত নামায আদায় করলেন। এরপর নিজের বাড়িতে ফিরে গেলেন। মুতয়েম বিন আদী ও তার সন্তানেরা তার বাড়িতে প্রবেশ করা পর্যন্ত তাকে অস্ত্র দ্বারা পরিবেষ্টন করে রেখেছিলো।

রাসূল (সা.) যে এই কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছেন তায়েফ সফরে, এটা তার দাওয়াতের কাজ চালিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে অদম্য ইচ্ছার স্পষ্ট প্রমাণ এবং মানুষেরা তার দাওয়াতে সাড়া না দেয়ায় তিনি আশাহত হননি। যখন প্রথম প্রান্তরে কোনো বাধা এসে উপস্থিত হয়েছে, তখন দাওয়াতের নতুন প্রান্তর খুঁজেছেন। এর মধ্যে এ কথারই প্রমাণ বহন করে যে, নবী (সা.) প্রজ্ঞার শিক্ষক ছিলেন। আর এটা এ কারণে যে, তিনি যখন তায়েফ আসলেন তখন সমস্ত দলপতি ও তায়েফের সাকীফ গোত্রের প্রধান কে দাওয়াতের জন্য বাছাই করলেন। আর এটা তো জানা কথাই, তারা দাওয়াত গ্রহণ করলে সমস্ত তায়েফবাসীর দাওয়াত গ্রহণ করবে।

নবী (সা.)-এর দুই পা থেকে রক্ত প্রবাহিত হওয়ার মধ্যে একথার সবচেয়ে বড় প্রমাণ যে, আল্লাহর রাস্তায় দাওয়াতের কাজে কত বড় কষ্ট ও নির্যাতন সহ্য করেছেন তিনি। নিজের জাতি ও তায়েফবাসীর ওপর তার বদ্‌দোয়া না করা, আর পর্বতসমূহের দায়িত্বে নিয়োজিত ফেরেশ্‌তার পক্ষ থেকে তাদেরকে দুই পাহাড়ের মধ্যে ধ্বংস করার প্রস্তাবে সম্মতি না দেয়ার মধ্যে আরো বড় উদাহরণ যে, দায়ীর দাওয়াত গ্রহণ না করলে, তাকে কত পরিমাণ ধৈযধারণ করতে হয় এবং তাদের হিদায়েত না পাওয়ার কারণে নিরাশ হওয়া যাবে না। হতে পারে আল্লাহ পরবর্তীতে তাদের বংশধরদের মধ্য থেকে এমন কাউকে বের করবেন, যে এক আল্লাহর ইবাদত করবে এবং তার সাথে কাউকে শরিক করবে না। রাসূল (সা.)-এর কৌশলের মধ্য থেকে ছিল, মুতয়েম বিন আদির আশ্রয় গ্রহণ

www.pathagar.com

করার পূর্বে তিনি মক্কায় প্রবেশ করেননি। আর এভাবেই দায়ীর উচিত এমন কাউকে তালাশ করা যে তাকে শত্রুর ষড়যন্ত্র থেকে রক্ষা করবে, যাতে সে চাহিদা অনুযায়ী দাওয়াতের দায়িত্ব পালন করতে পারে।

রাসূল (সা.)-এর মুখমণ্ডল ক্ষতবিক্ষত ও দান্দান মুবারক শহীদ

এ প্রসঙ্গে বলা হচ্ছে-

"সাহল বিন সাআদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তাকে প্রশ্ন করা হলো, উহুদ দিবসে নবী (সা.) এর আহত হওয়া সম্পর্কে। তিনি বললেন, 'তার মুখমণ্ডল আহত হলো, এবং তার দাঁতগুলো ভেঙে গেল। বর্মের ভাঙ্গা অংশ তার মাথায় প্রবেশ করল। ফাতেমা (রা.) রক্ত পরিষ্কার করছিলেন, এবং আলী (রা.) রক্ত বন্ধ করার চেষ্টা করছিলেন। যখন দেখলেন রক্ত বন্ধ না হয়ে আরো বেশি পরিমাণে বের হচ্ছে তখন ফাতেমা চাটাইতে আগুণ ধরিয়ে দিলেন, পুড়ে ছাই হয়ে গেল। অতঃপর তা ক্ষতস্থানে লাগিয়ে দিলেন, তখনই রক্ত বন্ধ হয়ে গেল। আর রাসূল (সা.) এ কঠিন কষ্ট বরদাশত করছিলেন।" (সহীহ বুখারি : ২৯১১)

যার মহত্ত্বের কাছে পাহাড়ও কেঁপে উঠে। তিনি এমন এক নবী, যিনি এ অবস্থায়ও তার জাতির বিরুদ্ধে বদ-দোয়া করেননি। বরং তাদের জন্য ক্ষমার দু'আ করেছেন। কেননা তারা বুঝে না। আব্দুল্লহ বিন মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, এখনো মনে হয় আমি রাসূলের দিকে চেয়ে আছি আর রাসূল (সা.) অন্য কোনো নবীর ঘটনা বর্ণনা করছেন, যাকে তার জাতি মেরেছে। এ অবস্থায় তিনি চোখ থেকে পানি মুছছিলেন এবং বলছিলেন, 'হে আল্লাহ! আমার জাতিকে মাফ করে দিন তারা বুঝে না।'[২২]

সমস্ত নবীগণ এবং তাদের মধ্যে সবার উপরে মুহাম্মাদ (সা.) ধৈর্য ও সহনশীলতা, ক্ষমা ও দয়ার মূর্তপ্রতীক ছিলেন। তিনি তার জাতির জন্য ক্ষমা ও করুণার সকল দ্বার খুলে দিয়েছিলেন। রাসূল (সা.) বলেন, 'আল্লাহর অভিশাপ ঐ জাতির ওপর অধিক হারে পতিত হয়, যে জাতি তাদের রাসূলের সাথে এ আচরণ করে। এ কথা বলার সময় তিনি তার দাঁতের দিকে ইঙ্গিত করছিলেন। আল্লাহ তায়ালার ক্রোধ কঠোরতর হলো এমন ব্যক্তির ওপর, যে আল্লাহর রাসূল এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছিল। উহুদ দিবসে নবী (সা.) এর আহত হওয়ার মধ্যে দাওয়াত-কর্মীদের জন্য সান্ত্বনা রয়েছে; তারা আল্লাহর রাস্তায় তাদের শরীরে যে কষ্ট বরদাশত করবে, অথবা তাদের স্বাধীনতা হরণ করা হবে অথবা তাদেরকে যে নির্যাতন করা হবে, সে সকল বিষয়ে তারা আল্লাহর পক্ষ থেকে পুরস্কারপ্রাপ্ত হবে।

---

২২. কাহতানী, ড. সাঈদ বিন আলী বিন ওহাব, আনওয়া উস্ সবর ওয়া মাজাল্লাতহু, পৃ: ৪৮-৫৭।

www.pathagar.com

নবী (সা.) ছিলেন ধৈর্যের উত্তম আদর্শ। তাকে যখনই কষ্ট দেওয়া হয়েছে তখনই তিনি তাতে ধৈর্যধারণ করেছেন। কাফিরেরা তাকে শুধু শারীরিক কষ্টই দেয়নি বরং সামাজিকভাবে হেয়-প্রতিপন্ন করা, অর্থনৈতিক ক্ষতি এমনকি মক্কার মর্যাদাবান ব্যক্তি হয়েও তাকে ও পরিবারকে বন্দী জীবন-যাপন করতে হয়েছে। কিন্তু কোনভাবেই তারা রাসূল (সা.) কে আল্লাহর দ্বীনের দাওয়াত থেকে পিছু-হটাতে পারেনি বরং তিনি অবিচলতা, দৃঢ়তা এবং ধৈর্যশীলতার যে অন্যন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন, পৃথিবীর ইতিহাসে তা আজীবন স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

সবর বা ধৈর্যধারনে প্রতিবন্ধক কাজসমূহ

সবর বা ধৈর্য পালনের ক্ষেত্রে কিছু জিনিস মানুষকে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। তা নিম্নরূপ:

১. তাড়াহুড়া করা

তাড়াহুড়া বা ত্বরা প্রবণতা এটা মানুষের স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্য। সে দ্রুত কোনো কিছু পেতে চায়। এবং সময়ের পূর্বেই সে আশা করে। এ দিকে ইঙ্গিত করে আল্লাহ তায়ালা বলেন-

خُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ عَجَلٍ ۚ سَأُرِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ •

অর্থাৎ, মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে তাড়াহুড়ার প্রবণতা দিয়ে। অচিরেই আমি তোমাদেরকে দেখাব আমার নিদর্শনাবলী। সুতরাং তোমরা তাড়াহুড়া করো না। (সূরা আম্বিয়া : ৩৭)

এখানে শব্দটি ব্যবহারিত হয়েছে। যার অর্থ হচ্ছে ত্বরা। এর স্বরূপ হচ্ছে কোনো কাজ সময়ের পূর্বেই সম্পূর্ণ করা। এটা স্বতন্ত্র দৃষ্টিতে নিন্দনীয়। অস্থিরতা ও তাড়াহুড়া মানুষের স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্য। তাদের পক্ষে সহিষ্ণু ও শান্ত হওয়াটা কঠিন। যেমনি ভাবে কুরআনে এসেছে-

وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ ۖ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا •

অর্থাৎ, আর মানুষ অকল্যাণের দু'আ করে, যেমন তার দু'আ হয় কল্যাণের জন্য। আর মানুষ তো তাড়াহুড়াপ্রবণ। (সূরা বনি ইসরাঈল : ১১)

এজন্য আল্লাহ তায়ালা তার প্রিয় হাবীবকে নির্দেশ দিচ্ছেন তাড়াহুড়া না করে ধৈর্যধারণ করার জন্য। যেমন বলা হচ্ছে-

فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِل لَّهُمْ ۚ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّن نَّهَارٍ ۚ بَلَاغٌ ۚ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ •

www.pathagar.com

অর্থাৎ, অতএব তুমি ধৈর্যধারণ কর, যেমন ধৈর্যধারণ করেছিল সুদৃঢ় সংকল্পের অধিকারী রাসূলগণ। আর তাদের জন্য তাড়াহুড়া করো না। তাদেরকে যে বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছিল, যেদিন তারা তা প্রত্যক্ষ করবে, মনে হবে তারা পৃথিবীতে এক দিনের কিছু সময় অবস্থান করেছে। সুতরাং এটা এক ঘোষণা, তাই পাপাচারী কওমকেই ধ্বংস করা হবে। (সূরা আহকাফ : ৩৫)

আর তাড়াহুড়া করাটা মুমিনদের গুণাবলি নয়। কেননা তাড়াহুড়াটা শয়তানের পক্ষ থেকে আসে। যেমনিভাবে তাড়াহুড়া সম্পর্কে ইমাম ইবনে কিয়াম বলেন- তাড়াহুড়া শয়তানের পক্ষ থেকে আসে। আর সে এর মাধ্যমে বান্দাদের মধ্যে চঞ্চলতা, উদ্দেশ্যহীনতা ও বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে।

২. রাগান্বিত হওয়া

সবরের প্রতিবন্ধক কাজসমূহের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে রাগান্বিত হওয়া বা রুক্ষ স্বভাবের হওয়া। প্রতিশোধপরায়ণ স্বভাবের হয়ে থাকা। বিশেষ করে যারা আল্লাহর পথে দাওয়াত দেয় তাদেরকে অবশ্যই এগুলোকে পরিহার করতে হবে। তারা হবে শান্ত ও নম্র স্বভাবের। যেমনিভাবে কুরআন বলছে-

وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ •

অর্থাৎ, আর যারা গুরুতর পাপ ও অশ্লীল কার্যকলাপ থেকে বেঁচে থাকে এবং যখন রাগান্বিত হয় তখন তারা ক্ষমা করে দেয়। (সূরা শুয়ারা : ৩৭)

অন্য আয়াতে বলা হচ্ছে-

الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ •

অর্থাৎ, যারা সুসময়ে ও দুঃসময়ে ব্যয় করে এবং ক্রোধ সংবরণ করে ও মানুষকে ক্ষমা করে। আর আল্লাহ সৎকর্মশীলদের ভালোবাসেন। (সূরা আলে ইমরান : ১৩৪)

ক্রোধ বা রাগান্বিত হওয়া এটা ধৈর্যের পরিপন্থী/বিপরীত একটি কাজ। তাই ধৈর্যশীল ব্যক্তিকে অবশ্যই ক্রোধ/রাগান্বিত হওয়া থেকে নিজেকে বিরত রাখতে হবে। রাসূল (সা.) বলেছেন-

হযরত আবু হুরায়রা (রা:) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা.) বলেছেন, প্রকৃত বীর সে নয় যে কাউকে কুস্তিতে হারিয়ে দেয়। বরং আসল বীর হলো সে যে রাগের সময় নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। (বুখারী ও মুসলিম) (বুখারী : ৬১১৪)

www.pathagar.com

৩. হতাশ বা নিরাশ হওয়া

হতাশ বা নিরাশ হওয়া সবরের প্রতিবন্ধকসমূহের মধ্যে অন্যতম। কেননা হতাশার দ্বারা আশা-আকাঙ্ক্ষা নিভে যায়। বান্দা আল্লাহর গোলামী থেকে দূরে সরে যায় এবং অলসতা তাকে ঘিরে ধরে। যার ফলে সে আল্লাহর ইবাদত থেকে দূরে সরে যায়। এ জন্য আল্লাহ তায়ালা মুমিনদেরকে হতাশ ও দুঃখিত না হওয়ার জন্য উৎসাহিত করেছেন। যেমন বলা হচ্ছে-

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ •

অর্থাৎ, আর তোমরা দুর্বল হয়ো না এবং দুঃখিত হয়ো না, আর তোমরাই বিজয়ী হবে যদি মুমিন হয়ে থাক। (সূরা আলে ইমরান : ১৩৯)

অন্য আয়াতে ইয়াকুব (আ.) তার সন্তানদের বলেছেন-

يَا بَنِيَّ اذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِن يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَّوْحِ اللَّهِ ۖ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ •

অর্থাৎ, 'হে আমার ছেলেরা, তোমরা যাও এবং ইউসুফ ও তার ভাইয়ের খোঁজখবর নাও। আর তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। কেননা কাফির কওম ছাড়া কেউই আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয় না'। (সূরা ইউসুফ : ৮৭)

তাই ধৈর্যশীলদের উচিত হচ্ছে হতাশ না হওয়া। বরং আল্লাহর ওপর ভরসা রেখে পথ চলা ও বিপদে ধৈর্যধারণ করা।

৪. সংকীর্ণতা ও বিষন্নতা

সংকীর্ণতা ও বিষন্নতা সবরের প্রতিবন্ধক কাজসমূহের মধ্যে অন্যতম। কেননা সংকীর্ণতা ও বিষন্নতা ধৈর্যধারণে বাধা প্রদান করে থাকে। যেমনিভাবে আল্লাহ তায়ালা তার প্রিয় হাবীবকে বলেছেন-

وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ ۚ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ •

অর্থাৎ, আর তুমি সবর কর। তোমার সবর তো শুধু আল্লাহর তাওফীকেই। তারা যেসব ষড়যন্ত্র করছে তুমি সে বিষয়ে সংকীর্ণমনা হয়ো না। (সূরা নাহল : ১২৭)

অন্য আয়াতে বলা হচ্ছে-

فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ ۚ إِنَّمَا أَنتَ نَذِيرٌ ۚ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ •

অর্থাৎ, তাহলে সম্ভবত তুমি তোমার ওপর অবতীর্ণ ওহীর কিছু বিষয় ছেড়ে দেবে এবং তোমার বুক সঙ্কুচিত হবে এ কারণে যে, তারা বলে, 'কেন তার ওপর ধন-

www.pathagar.com

ভান্ডার অবতীর্ণ হয়নি কিংবা তার সাথে ফেরেশতা আসেনি? তুমি তো শুধু সতর্ককারী আর আল্লাহ সব কিছুর তত্ত্বাবধায়ক। (সূরা হুদ : ১২)

لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ •

অর্থাৎ, তারা মুমিন হবে না বলে হয়তো তুমি আত্মবিনাশী হয়ে পড়বে। (সূরা শূরা: ৩)

فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ •

অর্থাৎ, অতএব তাদের জন্য আফসোস করে নিজে ধ্বংস হয়ো না। নিশ্চয় তারা যা করে আল্লাহ তা জানেন। (সূরা ফাতির : ৮)

فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا •

অর্থাৎ, হয়তো তুমি তাদের পেছনে পেছনে ঘুরে দুঃখে নিজেকে শেষ করে দেবে, যদি তারা এই কথার প্রতি ঈমান না আনে। (সূরা কাহাফ : ৬)

সবর বা ধৈর্যধারণে সহায়ক কাজসমূহ

১. আল্লাহর রহমতের প্রশস্ততা ও করুণার ব্যাপকতার স্মরণ

মুসিবত দৃশ্যত অসহ্য-কষ্টদায়ক হলেও পশ্চাতে কল্যাণ বয়ে আনতে পারে। তাই বান্দার কর্তব্য আল্লাহর সুপ্রশস্ত রহমতের ওপর আস্থাবান থাকা।

এরশাদ হচ্ছে :

وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ •

অর্থাৎ, ''এবং হতে পারে কোনো বিষয় তোমরা অপছন্দ করছ, অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর। আর হতে পারে কোনো বিষয় তোমরা পছন্দ করছ, অথচ তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। আর আল্লাহ জানেন এবং তোমরা জান না।'' (সূরা বাক্বারা : ২১৬)

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন :

''মুমিনের বিষয়টি চমৎকার, আল্লাহ তায়ালা যা ফয়সালা করেন, তা-ই তার জন্য কল্যাণকর।'' (মুসনাদে আহমদ : ২০২৮৩)

আল্লাহ তায়ালা মানব জাতিকে যে সমস্ত নেয়ামত ও অনুদান দ্বারা আবৃত করেছেন, তা নিয়ে ভাবনা-চিন্তা করা, যাতে এ অনুভূতির উদয় হয় যে, বর্তমান মুসিবত বিদ্যমান নেয়ামতের তুলনায় বিন্দুমাত্র। আল্লাহ তায়ালা চাইলে মুসিবত আরো বীভৎস-কঠোর হতে পারত। তদুপরি আল্লাহ তায়ালা আরো যেসমস্ত বালা মুসিবত থেকে নিরাপদ রেখেছেন, যেসকল দুর্ঘটনা থেকে নাজাত দিয়েছেন, তা অনেক বড়, অনেক বেশী।

www.pathagar.com

খিজির ও মূসা আলাইহিস সালামের ঘটনায় উল্লেখিত বালকটিকে, খিজির হত্যা করেন, প্রথমে মূসা আলাইহিস সালাম আপত্তি জানান, খিজিরের অবহিত করণের দ্বারা জানতে পারেন, তার হত্যায় কল্যাণ নিহিত রয়েছে। এরশাদ হচ্ছে :

وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَنْ يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا. فَأَرَدْنَا أَنْ يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا •

অর্থাৎ, ''আর বালকটির বিষয় হলো, তার পিতা-মাতা ছিল মুমিন। অতঃপর আমি আশংকা করলাম তাঁর আশংকা নিছক ধারণা ভিত্তিক ছিল না, বরং আল্লাহর পক্ষ থেকে তিনি নিশ্চিত জানতে পেরেছিলেন যে, সে সীমালংঘন কুফরী দ্বারা তাদেরকে অতিষ্ঠ করে তুলবে। তাই আমি চাইলাম, তাদের রব তাদেরকে তার পরিবর্তে এমন সন্তান দান করবেন, যে হবে তার চেয়ে পবিত্রতায় উত্তম এবং দয়ামায়ায় অধিক ঘনিষ্ঠ।'' (সূরা কাহাফ : ৮০-৮১)

এ প্রসঙ্গে রসূলুল্লাহ (সা.) বলেন :

''খিজির আলাইহিস সালাম যে ছেলেটিকে হত্যা করেছেন, তার জন্মই ছিল কাফির অবস্থায়, যদি সে বেঁচে থাকত সীমালঙ্ঘন ও অকৃতজ্ঞতা দ্বারা নিজ পিতা-মাতাকে হত্যা করত।'' (সহীহ মুসলিম : ৪৮১১)

কাতাদাহ রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন : তার জন্ম লাভে পিতা-মাতা উভয়ে যেমন আনন্দিত হয়েছে, তার মৃত্যুতে উভয়ে তেমন ব্যথিত হয়েছে। অথচ সে বেঁচে থাকলে, উভয়ের ধ্বংসের কারণ হত। সুতরাং প্রত্যেক ব্যক্তির উচিত আল্লাহ তায়ালার সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট ও পরিতৃপ্ত থাকা।

২. বিপদ-আপদে আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন

সবরের সহায়ক কাজগুলোর মধ্যে অন্যতম একটি কাজ হচ্ছে বিপদাপদে ধৈর্যধারণ করা এবং আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করা। মূলত মুমিন ব্যক্তিদের বৈশিষ্ট্যই হলো যখন বিপদে আক্রান্ত হয় তখন বলে, নিশ্চয় আমরা আল্লাহর জন্য এবং নিশ্চয় আমরা তার দিকে প্রত্যাবর্তনকারী। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা বলেন-

وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ • الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ • أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ ۖ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ •

অর্থাৎ, আর তুমি ধৈর্যশীলদের সুসংবাদ দাও। যারা তাদেরকে যখন বিপদ আক্রান্ত করে তখন বলে, নিশ্চয় আমরা আল্লাহর জন্য এবং নিশ্চয় আমরা তারদিকে প্রত্যাবর্তনকারী। তাদের ওপরই রয়েছে তাদের রবের পক্ষ থেকে মাগফিরাত ও রহমত এবং তারাই হিদায়াতপ্রাপ্ত। (সূরা বাক্বারা : ১৫৫-১৫৭)

www.pathagar.com

রাসূল (সা.)-এর মুখঃনিসৃত বাণীতে বলা হচ্ছে-

"হযরত উম্মে সালামা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল (সা.) কে বলতে শুনেছি যে, কোন মুসলমান যখন কোন বিপদে পতিত হয়, তখন সে যদি আল্লাহর নির্দেশানুযায়ী "ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাহি রাজিউন" বলে এবং এ দোয়া পাঠ করে, " হে আল্লাহ! আমাকে বিপদে ধৈর্যধারণের সাওয়াব দান কর এবং এর উত্তম স্থলাভিষিক্ত নাও।" তবে আল্লাহ তাকে উত্তম স্থলাভিষিক্ত দান করবেন। যখন আবু সালমার (তার স্বামী) ইন্তিকাল হলো, তখন আমি বললাম, আবু সালমা (রা.) থেকে কে উত্তম হতে পারে? তার পরিবারই প্রথম পরিবার যারা রাসূল (সা.) এর কাছে হিজরত করেছিল। এরপর আমি ঐ দোয়া পাঠ করলাম। ফলে আল্লাহ রাসূল (সা.)-এর আমার জন্য দান করলেন। উম্মে সালমা (রা.) বলেন, রাসূল (সা.) আমার নিকট হাতিব ইবন আবি বালতাআকে দিয়ে বিবাহের পয়গাম পাঠালেন। আমি বললাম, আমার একটি মেয়ে রয়েছে আর আমি একটু অভিমানী। তিনি বললেন, তার মেয়ের জন্য আমি দোয়া করছি যেন আল্লাহ তার সুব্যবস্থা করে দেন এবং এটাও দোয়া করছি যে, তিনি তার অভিমানকে দূর করে দেন।" (সহীহ মুসলিম : ১৯৯৮) [২৩]

৩. রাসূল (সা.) ও তার পূর্ববর্তী পূণ্যবান ব্যক্তিদের জীবন চরিত পর্যালোচনা করা

রাসূল (সা.) হচ্ছেন আল্লাহভীরু মুসলিম জাতির জন্য আদর্শ। বস্তুত রাসূল (সা.) কে উত্তম আদর্শ দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে এ উদ্দেশ্যে যে তিনি যেন মানুষকে সঠিক পথপ্রদর্শন করাতে পারেন। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলছেন-

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا •

অর্থাৎ, অবশ্যই তোমাদের জন্য রাসূলুল্লাহর মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ। যারা আল্লাহ ও পরকাল প্রত্যাশা করে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে। (সূরা আহযাব : ২১)

রাসূল (সা.)-এর সীরাত চিন্তাশীল, গবেষকদের উপজীব্য ও সান্ত্বনার বস্তু। তার পূর্ণ জীবনটাই ধৈর্য ও ত্যাগের দীপ্ত উপমা। লক্ষ্য করুন, স্বল্প সময়ের মধ্যে চাচা আবু তালিব, রাসূল (সা.) থেকে কাফিরদের অত্যাচার প্রতিহত করতেন; একমাত্র বিশ্বস্ত সহধর্মিণী খাদিজা; কয়েকজন ঔরসজাত মেয়ে এবং ছেলে ইব্রাহিম ইন্তেকাল করেন। চক্ষুযুগল অশ্রুসিক্ত, হৃদয় ভারাক্রান্ত, স্নায়ুতন্ত্র ও অস্থিমজ্জা নিশ্চল নির্বাক। এরপরও প্রভুর ভক্তিমাখা উক্তি:

---

২৩. আল-আনসারী, খালেদ বিন মুহাম্মাদ, সাফা'হাত মিনাস্ সবর, পৃ: ৩২।

www.pathagar.com

"চোখ অশ্রুসিক্ত, অন্তর ব্যথিত, তবুও তা-ই মুখে উচ্চারণ করব, যাতে প্রভু সন্তুষ্ট, হে ইব্রাহিম! তোমার বিরহে আমরা গভীর মর্মাহত।" (সহীহ বুখারী : ১৩০৩)

আরো অনেক আত্মোৎসর্গকারী সাহাবায়ে কেরাম মারা যান, যাদের তিনি ভালোবাসতেন, যারা তার জন্য উৎসর্গ ছিলেন। এত সব দুঃখ-বেদনা তার শক্তিতে প্রভাব ফেলতে পারেনি। ধৈর্য-অভিপ্রায়গুলো ম্লান করতে পারেনি।

তদ্রূপ যে আদর্শবান পূর্বসূরীগণের জীবনচরিত পর্যালোচনা করবে, তাদের কর্মকুশলতায় অবগাহন করবে, সে সহসাই অবলোকন করবে, তারা বিবিধ কল্যাণ ও উচ্চ মর্যাদার অধিকারী একমাত্র ধৈর্যের সিঁড়ি বেয়েই হয়েছেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন-

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ ۚ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ •

অর্থাৎ, "নিশ্চয় তোমাদের জন্য তাদের মধ্যে ইবরাহীম (আ.) ও তাঁর অনুসারীদের মধ্যে উত্তম আদর্শ রয়েছে, যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসের প্রত্যাশা করে, আর যে মুখ ফিরিয়ে নেয়, (সে জেনে রাখুক) নিশ্চয় আল্লাহ তো অভাবমুক্ত, সপ্রশংসিত।" (সূরা মুমতাহিনা : ৬)

উরওয়া ইবনে জুবায়েরের ঘটনা, আল্লাহ তায়ালা তাকে এক জায়গাতে, এক সাথে দুটি মুসিবত দিয়েছেন। পা কাটা এবং সন্তানের মৃত্যু। তা সত্ত্বেও তিনি শুধু এতটুকু বলেছেন, "হে আল্লাহ! আমার সাতটি ছেলে ছিল, একটি নিয়েছেন, ছয়টি অবশিষ্ট রেখেছেন। চারটি অঙ্গ ছিল একটি নিয়েছেন, তিনটি নিরাপদ রেখেছেন। মুসিবত দিয়েছেন, নেয়ামতও প্রদান করেছেন। দিয়েছেন আপনি, নিয়েছেনও আপনি।"[২৪]

উমর ইবনে আব্দুল আজিজ এর একজন ছেলের ইন্তেকাল হয়। তিনি তার দাফন সেরে কবরের পাশে সোজা দাঁড়িয়ে, লোকজন চারপাশ দিয়ে তাকে ঘিরে আছে, তিনি বলেন, "হে বৎস! তোমার প্রতি আল্লাহ রহমত বর্ষণ করুন। অবশ্যই তুমি তোমার পিতার অনুগত ছিলে। আল্লাহর শপথ! যখন থেকে আল্লাহ তোমাকে দান করেছেন, আমি তোমার প্রতি সন্তুষ্টই ছিলাম। তবে আল্লাহর শপথ করে বলছি, তোমাকে এখানে অর্থাৎ আল্লাহর নির্ধারিত স্থান কবরে দাফন করে আগেরচেয়ে' বেশি আনন্দিত। আল্লাহর কাছে তোমার বিনিময়ে আমি অধিক প্রতিদানের আশাবাদী।

---

২৪. আয্যাহবি, আবু আব্দুল্লাহ সামসুদ্দিন, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৪৩০।

www.pathagar.com

৪. আপত্তি অভিযোগ ও অস্থিরতা ত্যাগ করা

যে কোনো বিপদাপদের সময় অসহিষ্ণুতা ও আপত্তি-অভিযোগ পরিহার করা। এটাই সান্ত্বনার শ্রেয়পথ। শান্তির উপায়-উপলক্ষ। যে এর থেকে বিরত থাকবে না, তার কষ্ট ও অশান্তি দ্বিগুণ হবে। বরং সে নিজেই স্বীয় শান্তি বিনাশকারী-নিঃশেষকারী। কোন অর্থেই তার জন্য ধৈর্য প্রযোজ্য হবে না, মুসিবত থেকে নাজাতও পাবে না। কারণ ধৈর্য যদি হয় বিপদাপদ মূলোৎপাটনকারী,অধৈর্যতা তার পৃষ্ঠপোষকতা-দানকারী। যার বিশ্বাস আছে, নির্ধারিত বস্তু নিশ্চিত হস্তগত হবে, নির্দিষ্ট বস্তু নিশ্চিত অর্জিত হবে, তার ধৈর্য পরিহার করা নিরেট বিড়ম্বনার আরেকটি মুসিবত। আল্লাহ তায়ালা বলেন-

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ. لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ •

অর্থাৎ, ''যমীনে এবং তোমাদের নিজেদের মধ্যে এমন কোনো মুসীবত আপতিত হয় না, যা আমি সংঘটিত করার পূর্বে কিতাবে লিপিবদ্ধ রাখি না। নিশ্চয় এটা আল্লাহর পক্ষে খুবই সহজ। যাতে তোমরা আফসোস না কর তার ওপর যা তোমাদের থেকে হারিয়ে গেছে এবং তোমরা উৎফুল্ল না হও তিনি তোমাদেরকে যা দিয়েছেন তার কারণে। আর আল্লাহ কোনো উদ্ধত ও অহঙ্কারীকে পছন্দ করেন না।'' (সূরা হাদীদ : ২২-২৩)

মনে রাখা প্রয়োজন! অস্থিরতা হারানো বস্তু ফিরিয়ে আনতে পারে না, বরং তা হিতকামনাকারীকে দুঃখিত ও অশুভ কামনাকারীকে আনন্দিত করে। সাবধান! মুসিবতের দুঃখের সাথে হতাশার নৈরাশ্য সংযোজন করো না। কারণ উভয়ের সঙ্গে ধৈর্যের সহাবস্থান হয় না। এমন বিপরীতধর্মী জিনিস অন্তরও গ্রহণ করে না। এ জন্য বলা হয়, ''ধৈর্যের মুসিবত, সবচেয়ে বড় মুসিবত।'' কথিত আছে, জনৈক দম্পতির খুব আদরের এক সন্তান মারা যায়, স্বামী স্ত্রীকে সান্ত্বনা দিয়ে বলে, আল্লাহকে ভয় কর, ছওয়াবের আশা রাখ, ধৈর্যধারণ কর। সে উত্তরে বলে, আমি যদি ধৈর্যকে হতাশার মাধ্যমে নষ্ট করে দেই। তাহলে এটাই হবে সবচেয়ে বড় মুসিবত।

সম্ভব ও সাধ্যের নাগালের জিনিস গ্রহণ করেই ধৈর্যধারণকারীদের মর্যাদা লাভ করা যায়। যেমন হাতাশা না করা, কাপড় না ছিড়া, গাল না চাপড়ানো, অভিযোগ না করা, মুসিবত প্রকাশ না করা, খাওয়া-দাওয়া ও পরিধানের অভ্যাস স্বাভাবিক রাখা, আল্লাহ তায়ালার ফায়সালাতে সন্তুষ্ট থাকা। এ বিশ্বাস করে, যা

www.pathagar.com

ফেরত নেয়া হয়েছে, তা আল্লাহর পক্ষ থেকে আমাদের কাছে আমানত ছিল। এবং সে পদ্ধতি গ্রহণ করা, যা হজরত উম্মে সুলাইম (রা.) গ্রহণ করেছিলেন।

বর্ণিত আছে, তাদের একটি ছেলে মারা গেলে, আপন স্বামী আবু তালহাকে তিনি এ বলে সান্ত্বনা দেন যে, কোন সম্প্রদায় যদি কোন দম্পতির নিকট একটি আমানত রাখে, অতঃপর তারা তাদের আমানত ফের নিয়ে নেয়, তাহলে আপনি সেটা কোন দৃষ্টিতে দেখবেন? তাদের নিষেধ করার কোন অধিকার আছে কি? উত্তর দিলেন, না। বললেন, আপনার ছেলেকে সে আমানত গণ্য করুন। তাকে হারানো পূণ্য জ্ঞান করুন।

এ ঘটনা অবহিত হয়ে রসূল (সা.) বলেন :

''আল্লাহ তায়ালা তোমাদের গতরাতে বরকত দান করুন।'' (সহীহ মুসলিম: ৪৪৯৬)

সর্বশেষ বলি, ধৈর্য ধৈর্যধারণকারীকে প্রশান্তি এনে দেয়, মুসিবতের পরিবর্তে পূণ্য এনে দেয়। অতএব স্বেচ্ছায় ধৈর্যধারণ করাই ভালো। অন্যথায় অযথা পেরেশান হয়ে, ধৈর্যধারণ করতে বাধ্য হবে। তাই বলা হয় ''যে জ্ঞানীর মত ধৈর্যধারণ না করে, সে চতুষ্পদ জন্তুর মত যন্ত্রণা সহ্য করে।'' হজরত আলী (রা.) বলেন :

''যদি তুমি ধৈর্যধারণ করো, তাহলে তোমার ওপর তকদির বর্তাবে, তবে তুমি নেকি লাভ করবে। পক্ষান্তরে যদি ধৈর্যহারা হও, তাহলেও তোমার ওপর তকদির বর্তাবে, তবে তুমি গুণাহ্গার হবে।'' [২৫]

হজরত ওমর (রা.) বলেন :

''আমরা উত্তম জীবনের বাহন হিসেবে ধৈর্যকেই পেয়েছি।''

হজরত আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত:

''স্মরণ রেখ মাথা যেমন শরীরের অংশ, তদ্রূপ ধৈর্যও ঈমানের অংশ। আরো স্মরণ রাখ, যার ধৈর্য নেই, তার ঈমানও নেই।''

হজরত হাসান রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন:

''ক্রোধের সময় সহনশীলতার ঢোক এবং মুসিবতের সময় ধৈর্যের ঢোকের চেয়ে বড় ঢোক কেউ গলধকরণ করেনি।''

উমর ইবনে আব্দুল আজিজ রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন :

''আল্লাহ তায়ালা যদি কাউকে নেয়ামত দিয়ে পুনরায় নিয়ে নেন এবং বিনিময়ে ধৈর্য দান করেন, তাহলে বলতে হবে, দানকৃত বস্তুই উত্তম, নিয়ে নেয়া বস্তু থেকে।''

---

২৫. আল মা'ওরদি, আবুল হাসান আলী বিন মুহাম্মদ বিন হাবিব, আদাবুদ দুনিয়া ওয়া দ্বীন, পৃ : ২৯৪।

www.pathagar.com

আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে প্রকৃত ধৈর্যশীল ও কৃতজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত করুন। আমাদের জন্য তিনিই যথেষ্ট, তিনিই আমাদের অভিভাবক।

৫. তাকদীদের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করা

তাকদীদের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করা প্রত্যেক মুমিনের জন্য অপরিহার্য। যে ব্যক্তি তাকদীরের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করবে দুনিয়ার জীবনের দুঃখ-কষ্ট, বালা-মুসিবত তার কাছে নগন্য বলে মনে হবে। তাকদীরে বিশ্বাসী মুমিনগণ পার্থিব মুসিবতে সবচে কম প্রতিক্রিয়াশীল, কম অস্থির ও কম হতাশাগ্রস্ত হন। মূলত তাকদীরের প্রতি ঈমানই হচ্ছে শান্তি ও নিরাপত্তার ঠিকানা। তাকদীরে বিশ্বাস স্থাপনের কারণে আল্লাহ তায়ালা মুমিনদের হৃদয় নৈরাশ্য ও হতাশা মুক্ত রাখেন। যেমনিভাবে রাসূল (সা.) বলেছেন-

''জেনে রেখ, সমস্ত মানুষ জড়ো হয়ে যদি তোমার উপকার করতে চায়, কোনোও উপকার করতে পারবে না, তবে যতটুকু আল্লাহ তোমার জন্য লিখে রেখেছেন। আবার তারা সকলে মিলে যদি তোমার ক্ষতি করতে চায়, কোনোও ক্ষতি করতে পারবে না, তবে যততুটু আল্লাহ তোমার কপালে লিখে রেখেছেন। কলম উঠিয়ে নেয়া হয়েছে, কিতাব শুকিয়ে গেছে।'' (সহীহ তিরমিযী : ২৪৪০)

মানুষের হায়াত, রিযিক তার মায়ের উদর থেকেই নির্দিষ্ট। আনাস রাদিআল্লাহু আনহুর সূত্রে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ (সা.) বলেন :

''আল্লাহ তায়ালা গর্ভাশয়ে একজন ফেরেস্তা নিযুক্ত করে রেখেছেন, পর্যায়ক্রমে সে বলতে থাকে, হে প্রভু জমাট রক্ত, হে প্রভু মাংস পিন্ড। যখন আল্লাহ তাকে সৃষ্টি করার ইচ্ছা করেন, ফেরেস্তা তখন বলে, হে প্রভু পুংলিঙ্গ না স্ত্রী লিঙ্গ? ভাগ্যবান না হতভাগা? রিযিক কতটুকু? হায়াত কতটুকু? উত্তর অনুযায়ী পূর্ণ বিবরণ মায়ের পেটেই লিপিবদ্ধ করে দেয়া হয়।'' (সহীহ বুখারী: ৬১০৬, সহীহ মুসলিম: ৪৭৮৫)

একদা রাসূল (সা.)-এর সহধর্মিনী উম্মে হাবিবা রাদিআল্লাহু আনহা মুনাজাতে বলেন, ''হে আল্লাহ! আমার স্বামী রাসূল (সা.), আমার পিতা আবু সুফিয়ান এবং আমার ভাই মুয়াবিয়ার দ্বারা আমাকে উপকৃত করুন।'' রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন :

''তুমি নির্ধারিত হায়াত, নির্দিষ্ট কিছু দিন ও বণ্টনকৃত রিযিকের প্রার্থনা করেছ। যাতে আল্লাহ তায়ালা আগ-পাছ কিংবা কম-বেশী করবেন না। এরচেয়ে বরং তুমি যদি জাহান্নামের আগুণ ও কবরের আযাব থেকে নাজাত প্রার্থনা করতে, তাহলে তোমার জন্য তা কল্যাণকর ও মঙ্গলজনক হত।'' (সহীহ মুসলিম : ৪৮১৪)

ইমাম নববী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, ''হাদীসের বক্তব্য সুস্পষ্ট, মানুষের হায়াত, রিযিক আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত, তার অবিনশ্বর জ্ঞান অনুযায়ী লিপিবদ্ধ এবং হ্রাস-বৃদ্ধিহীন ও অপরিবর্তনীয়।''

www.pathagar.com

ইবনে দায়লামী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি উবাই ইবনে কাব রাদিআল্লাহু আনহুর নিকট আসেন এবং বলেন, আমার অন্তরে তাকদির সম্পর্কে সংশয়ের সৃষ্টি হয়েছে। আমাকে কিছু বর্ণনা করে শোনান। হতে পারে আল্লাহ আমার অন্তর থেকে তা দূর করে দিবেন। তিনি বলেন, আল্লাহ আসমান এবং জমিনবাসীদের শাস্তি দিলে, জালেম হিসেবে গণ্য হবেন না। আর তিনি তাদের সকলের ওপর রহম করলে, তার রহম-ই তাদের আমলের তুলনায় বেশী হবে। তাকদিরের প্রতি ঈমান ব্যতীত ওহুদ পরিমান স্বর্ণ দান করলেও কবুল হবে না। স্মরণ রেখ, যা তোমার হস্তগত হওয়ার তা কোনোভাবেই হস্তচ্যুত হওয়ার সাধ্য রাখে না। এতদভিন্ন অন্য আকিদা নিয়ে মৃত্যুবরণ করলে জাহান্নাম অবধারিত। তিনি বলেন, অতঃপর আমি আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ এর কাছে আসি। তিনিও তদ্রূপ শোনালেন। হুযাইফাতুল য়ামান এর কাছে আসি, তিনিও তদ্রূপ বললেন। যায়েদ বিন ছাবেত এর কাছে আসি, তিনিও রসূলুল্লাহ (সা.) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করে শোনালেন।" (আবু দাউদ : ৪০৭৭, আহমাদ : ২০৬০৭)

৬. যে কোন পরিস্থিতি মেনে নেয়ার মানসিকতা লালন করা

প্রত্যেকের প্রয়োজন মুসিবত আসার পূর্বেই নিজকে মুসিবত সহনীয় করে তোলা, অনুশীলন করা ও নিজেকে শুধরে নেয়া। কারণ ধৈর্য কষ্টসাধ্য জিনিস, যার জন্য পরিশ্রম অপরিহার্য।

এ কথা সত্য যে, দুনিয়া অনিত্য, ভঙ্গুর ও ক্ষণস্থায়ী। এতে কোনো প্রাণীর স্থায়িত্ব বলে কিছু নেই। আছে শুধু ক্ষয়িষ্ণু এক মেয়াদ, সীমিত সামর্থ। এ ছাড়া আর কিছুই নেই। রাসূলুল্লাহ (সা.) পার্থিব জীবনের উদাহরণে বলেন :

"পার্থিব জীবন ঐ পথিকের ন্যায়, যে গ্রীষ্মে রৌদ্রজ্জ্বল তাপদগ্ধ দিনে যাত্রা আরম্ভ করল, অতঃপর দিনের ক্লান্তময় কিছু সময় একটি গাছের নীচে বিশ্রাম নিল, ক্ষণিক পরেই তা ত্যাগ করে পুনরায় যাত্রা আরম্ভ করল।" (মুসনাদে আহমাদ : ২৭৪৪)

হে মুসলিম! দুনিয়ার সচ্ছলতার দ্বারা ধোঁকা খেওনা, মনে করো না, দুনিয়া স্বীয় অবস্থায় আবহমানকাল বিদ্যমান থাকবে কিংবা পট পরিবর্তন বা উত্থান-পতন থেকে নিরাপদ রবে। অবশ্য যে দুনিয়াকে চিনেছে, এর অবস্থা পর্যবেক্ষণ করেছে, তার নিকট দুনিয়ার সচ্ছলতা মূল্যহীন।

জনৈক বিদ্বান ব্যক্তি বলেন, "যে দুনিয়া থেকে সতর্ক থেকেছে ভবিষ্যত জীবনে সে অস্থির হয়নি। যে অনুশীলন করেছে পরবর্তীতে তার পদস্খলন ঘটেনি। যে অবর্তমানে অপেক্ষমাণ ছিল বর্তমানে সে দুঃখিত হয়নি।" মুদ্দা কথা, যে পার্থিব জগতে দীর্ঘজীবি হতে চায়, তার প্রয়োজন মুসিবতের জন্য ধৈর্য্যশীল এক হৃদয়।[২৬]

---

২৬. কিয়াম (রহ.), ইমাম মুহাম্মাদ বিন আবু বকর ইবনে, ইদ্দাতুস সাবেরীন, পৃ: ৫২৩।

www.pathagar.com

সবরের পুরস্কার

শত কষ্টের মাঝেও যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য ধৈর্যধারণ করে, হোক সেটা আল্লাহর আনুগত্যের ক্ষেত্রে, অথবা সেটা নিষিদ্ধ কাজ থেকে বাঁচার জন্য কিংবা বিপদাপদ অবস্থায়। আল্লাহ তায়ালা তার জন্য উত্তম পুরস্কারের ব্যবস্থা করেছেন। তা নিম্নে উল্লেখ করা হলো-

জান্নাতে প্রবেশ ও রেশমী কাপড় পরিধানের সুসংবাদ

মুমিন ব্যক্তিদের পার্থিব জীবন হচ্ছে ধৈর্য বা সবরের জীবন। কারণ ঈমান আনার পর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত তারা চলার পথে নিজের অবৈধ আশা-আকাঙ্ক্ষাকে অবদমিত করা, আল্লাহর নির্দিষ্ট সীমাসমূহ মেনে চলা, আল্লাহর নির্ধারিত ফরযসমূহ পালন করা, আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য সময়, অর্থ-সম্পদ, শ্রম, শক্তি ও যোগ্যতা এমনকি প্রয়োজনের মুহূর্তে প্রাণ পর্যন্ত কুরবানী করা, আল্লাহর পথ থেকে দূরে সরিয়ে দেয় এরূপ সমস্ত লোভ-লালসা ও আকর্ষণকে পদাঘাত করা, সত্য ও সঠিক পথে চলতে যেসব বিপদ ও দুঃখ-কষ্ট আসে তা সহ্য করা, ন্যায় ও সত্যপ্রীতির কারণে যে ক্ষতি মর্মবেদনা ও দুঃখ-কষ্ট এসে আঁকড়ে ধরে তা বরদাশত করা এসবই আল্লাহর এ ওয়াদার ওপর আস্থা রেখে করা যে এ সদাচরণের সুফল এ পৃথিবীতে নয় বরং মৃত্যুর পর আরেকটি জীবনে পাওয়া যাবে। সে সকল মুমিন বান্দাদের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে রয়েছে চিরস্থায়ী জান্নাত ও জান্নাতি রেশমী কাপড় পরিধানের সুসংবাদ। যেমন পবিত্র কুরআনে বলা হচ্ছে-

وَجَزَاهُم بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا • (سورة الدهر : ١٢)

অর্থাৎ, আর তারা যে ধৈর্যধারণ করেছিল তার পরিণামে তিনি তাদেরকে জান্নাত ও রেশমী বস্ত্রের পুরস্কার প্রদান করবেন। (সূরা দাহর : ১২)

অন্য আয়াতে তাদের জন্য রোদ্রের উত্তাপ ও তীব্র ঠাণ্ডা বিহীন উঁচু আসনে বসার সুসংবাদ দেয়া হচ্ছে। যেমনিভাবে আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে বলছেন-

مُّتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ ۖ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا •

অর্থাৎ, তারা সেখানে সুউচ্চ আসনে হেলান দিয়ে আসীন থাকবে। তারা সেখানে না দেখবে অতিশয় গরম, আর না অত্যধিক শীত। (সূরা দাহর : ১৩)

জান্নাতের সম্মানিত ফেরেশতাদের শান্তি বর্ষণ

এ সকল মুমিন বান্দাদেরকে জান্নাতের সম্মানিত ফেরেশতাগন সালাম দেবে এবং তাদেরকে পরিপূর্ণ শান্তি ও নিরাপত্তার সুখবর দিবে। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলছেন-

www.pathagar.com

سَلَامٌ عَلَيْكُم بِمَا صَبَرْتُمْ ۚ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ •

অর্থাৎ, (আর বলবে) 'শান্তি তোমাদের ওপর, কারণ তোমরা সবর করেছ, আর আখিরাতের এ পরিণাম কতই না উত্তম'। (সূরা রাদ : ২৪)

ক্ষমা ও উত্তম প্রতিদান

সবরকারী ব্যক্তি তো সেই যে কালের পরিবর্তনশীল অবস্থায় নিজের মানসিক ভারসাম্য অটুট রাখে। সময়ের প্রত্যেকটি পরিবর্তনের প্রভাব গ্রহণ করে সে নিজের রং বদলাতে থাকে না। বরং সব অবস্থায় যুক্তিসঙ্গত ও সঠিক মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে এগিয়ে চলে। যদি কখনো অবস্থা অনুকূল এসে যায় এবং সে ধনাঢ্যতা, কর্তৃত্ব ও খ্যাতির উচ্চাসনে চড়তে থাকে তাহলে শ্রেষ্ঠত্ব ও অহংকারের নেশায় মত্ত হয়ে বিপথে পরিচালিত হয় না। আর যদি কখনো বিপদ-আপদ ও সমস্যা-সংকটে করাল আঘাত ক্ষত-বিক্ষত করতে থাকে, তাহলে এহেন অবস্থায়ও সে নিজের মানবিক চরিত্র বিনষ্ট করে না। আল্লাহর পক্ষ থেকে সুখৈশ্বর্য বা বিপদ-মুসীবত যে কোনো আকারেই তাকে পরীক্ষায় ফেলা হোক না কেন উভয় অবস্থায় তার ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা অপরিবর্তিত ও দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকে। তার হৃদয়পাত্র কখনো কোনো ছোট বা বড় জিনিসের আধিক্যে উপচে পড়ে না। আল্লাহ তায়ালা এমন ধরনের লোকদের দোষ-ত্রুটি ক্ষমা করে দেন এবং তাদের সৎকাজের পুরস্কার প্রদান করেন। যেমনিভাবে কুরআন মাজীদে বলা হয়েছে-

إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ •

অর্থাৎ, তবে যারা সবর করেছে এবং সৎকর্ম করেছে, তাদের জন্যই রয়েছে ক্ষমা ও মহাপ্রতিদান। (সূরা হুদ : ১১)

অগণিত পুরস্কার

যারা মহান আল্লাহর ওপর ঈমান এনেছে এবং তাকওয়ার অবলম্বন করেছে। দুনিয়ায় আগত বিপদ-আপদের সময় ধৈর্যধারণ করেছে ও তাকদীরের ভাল-মন্দের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করেছে, সে সকল বান্দাদের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে অগণিত পুরস্কারের কথা বলা হয়েছে। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলছেন-

قُلْ يَا عِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ ۚ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ ۗ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ ۗ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ •

www.pathagar.com

অর্থাৎ, বল, 'হে আমার মুমিন বান্দারা যারা ঈমান এনেছ, তোমরা তোমাদের রবকে ভয় কর। যারা এ দুনিয়ায় ভালো কাজ করে তাদের জন্য রয়েছে কল্যাণ। আর আল্লাহর যমীন প্রশস্ত, কেবল ধৈর্যশীলদেরকেই তাদের প্রতিদান পূর্ণরূপে দেয়া হবে কোনো হিসেব ছাড়াই।' (সূরা যুমার : ১০)

ঈসা (আ.) এর অনুসারী যারা জাতীয়, বংশীয়, দলীয় ও স্বদেশের স্বার্থপ্রীতি থেকে মুক্ত ছিল এবং দ্বীনের ওপর অবিচল ছিল এবং নতুন নবীর আগমনে যে কঠিন পরীক্ষার মুখোমুখি হতে হয়েছিল তাতে প্রমাণ করে দিয়েছিল যে আসলে তারা ঈসা পূজারী নয় বরং তারা আল্লাহর পূজারী ছিল। তাদের এ কঠিন পরিস্থিতিতে তারা ধৈর্যধারণ করেছিল। আর আল্লাহ তায়ালা তাদের এ ধৈর্যের পুরস্কারস্বরূপ তাদেরকে দ্বিগুণ পুরস্কারের সুসংবাদ প্রদান করেছেন। যেমন কুরআনে এসেছে-

أُولَٰئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُم مَّرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ •

অর্থাৎ, তাদেরকে দু'বার প্রতিদান দেয়া হবে। এ কারণে যে, তারা ধৈর্যধারণ করে এবং ভালো দ্বারা মন্দকে প্রতিহত করে। আর আমি তাদেরকে যে রিয্ক দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে। (সূরা কাসাস : ৫৪)

নেতৃত্ব প্রদান

ধৈর্য ও অবিচলতার মাধ্যমে যে নেতৃত্বের উচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত হওয়া যায়, তার বাস্তব উদাহরণ হচ্ছে বনী ইসরাঈল। আল্লাহর আয়াতের প্রতি তাদের যে দৃঢ়প্রত্যয় স্থাপন এবং আল্লাহর বিধান মেনে চলার ব্যাপারে যে সবর ও অবিচল নিষ্ঠা প্রদর্শন তার ফলশ্রুতিতে তারা শ্রেষ্ঠ জাতিসত্তায় পরিণত হয়েছিল এবং উন্নতির উচ্চ শিখরে আরোহণ করেছিল। বনী ইসরাঈল জাতির মধ্যে তারাই নেতৃত্ব লাভ করে যারা আল্লাহর কিতাবের প্রতি প্রকৃত বিশ্বস্ত ছিল এবং যারা বৈষয়িক স্বার্থোদ্ধার ও স্বাদ আস্বাদনের সীমা ছাড়িয়ে যেত না। তাদের প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে এভাবে বলা হচ্ছে-

وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ •

অর্থাৎ, আর আমি তাদের মধ্য থেকে বহু নেতা করেছিলাম, তারা আমার আদেশানুযায়ী সৎপথ প্রদর্শন করত, যখন তারা ধৈর্যধারণ করেছিল। আর তারা আমার আয়াতসমূহের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস রাখত। (সূরা আস্সাজদাহ : ২৪)

www.pathagar.com

বিপদাপদে আল্লাহর সাহায্যের প্রতিশ্রুতি প্রদান

যে সকল ঈমানদার ব্যক্তিগণ কঠিন বিপদের মুহূর্তে ধৈর্যধারণ করে এবং নামাজ ও সবরের মাধ্যমে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করে। আল্লাহ তায়ালা সে সকল মুমিন ব্যক্তিদেরকে বিপদ-মুসীবত সর্বাবস্থায় সাহায্যের প্রতিশ্রুতি প্রদান করেছেন। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলছেন –

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

অর্থাৎ, হে মুমিনগণ, ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য চাও। নিশ্চয় আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন। (সূরা বাক্বারা : ১৫৩)

শত্রুর ষড়যন্ত্র থেকে মুক্তিলাভ

কঠিন বিপদের মুহূর্তে ও শত্রুর হাজার ষড়যন্ত্র সত্ত্বেও কেউ যদি দৃঢ় মনোবল ও ধৈর্যধারণ করে আল্লাহর নিকট সাহায্য চায়। আল্লাহ তায়ালা তাকে শত্রুর ষড়যন্ত্র থেকে মুক্তিদান করেন এবং বিজয়ের পথ সুগম করে দেন। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলছেন-

إِن تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا ۖ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا ۗ إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ •

অর্থাৎ, যদি তোমাদেরকে কোনো কল্যাণ স্পর্শ করে, তখন তাদের কষ্ট হয়। আর যদি তোমাদেরকে মন্দ স্পর্শ করে, তখন তারা তাতে খুশি হয়। আর যদি তোমরা ধৈর্য ধর এবং তাকওয়া অবলম্বন কর, তাহলে তাদের ষড়যন্ত্র তোমাদের কিছু ক্ষতি করবে না। নিশ্চয় আল্লাহ তারা যা করে, তা পরিবেষ্টনকারী। (সূরা আলে ইমরান: ১২০)

আল্লাহর রহমত ও হিদায়ত প্রদান

আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে মানুষের জীবনে যে পরীক্ষার সম্মুখীন হয় যেমন- ভীতি, ক্ষুধা, প্রাণ ও সম্পদের ক্ষতি, উপার্জন ও আমদানি হ্রাস ইত্যাদি পরীক্ষার সময় যে ব্যক্তি ধৈর্যের পথ অবলম্বন করে। সে সকল ব্যক্তির জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে রহমত ও হিদায়াত দানের সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে। যেমনিভাবে কুরআনে বলা হয়েছে-

وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ • الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ • أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ •

www.pathagar.com

অর্থাৎ, আর তুমি ধৈর্যশীলদের সুসংবাদ দাও। যারা তাদেরকে যখন বিপদ আক্রান্ত করে তখন বলে, নিশ্চয় আমরা আল্লাহর জন্য এবং নিশ্চয় আমরা তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তনকারী। তাদের ওপরই রয়েছে তাদের রবের পক্ষ থেকে মাগফিরাত ও রহমত এবং তারাই হিদায়াতপ্রাপ্ত। (সূরা বাক্বারা : ১৫৫-১৫৭)

আল্লাহর ভালোবাসা ও প্রশংসা জ্ঞাপন

وَكَأَيِّن مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ •

অর্থাৎ, আর কত নবী ছিল, যার সাথে থেকে অনেক আল্লাহওয়ালা লড়াই করেছে। তবে আল্লাহর পথে তাদের ওপর যা আপতিত হয়েছে তার জন্য তারা হতোদ্যম হয়নি। আর তারা দুর্বল হয়নি এবং তারা নত হয়নি। আর আল্লাহ ধৈর্যশীলদেরকে ভালোবাসেন। (সূরা আলে ইমরান : ১৪৬)

আল্লাহর নেক বান্দারা যখন বিপদের ও কঠিন সংকটের মুখোমুখি হয় তখন তারা তাদের রবের কাছে অভিযোগ করে না বরং ধৈর্যসহকারে তার চাপিয়ে দেয়া পরীক্ষাকে মেনে নেয় এবং তাতে উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য আল্লাহর নিকট সাহায্য চায়। এমন ব্যক্তির জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে ভালোবাসা ও তাদের প্রশংসা জ্ঞাপন করা হয়। যা উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত, আমরা হযরত আইয়ুব (আ.) এর জীবনে দেখতে পাই। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা বলেন-

وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِّهِ وَلَا تَحْنَثْ ۗ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا ۚ نِّعْمَ الْعَبْدُ ۖ إِنَّهُ أَوَّابٌ •

অর্থাৎ, আর তুমি তোমার হাতে এক মুঠো তৃণলতা নাও এবং তা দিয়ে আঘাত কর। আর কসম ভঙ্গ করো না। নিশ্চয় আমি তাকে ধৈর্যশীল পেয়েছি। সে কতই না উত্তম বান্দা! নিশ্চয়ই সে ছিল আমার অভিমুখী। (সূরা সোয়াদ : ৪৪)

শত্রুর বিরুদ্ধে বিজয় লাভ

যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধকালীন অবস্থায় লড়াই করে। সকল প্রকার ত্যাগ-কুরবানি ও দুঃখ-কষ্ট সহ্য করে। সে সকল ধৈর্যশীল ব্যক্তিদেরকে আল্লাহ তায়ালা বিজয় দান করেন। যেমনিভাবে বদর যুদ্ধে বিজয় দান করেছিলেন। যেমন কুরআনে বলা হচ্ছে-

بَلَىٰ ۚ إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ •

www.pathagar.com

অর্থাৎ, হ্যাঁ, যদি তোমরা ধৈর্য ধর এবং তাকওয়া অবলম্বন কর, আর তারা হঠাৎ তোমাদের মুখোমুখি এসে যায়, তবে তোমাদের রব পাঁচ হাজার চিহ্নিত ফেরেশতা দ্বারা তোমাদেরকে সাহায্য করবেন। (সূরা আলে ইমরান : ১২৫)

আর যে জাতিকে দুর্বল মনে করা হতো আমি তাদেরকে যমীনের পূর্ব ও তার পশ্চিমের উত্তরাধিকারী বানালাম, যেখানে আমি বরকত দিয়েছি এবং বনী ইসরাঈলের ওপর তোমার রবের উত্তম বাণী পরিপূর্ণ হলো। কারণ তারা ধৈর্যধারণ করেছে। আর ধ্বংস করে দিলাম, যা কিছু তৈরি করেছিল ফিরআউন ও তার সম্প্রদায় এবং তারা যা নির্মাণ করেছিল। (সূরা আরাফ : ১৩৭)

জান্নাতে বাইতুল হামদ নামক গৃহ নির্মাণ

প্রিয়জন বিয়োগে যারা ধৈর্যধারণ করে ও আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য তার প্রশংসা করে। সে সকল ব্যক্তিদের জন্য আল্লাহ তায়ালা জান্নাতে বাইতুল হামদ বা প্রশংসার গৃহ নির্মাণ করবেন। এ প্রসঙ্গে রাসূল (সা.) বলেছেন-

"হযরত আবু মূসা আশআরী (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূল (সা.) বলেছেন, যখন কোনো ব্যক্তির বাচ্চা মারা যায় তখন আল্লাহ পাক ফেরেশতাদের জিজ্ঞেস করেন তোমরা আমার বান্দার ছেলের রূহ কবয করেছো? তারা জবাব দেয় জ্বি হ্যাঁ। আল্লাহ বলেন-তোমরা তার হৃদয়ের ফলকে ছিনিয়ে নিয়েছ? তারা জবাব দেয় জ্বি হ্যাঁ। আল্লাহ জিজ্ঞেস করেন তো আমার বান্দাহ কি বলছে? তারা জবাব দেয় সে তোমার প্রশংসা করেছে এবং পড়েছে। এরপর আল্লাহ ফেরেশতাদের আদেশ করেন, তোমরা আমার বান্দাদের জন্য জান্নাতে ঘর বানাও এবং তার নাম বায়তুল হামদ (প্রশংসার ঘর) রাখো।" (রিয়াদুস সালেহীন : ১৩৯৫)

পরিশেষে, মহান আল্লাহর নিকট প্রার্থনা, হে আল্লাহ! তুমি আমাদেরকে সেই সকল ধৈর্যশীলদের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত কর, যারা বিপদ-মুসিবত, দুঃখ-কষ্টে সবর করে। যারা সুখের সময় ও সুস্থতায় সবর করে। হে রব! আমাদের ধৈর্যকে তাদের মতো করে দাও, যারা একমাত্র তোমার সান্নিধ্য লাভের জন্য সবর করে এবং চিরস্থায়ী জান্নাতের অধিবাসী। আমীন।

সমাপ্ত

www.pathagar.com

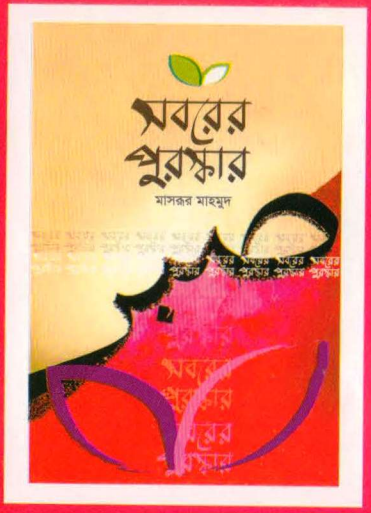

সবরের পুরস্কার

Soborer Puroshkar
by Mashrur Mahmud

মাসরূর মাহমুদ

professor's book corner

Published by Professors Book Corner
Published on June 2016

Find us on: facebook.
/ProfessorsBookCorner

If any Query Mail Us
fahad_1217@yahoo.com